মালতী-মাধব।

মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত নাটক অবলম্বনে

৺ লোহারাম শিরোরত্ন-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

বলরাম দের ষ্ট্রীট ৬ নং ভবনস্থ

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল কোন কোন স্থলে মূল গ্রন্থের বর্ণনারীতির ব্যতিক্রম করিয়াছি, কোন কোন স্থলের কোন কোন ভাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত মিলাইলে অনেক ভিন্ন ভাব লক্ষিত হইবে। সংস্কৃত মালতীমাধব পাঠ করিলে যাদৃশ প্রীতি লাভ হয়, ইহাতে তাহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; তথাপি বঙ্গ-ভাষানুরাগী মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তক এক এক বার পাঠ করিলে, আমার সমুদয় প্রযত্ন সফল হয়। এই পুস্তকের রচনা ও মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে কতিপয় আত্মীয় ব্যক্তি বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর।
২রা আশ্বিন, সংবৎ ১৯১৭। } শ্রীলোহারাম শর্ম্মা।

কবি-বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে পদ্মনগর নামে এক নগর ছিল। কাশ্যপবংশীয় কতিপয় বেদপারগ ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। তাঁহারা নিয়ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকাতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিয়ত যাগযজ্ঞাদি এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা তত্ত্ববিনিশ্চয়ের নিমিত্ত নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, যজ্ঞ ও খাতাদি কর্ম্মের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করিতেন, অপত্য উৎপাদনার্থ দার-পরিগ্রহ করিতেন এবং তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত পরমায়ুর যত্ন করিতেন। ঐ বংশে ভট্টগোপাল নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়। নীলকণ্ঠ নামে অতি পবিত্রকীর্ত্তি তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার ঔরসে জাতুকর্ণীর গর্ভে মহাকবি ভবভূতি জন্ম গ্রহণ করেন। ভবভূতির অপর নাম শ্রীকণ্ঠ।

মহাকবি ভবভূতির সহিত নটদিগের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ থাকাতে তিনি এই নানা গুণালঙ্কৃত নাটক

[illegible] নটাদিগকে সমর্পণ করেন। [illegible] নাটকের [illegible] কবি লিখিয়াছেন —"যে ব্যক্তিরা এই সংস্কৃত নাটকে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাঁহারা কিছু বিশেষ জানেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত আমার এ প্রয়াস নহে। [illegible] নিরবধি, পৃথিবীও বিশালা. যদি [illegible] [illegible]ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন, [illegible] কোন স্থানে থাকেন. তাঁহারই পরিতোষার্থ এই নাটক রচনা করিতেছি। আর বেদাধ্যয়নই হউক, বা সাংখ্য, উপনিষৎ এবং যোগশাস্ত্রের জ্ঞানই হউক, নাটকে তাহার বর্ণনায় কোন প্রয়োজন বা ফলোদয় নাই ; নাটকে যদি বাক্যের পরিপক্কতা ও ঔদার্য্য থাকে এবং অর্থের গৌরব থাকে, তবেই নাটক রচনায় পাণ্ডিত্য ও চাতুর্য্য।"

সেই মহাকবি ভবভূতি এই মালতীমাধব নাটকের প্রণয়ন করেন। ঐ দেশে কালপ্রিয়নাথ নামে এক মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তদীয় যাত্রা মহোৎসব-প্রসঙ্গে নানা দিগন্ত-বাসী জনগণ সমবেত হইত। তথায় তাঁহাদিগের অনুমোদনে ক্রমে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল।

মালতীমাধব।

উপক্রমণিকা।

বিদর্ভ দেশে* কুণ্ডিনপুর† নামে এক নগর আছে। তথায় দেবরাত নামে সুধীর সুচতুর এক রাজমন্ত্রী বাস করিতেন। কালক্রমে মন্ত্রীর পুত্র জন্মিল। পুত্রের নাম মাধব রাখিলেন। মাধব অত্যন্ত রূপবান্ ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। শিশুকালেই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। ক্রমে তাঁহার দার-পরিগ্রহ-যোগ্য বয়স উপস্থিত হইল।

---

* বিদর্ভ দেশের নাম বেরার। বিদর বেরারের অন্তর্গত। বিদর উহার মধ্যে আছে বলিয়া সমস্ত দেশকে বিদর্ভ বলে।

† এক্ষণে যে স্থান কন্দাবার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই কুণ্ডিনপুর হইতে পারে। কারণ নামের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

মালব দেশে পদ্মাবতী* নামে এক নগর আছে। পদ্মাবতী নগর অতি মনোহর, সিন্ধু ও মধুমতী নামে দুই নদীর সঙ্গমস্থলে সন্নিবেশিত। ঐ স্থানে বিশাল বিমল বারিরাশির অন্তরালে নানাবিধ সুরম্য হর্ম্ম্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন আকাশ হইতে অধোমুখ করিয়া স্বর্গপুরীকেই পরিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থানে লবণা নামে আর একটি নদী আছে। তাহার পুলিন দেশ সুস্নিগ্ধ নব তৃণে সুশোভিত। ঐ স্থানের অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড জলপ্রপাত আছে। তাহার জল এত বেগে পড়ে, যে দেখিলে বোধ হয়, যেন রসাতল পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ অন্তরে বৃহৎ দ্রোণী নামে এক শৈল আছে। তাহার পরিসর শাল তাল তমাল রসাল-প্রভৃতি তরুমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে রমণীয় নিকুঞ্জ-বন, দরীগৃহে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ বাস করে। ক্ষণে ক্ষণে ভল্লুকেরা বিকট স্বরে অস্ফুট চীৎকার করিয়া হীনবল জীবদিগকে চকিত করিয়া দেয়। হস্তিগণ শৈলজাত সুগন্ধি তরুলতা দলিত করে, তদীয় আমোদে বন অতিমাত্র সুবাসিত হয়। ঐ স্থানে সুবর্ণবিন্দু নামে প্রসিদ্ধ চরাচরগুরু ভগবান্ মহাদেবের এক মন্দির আছে।

---

* পদ্মাবতী প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরের পুরাতন নাম। কিন্তু নদী দ্বয় যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পদ্মাবতীকে উজ্জয়িনী বলা যাইতে পারে না।

পদ্মাবতীশ্বরের ভূরিবসুনামা এক অমাত্য ঐ নগরীতে বাস করিতেন। তাঁহার মালতী নামে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক কুমারী দুহিতা ছিল। মালতী স্ত্রীরত্ন, সুতরাং যৌবন-সীমায় পদার্পণ না করিতেই অনেকের প্রলোভনস্বরূপ হইয়া উঠিল। নন্দন নামে রাজার একজন নর্ম্মসচিব ছিলেন। ঐ কন্যার প্রতি তাঁহার সাতিশয় লোভ জন্মিল। তখন তিনি নৃপতি দ্বারা ভূরিবসু সমীপে মালতীকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত ও অমাত্য ভূরিবসু উভয়ে শৈশবকালে একত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা হয়, যদি আমাদিগের পরস্পরের পুত্র কি কন্যা জন্মে, তবে অবশ্যই বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতে হইবেক। এক্ষণে দেবরাত নিজ তনয়ের পরিণয়োচিত বয়ঃক্রম দেখিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পরিপূরণার্থ তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যপদেশে তাঁহাকে পদ্মাবতী নগরে প্রেরণ করিলেন। মকরন্দ নামে এক জন বালমিত্র ও কলহংস নামে এক জন ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। মালতী ও মাধব স্ব স্ব পিতার প্রতিজ্ঞার বিষয় কিছুই জানিতেন না।

পদ্মাবতী নগরে কামন্দকী নামে এক পরিব্রাজিকা বাস করিতেন। তিনি মন্ত্রিদ্বয়ের প্রতিজ্ঞার বিষয় জানিতেন। পরিব্রাজিকা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তত্রত্য জন সাধারণের মান্যা ছিলেন। অমাত্য ভূরিবসু নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাকেই গোপনে সমীহিত সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন।

মাধব পদ্মাবতী আসিয়া কামন্দকীর আশ্রমে অভিমত বিদ্যার আলোচনায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কামন্দকীও সমুচিত যত্নে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং যাহাতে দুই সতীর্থ প্রিয় সুহৃদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সফল হয়, তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।

গ্রন্থসূচনা।

একদা কামন্দকী প্রিয় শিষ্যা অবলোকিতাকে কহিলেন, বৎসে অবলোকিতে! আহা দেবরাততনয় মাধব ও ভূরিবসুদুহিতা মালতীর কি পরস্পর পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আহা আমার বাম চক্ষু নৃত্য করিতেছে! চক্ষুই শুভসূচক হইয়া মনের সংশয় দূর করিল। চক্ষু নামে বাম, কিন্তু কাজে নিতান্ত দক্ষিণ। অবলোকিতা কহিল, আপনার চিত্তচাঞ্চল্যের এই একটা আবার গুরুতর কারণ উপস্থিত। কি আশ্চর্য্য! আপনি একে এই তপঃক্লেশে ক্লিষ্ট, তাহাতে আবার অমাত্য ভূরিবসু এই আয়াসকর ব্যাপারে আপনাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি বিষয় বাসনায় বিরত হইয়াও এ ব্যাসঙ্গের হাত এড়াইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, বৎসে! না না ও কথা বলিও না, দেখ তিনি যে আমাকে কর্ত্তব্য বিষয়ে নিযুক্ত করেন, ইহা কেবল একমাত্র স্নেহ ও বিশ্বাসের কার্য্য। অতএব যদি আমার প্রাণ অথবা তপস্যার দ্বারাও সুহৃদ্গণের অভিমত কার্য্য সিদ্ধি হয়, সেই আমার প্রধান কর্ম্ম।

অবলোকিতা কহিল, ভগবতি! যেমন বিদর্ভরাজ-মন্ত্রী এখানে মাধবকে প্রেরণ করিয়াছেন, তেমনি অমাত্য ভূরিবসুও তাঁহাকে স্বয়ং মালতী সমর্পণ না করেন কেন ও চৌরবিবাহের নিমিত্তই বা আপনাকে যত্ন করিতে কহেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন, জান না, ওটা কেবল ছলনা মাত্র। রাজার নর্ম্মসচিব নন্দন, রাজা দ্বারা মালতীকে চাহিতেছে; বাচনিক নিষেধ করিলে পাছে রাজার কোপ হয়, এই নিমিত্ত এই শুভ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। অমাত্য মাধবকে জানিয়া শুনিয়াও নিতান্ত নিরপেক্ষ হইয়া আছেন। মালতী-মাধব অপরিণত বয়স্ক, মনের ভাব গোপন করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদের কাছে স্বাভিপ্রায় প্রকাশিত করেন নাই। অমাত্যের উদ্দেশ্য এই, তাহাদিগের উভয়ের অনুরাগ প্রবাদ সকলে জানুক, তাহা হইলে রাজা ও নন্দন সহজেই প্রতারিত হইবে। দেখ চতুর লোকেরা বাহিরে এমত রমণীয় ব্যবহার করে, যে পরে তর্ক করিয়াও তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারে না। সকলকে কপটজালে আচ্ছন্ন করে এবং আপনি যেন কিছুই নহে এই রূপ দেখাইয়া কার্য্যসিদ্ধি করে অথচ বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হয় না।

অবলোকিতা কহিল, ভগবতি! আমি আপনার আদেশানুসারে নানা বচন বিন্যাস পূর্ব্বক মাধবকে অমাত্যভবনের আসন্ন রাজপথে সঞ্চারিত করিয়া থাকি। পরিব্রাজিকা বলিলেন হাঁ আমি মালতীর ধাত্রীকন্যা

লবঙ্গিকার মুখে শুনিয়াছি, মাধব যখন অমাত্যভবনের আসন্ন নগরীরথ্যায় পুনঃ পুনঃ পর্য্যটন করিতেন, তখন মালতী বাতায়ন হইতে তদীয় মদনমোহন মূর্ত্তি দেখিয়াছেন ও তদবধি গাঢ় উৎকণ্ঠায় দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন। অবলোকিতা কহিল, আমিও শুনিয়াছি মালতী উৎকণ্ঠাবিনোদনের নিমিত্ত মাধবের প্রতিরূপ চিত্রিত করিয়া লবঙ্গিকা দ্বারা বিহারদাসী মন্দারিকার হস্তে দিয়াছে। কামন্দকী শুনিয়া ভাবিলেন, মাধবের অনুচর কলহংসের সহিত মন্দারিকার প্রণয় আছে, ঐ সুযোগে উহা মাধবের হস্তগত হইবে, এই অভিপ্রায়ে লবঙ্গিকা এই কাণ্ড করিয়াছে। অবলোকিতা পুনরায় কহিল, ভগবতি! অদ্য মদনোদ্যানে মদন মহোৎসব, তথায় মালতী আসিবে। যদি পরস্পরের দর্শনে মাধবেরও অনুরাগ সঞ্চার হয়, এই আশয়ে মাধবকে ভুলাইয়া কৌতুকাবিষ্ট করিয়া তথায় পাঠাইয়াছি। তিনি শুনিয়া কহিলেন, সাধু বৎসে! সাধু, মনের মত কাজ করিয়াছ; বড়ই প্রীত হইলাম। সে কহিল, ভগবতি! যদি মাধবের বালমিত্র মকরন্দের সহিত নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার পরিণয় ঘটে, তবে বোধ করি, মাধবের আরও প্রিয় কার্য্য হয়। তিনি কহিলেন, বৎসে! সে কথা বলিতে হইবে না। তদ্বিষয়ে মদয়ন্তিকার প্রিয় সখী বুদ্ধরক্ষিতাকে নিযুক্তই রাখিয়াছি। এক্ষণে চল, মাধবের সংবাদ জানিয়া একবার মালতীর কাছে যাই। মালতী ত অতি

উদারপ্রকৃতি, অতএব কৌশল পূর্ব্বক স্বয়ংই দূতী-কৃত্য করিতে হইবেক। যেরূপেই হউক, শরচ্চন্দ্রিকা যেমন কুমুদের প্রমোদকরী, তেমনি সেই বিনোদিনী মাধবের আনন্দদায়িনী হউক, যুবক যুবতী চরিতার্থ হউক এবং বিধাতার পরস্পরের গুণ নির্ম্মাণ কৌশল সফল ও মনোরম হউক। এই ভাবিতে ভাবিতে মাধবের অন্বেষণে চলিলেন।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম অঙ্ক।

মাধব মদনোদ্যানে গমন করিলে মকরন্দ বন্ধুবিরহে কাতর হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, অবলোকিতার মুখে শুনিলাম, বয়স্য মদনোদ্যানে গিয়াছেন, অতএব সেই দিকেই যাই, এই স্থির করিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মাধবকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিলেন। তখন ঐ বয়স্য আসিতেছেন, এই বলিয়া তাঁহার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ কি! বয়স্যের গমন আলস্যে মন্থর, দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য, শরীর অব্যবস্থিত এবং নিঃশ্বাস অত্যায়ত দেখিতেছি। এ কি, এ যে মনোবিকারের লক্ষণ! অথবা তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে; কারণ, ভুবনে কন্দর্পের আজ্ঞা অপ্রতিহত, যৌবনকালও দুর্নিবার বিকারের হেতু এবং ললনাগণের সেই সকল সুললিত মধুর ভাবেও ধৈর্য্যহানি হইয়া থাকে। মনোবিকারের এই সমুদায় কারণকলাপ থাকিতে আর অন্য সম্ভাবনা করা বৃথা। মকরন্দ এই রূপে নানা তর্ক করিতে লাগিলেন।

মাধব মদনোৎসবে মালতীর দর্শন লাভ করিয়া নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার এই প্রথম বিকার, মন যে কেমন অস্বচ্ছন্দ, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন, যখন সেই চন্দ্রমুখীকে মনে করি, তখন লজ্জা দূরীভূত, বিনয় অপনীত, ধৈর্য্য উন্মথিত ও সদসদ্বিবেচনা অস্তমিত হয়; মন কোন মতেই তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। কি আশ্চর্য্য! আমার যে হৃদয় তাঁহার সন্নিধানে বিস্মিত, ভাবান্তর রহিত, আনন্দে জড়িত ও অমৃতসাগরে প্লাবিত ছিল, এক্ষণে তাঁহার অদর্শনে সেই হৃদয় যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিচুম্বিত হইতেছে। এই চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে মকরন্দ, 'বয়স্য এ দিকে, এ দিকে' এই বলিয়া ডাকিলেন। মাধব সন্নিহিত হইলে কহিলেন, সখে! সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর, ক্ষণকাল এই উদ্যানে বিশ্রাম করা যাউক। দেখ, ঐ কাঞ্চন বৃক্ষের মূল বিকসিত কুসুমে সুবাসিত ও স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশীতল। চল ঐ খানে গিয়া বসি। মাধব কহিলেন, তোমার যথা অভিরুচি। অনন্তর উভয়ে তরুতলে গিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

পরে মকরন্দ মাধবের মনোগত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলেন, সখে! নগরাঙ্গনাদিগের মদন মহোৎসব দেখিয়া যদবধি তুমি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছ, সেই অবধি তোমাকে যেন অন্যবিধ বোধ হইতেছে। তুমি কি রতিপতির শরগোচরে পতিত হইয়াছ? মাধব কিছুই

উত্তর দিলেন না, লজ্জাবনত মুখে রহিলেন। মকরন্দ বুঝিয়া সস্মিত মুখে কহিলেন, বয়স্য! বিনম্রবদনে রহিলে কেন? দেখ কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কি নীচ কি মহৎ সকলের উপরই মনোভবের সমান প্রভুত্ব। তদীয় দুষ্পরিহরণীয় প্রভাবের বশম্বদ নহে এমন ব্যক্তি ত্রিভুবনে দুর্লভ। অন্যের কথা কি, বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাও তদীয় বাণপাতিপথে পতিত হইয়া বিপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন; অতএব লজ্জা কি, গোপন করিবার প্রয়োজন নাই, বল।

মাধব কহিলেন সখে! তোমাকে কেনই বলিব না? বলি, শুন। অদ্য অবলোকিতার কথায় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মদনযাত্রা দর্শনে কামদেবের মন্দিরে গিয়াছিলাম; তথায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও পৌরজনের প্রমোদ দেখিয়া নিতান্ত শ্রান্তি বোধ হইল। তখন মন্দির সন্নিহিত বাল বকুল বৃক্ষের আলবাল সমীপে বসিলাম। দেখিলাম, বিকসিত মুকুলাবলীর মধুর পরিমলে লোলুপ হইয়া অলিকুল চতুর্দ্দিক আকুলিত করিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন ঐ তরুই ঐ স্থলের মনোহর আভরণ স্বরূপ। নিরন্তর যদৃচ্ছাক্রমে উহার পুষ্প সকল পড়িতেছিল; আমি ঐ সকল কুসুমাবলী সঙ্কলিত করিয়া রচনাচাতুরীসম্পন্ন এক মনোহর মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে ভবনমধ্য হইতে কুমারীজনোচিত উজ্জ্বল বেশভূষায় বিভূষিত কোন কুমারী পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া কামদেবের

জগতের জয় পতাকার ন্যায় সেই খানে উপনীত হইলেন। দেখিলাম, তাঁহার শরীর সকল রমণীয়তার আধার বা সমুদায় সৌন্দর্য্যসারের নিকেতন। বোধ হয়, যেন স্বয়ং মদন, সুধাকর সুধা চন্দ্রিকা প্রভৃতি রমণীয় উপাদানে সেই মনোহর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরে তিনি কুসুমচয়নকারিণী অনুচারিণী সখীগণের অভ্যর্থনানুসারে সেই বাল বকুল বৃক্ষের দিকে আসিলেন। তখন দেখিলাম, তাঁহার শরীর ম্লান, গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ, আর এরূপ অন্যমনস্ক, যে পরিজনেরা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও অনাস্থা পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এইরূপ ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল, যে কোন ভাগ্যবান্ পুরুষের উদ্দেশে যেন চিরসঞ্চিত মদনবেদনা তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে। দর্শন মাত্র সেই সুলোচনা অমৃতপ্রদীপের ন্যায় আমার লোচন সুশীতল ও প্রীত করিয়াছিলেন। পরে চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, সেই রূপ তিনি আমার মন হরণ করিলেন। আর কি বলিব, যখন কোন কারণ না দেখিয়া মন তাঁহাতে আসক্ত হইয়াছে, তখনই স্থির করিয়াছি, নিরন্তর সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে। আমার ইচ্ছায় কি হয়, শুভই হউক বা অশুভই হউক, ভবিতব্যতাই সকলের মূলাধার। মকরন্দ কহিলেন, সখে! নিমিত্ত ব্যতিরেকে কখনই প্রণয়সঞ্চার হইতে পারে না। দেখ, সূর্য্যোদয়ে যে পদ্ম বিকসিত হয় ও চন্দ্রোদয়ে যে চন্দ্রকান্ত মণি দ্রবীভূত হয়, ইহার বাহ্য কারণ আমরা কিছুই অনুভব

করিতে পারি না বটে, কিন্তু আন্তরিক কোন হেতু আছেই আছে, সন্দেহ নাই। আন্তরিক হেতু অবলম্বন করিয়াই প্রণয়সঞ্চার হয়, বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন করে না। যা হউক, তার পর বল।

মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, অনন্তর তাঁহার সখীগণেরা ভ্রূবিলাস পূর্ব্বক আমাকে দেখিল এবং যেন পরিচিতের ন্যায় 'এই সেই তিনি' এই বলিয়া আমার প্রতি স্মিতমধুর কটাক্ষ বর্ষণ করিল। অনন্তর সেই অনুগামিনী কামিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বিভ্রম বিলাসের সহিত করতালিকা প্রদান করিয়া কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! আমাদিগের কি পরম সৌভাগ্য! দেখিয়াছ, এখানে কাহারও কেহ আছে, এই বলিয়া অঙ্গুলীর সঞ্চালনা দ্বারা আমাকে দেখাইয়া দিল। মকরন্দ শুনিয়া ভাবিলেন কি রূপে পরিচয় হইল। যাহা হউক, এ ত গুরুতর পূর্ব্বরাগের লক্ষণ। ভাল, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনা যাউক; এই ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! তার পর, তার পর। মাধব উত্তর করিলেন যখন ঐ রূপে নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল, ইত্যবসরে সেই সুলোচনার শরীরে বিবিধ অনির্ব্বচনীয় সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ লক্ষিত হইল; তাহার বাক্‌পথাতীত বিচিত্রতা, ও সুললিত বিভ্রম বিলাস প্রকাশ পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন তিনি অধীর হইয়া মনোভবের বশম্বদ হইয়াছেন। পরে তিনি কখন স্থির ও বিকসিত নয়নে, কখন বা সভ্রূভঙ্গ বিলোকনে, কখন বা মুকুলিত লোচনে,

কখন বা অপাঙ্গ প্রসারিত দর্শনে আমাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার ও আমার চারি চক্ষু একত্র হয়, তখনই তিনি নয়ন কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করেন; পরে দেখিলাম তাঁহার নয়নযুগল আলস্যে মুকুলিত ও নিমেষ শূন্য হইয়া যেন আন্তরিক কোন আনন্দে হাসিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় একে ত অত্যন্ত অব্যবস্থিত ছিল, তাহাতে আবার সুনয়নার কটাক্ষপাতে অপহৃত, পীত, বিদ্ধ ও উন্মোহিত হইল।

এইরূপে সেই মনোহারিণী কামিনীর অবশ্য সম্ভাবনীয় প্রণয় রসে প্লবমান হইয়াও আপন চাপল্য সংগোপন নিমিত্ত প্রারব্ধ বকুলমালার শেষভাগ যথা-কথঞ্চিৎ গাঁথিলাম; অনন্তর কতকগুলি অস্ত্রপাণি বর্ষবরপ্রায় পুরুষ আসিয়া উপনীত হইল। তাহাদিগের সহিত সেই চন্দ্রমুখী এক করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরগামী মার্গ অলঙ্কৃত করিয়া চলিলেন। যাইবার সময়ে গ্রীবাভঙ্গ পূর্ব্বক আমাকে অমৃতসিক্ত ও বিষলিপ্ত কটাক্ষে বিদ্ধ করিয়া গেলেন।

তদবধি আমার যে কেমন বিকার জন্মিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিতে ও বাক্য দ্বারা সমুদায় ব্যক্ত করিতে পারি না; আর জন্মাবধি যে কখন ঈদৃশ দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়াছি, তাহাও মনে হয় না। বিবেকশক্তি নাই, মহামোহ প্রবল এবং চিত্ত জড়ীভূত

ও তাপিত হইতেছে দেখিতেছি, কিন্তু বুঝিবার শক্তি নাই। অভ্যস্ত বিষয় মনে পড়িতেছে, কিন্তু তেমন ভাবোদয় হয় না বলিয়া বিরস লাগে। হিম সরোবরে অবগাহন করি বা সুধাকরের কিরণ স্পর্শ করি, কিছুতেই সন্তাপ যাইবার নহে। চিত্ত চঞ্চল ও চিন্তাকুল, বিষয়-বিশেষে ব্যাসক্ত হয় না।

মকরন্দ পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভাবিলেন, এ ত বড়ই আসক্তি দেখিতেছি। এখন সদুপদেশ দ্বারা বন্ধুকে কি নিষেধ করিব; অথবা যখন কুসুমায়ুধের অস্ত্রবল ও নবযৌবন এই দুইই বিকারের বলবৎ কারণ রহিয়াছে, তখন আর তুমি মদন বেদনায় অধীর হইও না, মনের বিকার দূর কর বলিয়া উপদেশ দিলে কি ফলোদয় হইবে? দেখ কুসুমায়ুধ কি দুরন্ত! যে ব্যক্তি এক বার দুস্তর অনঙ্গতরঙ্গে নিপতিত হয়, সে আর সহসা উঠিতে পারে না। শত শত বার দুরুত্তর দুঃখ আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়াও আপনাকে সুখী জ্ঞান করে; মোহান্ধতা-বশতঃ সদুপদেশ-তরি অবলম্বন করিতে পারে না। এই রূপে কখন নানা বিপজ্জালে জড়িত, কখন বা দুর্মোক্ষ-ব্যাধি তিমি মকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চির দিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যৌবন অতি বিষম কাল। এই সময়ে বিষয়বাসনা বলবতী হয়, রাগাদি রিপু সকল নিয়ত সবল থাকে, সুতরাং অপরিণামদর্শী যুবগণ প্রায়ই বিপথে পদার্পণ করেন। যুবগণ পরিণামবিরস ভোগসুখে মত্ত

থাকিয়া কিছুই দেখিতে পান না। যখন তাঁহাদের চিত্তকরীর দুর্নিবার মত্ততা স্ফুরিত হয়, তখন কোথায় বা ধৈর্য্যশৃঙ্খল, কোথায় বা সদাচার-স্তম্ভ, কোথায় বা লজ্জা-রজ্জু, এবং বিনয়-অঙ্কুশই বা কোথায় থাকে। কিছুতেই প্রবলতর মনোবেগ নিবৃত্ত হইবার নহে। অতএব এক্ষণে নিষেধ দ্বারা কোন উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। এই বিতর্ক করিয়া মকরন্দ জিজ্ঞাসিলেন, কেমন সখে! তিনি কে ও কাহার কন্যা, জানিয়াছ। তিনি উত্তর করিলেন, শ্রবণ কর, তাহার করেণু-কারোহণ সময়েই সখীমণ্ডল হইতে এক সুচতুরা সহচরী বিলম্ব করিয়া পুষ্পচয়ন ব্যাজে আমার সমীপে আইল, এবং সেই বকুলমালাচ্ছলে আমাকে কহিল, মহাভাগ! সমুচিত গুণে *সুমনঃ† সংযোগ হেতু ইহা‡ অতি রমণীয় হইয়াছে। আমাদিগের স্বামিদুহিতা অতিমাত্র কৌতুকাবিষ্ট আছেন। তাঁহার পক্ষে এ কুসুমরোপ§ ব্যাপার অতি বিচিত্র। প্রার্থনা করি এই সামগ্রী|| স্বামি-কন্যার কণ্ঠে লম্বিত হইয়া মনোহর হউক, ইহার বিচিত্রতা চরিতার্থ হউক, এবং রচয়িতার¶ রচনা-চাতুরী সফল হউক। পরে আমি কুমারীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে উত্তর করিল, ওটী অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা,

---

* সূত্র ও বিনয়াদি।
† পুষ্প ও ভাল মন।
‡ মালা ও প্রাণ।
§ পুষ্প রচনা ও কন্দর্প।
|| মালা ও তুমি।
¶ তোমার ও বিধাতার।

নাম মালতী। আমি তাঁহার ধাত্রীকন্যা, বিশেষ অনুগ্রহভাজন, নাম লবঙ্গিকা।

মকরন্দ শুনিয়া বলিলেন, আহা মালা চাহিবার কি বচনকৌশল! যাহা হউক, অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, এ বহু মানের কথা। কামন্দকীও সর্ব্বদা মালতী মালতী করিয়া থাকেন। কিন্তু শুনিতেছি, রাজা নন্দনের পরিতোষার্থ মালতীকে চাহিতেছেন। কি হয়, কিছুই বলা যায় না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, সখে! অপর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। তিনি এই রূপে বকুলমালা চাহিলে আমি নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া দিলাম। মালতীর মুখপঙ্কজে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া শেষভাগের রচনা পূর্ব্বের অনুরূপ হয় নাই; তথাপি তিনি তাহাই ভাল ও অসামান্য প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন; অনন্তর মদনযাত্রা ভাঙ্গিলে সে প্রচলিত জনতার অন্তরালে অন্তরিত হইলেন। পরে আমি তোমাদিগের অন্বেষণে আসিতেছি।

মকরন্দ কহিলেন, বয়স্য! যখন মালতীরও অনুরাগচিহ্ন ব্যক্ত হইয়াছে, তখন এ প্রণয় দৃঢ়তর, সন্দেহ নাই। মালতীর গণ্ডপাণ্ডুতা প্রভৃতি যে সমুদায় চিরলক্ষিত বিরহলক্ষণ, সেও বোধ হয়, তোমার নিমিত্তই হইয়াছে। কিন্তু তোমাকে কোথায় দেখিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। তাদৃশী কুলবালারা একের প্রতি অনুরাগিণী হইলে কখনই অন্যত্র সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে না। 'এখানে কাহারও কেহ আছে' সখীদিগের এই পরিহাস বাক্য এবং ধাত্রীকন্যার মালা প্রার্থনার বচন-

বৈদগ্ধী এ উত্তর দ্বারাই তোমার উদ্দেশে তাঁহায় পূর্ব্বরাগ, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।

এই রূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল, এ দিকে মাধবের ভৃত্য কলহংস মন্দারিকার নিকট মাধবের এক চিত্রময় প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া দেখাইবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে তথায় উপনীত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক চিত্রপট সমর্পণ করিল। মাধব ও মকরন্দ তাহা দেখিতে লাগিলেন। মকরন্দ জিজ্ঞাসিলেন, কলহংস! মাধবের ছবি কে লিখিয়াছে? সে উত্তর করিল, যে ইঁহার মন হরিয়াছে। পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, তবে কি মালতী? সে বলিল, হাঁ, শুনিলাম অমাত্য-দুহিতাই উৎকণ্ঠাশান্তির নিমিত্ত এই প্রতিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। তখন মাধব কহিলেন, সখে! তোমার বিতর্কই ঠিক হইল। মকরন্দ বলিলেন, প্রিয়তম! আর সন্দেহ নাই! আশ্বাসের পথ হইয়াছে; কেন না, যে বামলোচনা তোমার লোচনপ্রিয়া, আবার তুমিই তাহার চিত্তচোর ও হৃদয়বল্লভ। যেখানে প্রজাপতি ও রতিপতি উভয়েই লাগিয়াছেন, সেখানে আর কি সম্মিলনের কোন সংশয় আছে? যাহা হউক, বয়স্য! যে রূপ ভবাদৃশ ব্যক্তিরও বিকারহেতু, তাহা অবশ্যই দর্শনীয় বস্তু, সন্দেহ নাই; অতএব এই চিত্রপটেই তদীয় রূপ চিত্রিত কর, দেখি। তিনি কহিলেন, ভাল, তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে করিতেছি, চিত্রোপকরণ আনয়ন কর। মকরন্দ তৎক্ষণাৎ সমস্ত আহরণ করিলে তিনি লিখিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। লিখিতে লিখিতে কহিলেন, সখে মকরন্দ! লিখিব কি, তাঁহার সঙ্কল্প মাত্র বাষ্পসলিলে দৃষ্টি তিরোহিত হইতেছে, শরীর স্তব্ধ ও রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং অঙ্গুলি সকল স্বেদজলে প্লাবিত ও কম্পিত হইতেছে; তথাপি যেমন পারি লিখি; এই বলিয়া প্রতিকৃতি আলিখিত করিয়া একটি শ্লোক রচিয়া নিম্নে লিখিলেন। —এই জগতে নব শশিকলা প্রভৃতি স্বভাবমধুর অনেক মনোহর পদার্থই আছে বটে, কিন্তু এই নয়নমনোহর রূপ যে নয়নগোচর করিয়াছি, আমার জন্মের মধ্যে এই অদ্বিতীয় মহোৎসব। এই রূপে চিত্রকর্ম্ম সমাপন করিয়া মকরন্দকে দেখাইলেন। তিনি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! হাঁ রূপ বটে, ইহাতে অনুরাগ হওয়া তোমার নিতান্ত অসঙ্গত নহে, এই বলিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মন্দারিকা কলহংসের অন্বেষণ নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া মাধব ও মকরন্দকে সমাসীন দেখিয়া লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইল এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক কহিল, কলহংস! পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝিয়াছি, তুমি এখানে আছ; এখন আমার চিত্রফলক দাও। কলহংস তৎক্ষণাৎ চিত্রপট প্রদান করিলে সে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, কলহংস! ইহাতে কে কি নিমিত্ত মালতীকে লিখিয়াছে? সে বলিল, মালতী যে নিমিত্ত যাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। মন্দারিকা শুনিয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে কহিল, আহা কি সৌভাগ্য! এত দিনে বিধাতার সৃষ্টিকৌশল সফল হইল। মকরন্দ

জিজ্ঞাসিলেন, মন্দারিকে! এ বিষয়ে কলহংস যাহা কহিয়াছে, তাহা কি সত্য? আর অমাত্য-তনয়া মাধবকে কোথায় দেখিলেন, বলিতে পার? সে কহিল মহাশয়! পরস্পরানুরাগের বিষয়ে আর সংশয়ই নাই। আর লবঙ্গিকার মুখে শুনিয়াছি, মন্ত্রি-তনয়া বাতায়ন দিয়া দেখিয়াছেন। শুনিয়া মকরন্দ কহিলেন, সখে! হইতে পারে, আমরা নিয়তই অমাত্য-ভবনের আসন্ন পথে সঞ্চরণ করিয়া থাকি, সেই খানেই মালতী তোমাকে দেখিয়া থাকিবেন। মন্দারিকা বলিল, আপনারা আজ্ঞা করুন, আমি যাইয়া প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকে ভগবান্ কামদেবের এই সুবিধান জানাই, এই বলিয়া বিদায় লইয়া চিত্রপট গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। দিবাকর গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে অবিরত তীব্র কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্র, পথ অত্যন্ত উত্তপ্ত, কাহার সাধ্য যে গমনাগমন করে; প্রাণান্তেও কেহ ঘরের বাহিরে যাইতে চাহে না। অনাতপ প্রদেশ স্বর্গসদৃশ বোধ করিয়া জীবগণ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে নিস্তব্ধভাবে রহিল। পশুকুল স্বৈরবিহার পরিহার পুরঃসর ছায়াময় তরুতলে রোমন্থ করিতে লাগিল। পিপাসা বলবতী, জল জল করিয়া সকলেই ব্যগ্র। শরীর ক্ষণমাত্রে স্বেদ-সলিলে পরিপ্লুত হইতে লাগিল।

তখন মকরন্দ কহিলেন, বয়স্য! ভগবান্ সহস্র-কিরণ

দুঃসহ কিরণ বৃষ্টি করিতেছেন; চল আমরা ছায়া-প্রধান প্রদেশে গমন করি। এই বলিয়া দুজনে চলিলেন। মাধবের আর অন্য চিন্তা ছিল না; তিনি যাইতে যাইতে বলিলেন, সখে! বোধ হয়, আতপতাপে বিগলিত স্বেদসলিলে তদীয় সহচরীবর্গের তিলকাবলীর লালিত্য এত ক্ষণ বিলুপ্ত হইতেছে। আঃ কি রৌদ্র! হে সমীরণ! তুমি বিকচ কুন্দকুসুমের মকরন্দ গন্ধ আহরণ করিয়া প্রথমতঃ সেই চঞ্চললোচনা কোমলাঙ্গীকে আলিঙ্গন কর, পশ্চাৎ আমার শরীর স্পর্শ করিও। মকরন্দ তদীয় ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, হা, দুরাত্মা কন্দর্প কি নির্দ্দয়! সুকুমার বয়স্য মাধবকে এক কালে নষ্ট করিল! অনন্তর মাধবকে কহিলেন, সখে! তুমি বয়সে যুবা, কিন্তু জ্ঞানে বৃদ্ধ। বিচারপথে তোমার চক্ষু চিরদিনই অপ্রতিহত; এক্ষণে ইন্দ্রিয়স্রোতে প্রবাহিত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় বিকলচিত্ত হওয়া কি ভবাদৃশ ব্যক্তির উচিত? যাহারা বিমার্গপ্রস্থিত মনের সংযম করিতে না পারে, তাহারা নিতান্ত অসার। অসার ব্যক্তির বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায়ই উপহাসের কারণ হইয়া থাকে। তুমিও কি সামান্য লোকের ন্যায় ইতর সুখে অনুরক্ত হইয়া উপহাসাস্পদ হইবে? যদি বায়ুভরে দুইই সমভাবে প্রকম্পিত হয়, তবে তরু ও গিরিতে বিশেষ কি? নিরঙ্কুশ ইচ্ছার

বশবর্ত্তী হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। যখন নিরঙ্কুশ ইচ্ছা মনোরাজ্য অধিকার করে, তখন বিবেকশক্তির শরণাপন্ন হওয়া এবং তদীয় কৃপাক্ষে জ্ঞানাস্ত্র ধারণ করা বিধেয়। বিবেকশক্তির প্রভা প্রদীপ্ত থাকিলে কি আর দুষ্প্রবৃত্তি-তিমির প্রাদুর্ভূত হইতে পারে? প্রবোধসুধাকরের সুধাপানে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে কি কখন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জনিত কটুরসে প্রবৃত্তি হয়? অতএব চিরাভ্যস্ত জ্ঞানের আলোচনা কর, হৃদয়ের বেগ নিরুদ্ধ কর এবং অধীরতাকে মনোমন্দির হইতে নিষ্কাশিত কর। অধীর হইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না, বরং অবিচলিত চিত্তে অভীষ্টসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে; অতএব চল, ভগবতী কামন্দকীর নিকট যাই, তিনি ভিন্ন এ বিপদে আর কে রক্ষা করিবে? মকরন্দ এই রূপে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু মাধবের অন্তঃকরণে তদীয় উপদেশ বাক্য স্থান প্রাপ্ত হইল না। যখন চন্দ্রিকাবিরহে কুমুদকুল মুকুলিত হয়, তখন কি দিনকরের তমোহর কিরণ তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে? তখন মাধব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি পার্শ্বে, কি সম্মুখে, কি পশ্চাৎ, কি অন্তরে, কি বাহিরে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তাহারে দেখিতে পাই; বোধ হয়, যেন প্রফুল্ল কমলমুখী অপাঙ্গবিস্ফারিত নয়নে আমাকে দেখিতেছেন। পরে মকরন্দকে কহিলেন, বয়স্য! আমার কেমনই দেহ দাহ উপস্থিত। মোহ আসিয়া

ইন্দ্রিয়শক্তি তিরোহিত করিতেছে। শরীর অবশ, মনঃ অস্থির, চতুর্দ্দিক্ তন্ময় দেখিতেছি। এইরূপ নানা কথা বার্ত্তায় তাঁহারা উভয়ে কামন্দকীর আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

মালতীমাধব।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কামন্দকী মকরন্দ মুখে মদনোদ্যান বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং অত্যন্ত প্রীত হইয়াও তৎকালে মনের ভাব গোপনে রাখিলেন। অনন্তর মালতী সমীপে যাইবার নিমিত্ত, তত্ত্ব জানিবার আশয়ে, অবলোকিতাকে অমাত্যভবনে প্রেরণ করিলেন। অবলোকিতা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কামন্দকী-সমীপে নিবেদন করিলেন, ভগবতি! শুনিলাম, লবঙ্গিকা মদনোদ্যান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবা মাত্র অমাত্যতনয়া তাহার হাত ধরিয়া অট্টালিকার উপরে বসিয়া কি মন্ত্রণা করিতেছেন। পরিজনবর্গকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। বোধ হয়, মাধবের কথাবার্ত্তা লইয়া আছেন। তাঁহার অনুরাগ ত অত্যন্ত উদ্বেল হইয়াছে। আবার এ দিকেও শুনিলাম, গত দিবস রাজা প্রিয়সুহৃৎ নন্দনের প্রীত্যর্থ মালতী চাহিলে অমাত্য উত্তর করিয়াছেন যে, নিজ কন্যার প্রতি মহারাজের প্রভুত্বই আছে। অতএব বুঝিলাম, মালতী মাধবানুরাগ কেবল আমরণ হৃদয়শূল হইয়া রহিল। যদি ভগবতীর প্রভুত্বের কোন

কক্ষ দর্শে; তবেই যাহা হয়, হইবে। এই কথা শুনিতে শুনিতে পরিব্রাজিকা অবলোকিতার সহিত অমাত্যভবনে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে অমাত্যনন্দিনী প্রিয়বয়স্যা লবঙ্গিকাসমভি-ব্যাহারে বিজন সৌধ-শিখরে বসিয়া সমুৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন; হুঁ, সখি! তুমি পুষ্প চয়ন ব্যাজে গিয়া মালা চাহিলে। তার পর, তার পর। সে বলিল, তার পর সেই মহানুভব এই বকুলমালা আমাকে দিলেন। এই বলিয়া মালা সমর্পণ করিল। তিনি সমাদরে গ্রহণ ও হর্ষোৎফুল্ল লোচনে নিরীক্ষণ করত কহিলেন, সখি! ইহার এক পার্শ্বের রচনা যেমন, অপর পার্শ্বের তদনুরূপ হয় নাই। সে বলিল, ও বিষম বিরচনা বিষয়ে তুমিই অপ-রাধিনী। সে সময় সেই দূর্ব্বাদল শ্যামল যুবাকে যে ব্যস্ত করিয়াছিলে, মনে করিয়া দেখ। অমাত্যসুতা কহিলেন, আহা, প্রিয়সখি! কত আশ্বাস দিতেই শিখিয়াছ। সে কহিল, এ আবার আশ্বাস কি; আমি বলি, শুন।—যখন তিনি মন্দ মন্দ সমীরণে প্রচলিত কমলদলের ন্যায় চঞ্চল লোচনে তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং প্রারব্ধ বকুলমালিকা রচনাচ্ছলে প্রসারিত নয়ন যুগল প্রযত্নে সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার হর্ষবিস্ময়াদি বিলাস লক্ষণ বিলক্ষণরূপেই প্রতীয়মান হইয়াছে। তুমি কি তাহা দেখ নাই? অমাত্যকুমারী শুনিয়া লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, সখি! যাহা দেখিলে ক্ষণ-সন্নিহিত জনের মনেও অলীক আশা সঞ্চারিত হয়, এ কি

সেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিলাস ? কি তুমি যাহা ভাবিতেছ ? সে ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, হাঁ তুমিও তখন বিনা গান বাদ্যে স্বভাবে নাচিয়া উঠিয়াছিলে। তিনি শুনিয়া ব্রীড়াবনতমুখে জিজ্ঞাসিলেন, হুঁ সখি ! তার পর, তার পর। সে কহিল, তার পর যাত্রা ভঙ্গ হইলে তিনি প্রচলিত জনতার মধ্যে বিলীন হইলেন, আমিও মন্দারিকার গৃহে আসিলাম। অদ্য প্রভাতেই মন্দারিকার হস্তে চিত্রপট সমর্পিত হইয়াছিল ; কেন না তাহার সহিত মাধবানুচর কলহংসের প্রণয় আছে, যদি ঐ সুযোগে উহা মাধবের হস্তগত হয়। এক্ষণে মন্দারিকার নিকট তদনুরূপ প্রিয় সংবাদও পাইলাম। মালতী শুনিয়া ভাবিলেন, বুঝি বা চিত্রপটই প্রদর্শিত হইয়া থাকিবে। অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, সখি ! কি প্রিয় সংবাদ বল দেখি ? লবঙ্গিকা কহিল, সখি ! এই সেই চিত্রময় প্রতিরূপ আনিয়াছি, অবলোকন কর। যখন দুর্লভ মনোরথ নিবন্ধন দুঃসহ আয়াসে চিত্ত দগ্ধ ও সন্তপ্ত হয়, সে সময় ইহা দেখিলেও মনে ক্ষণকাল সুখ জন্মে। এই বলিয়া সেই চিত্রফলক দিলেন। অমাত্যতনয়াও হর্ষোল্লাস সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে সন্দিগ্ধ হৃদয় ! এখনও অবিশ্বাস ; এমত আশ্বাসকেও প্রতারণা বলিয়া সম্ভাবনা করিতেছ। এ কি ! অক্ষর যে ! এই বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া এই রূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।—হে মহাভাগ ! তুমি নিজে যেমন মধুর মূর্ত্তি, তোমার শ্লোক রচনাও তেমনি

মধুর; কিন্তু তোমার দর্শন তৎকালে মনোহর, পরিণামে দারুণ সন্তাপকর! যাহারা তোমাকে দেখে নাই, সেই কুলকন্যারাই ধন্যা ও তাহারাই স্বচ্ছন্দচিত্তে কাল যাপন করিতেছে! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লবঙ্গিকা কহিল, সখি! এততেও কি তোমার আশ্বাস হইল না? দেখ, তুমি নবমালিকা কুসুমের ন্যায়, কোমলা, যাহার নিমিত্ত খণ্ডিত নব পল্লবের ন্যায় অনুদিন ক্ষীণ ও ক্লান্ত হইতেছ, ভগবান্ মন্মথপ্রসাদে তিনিও তোমার বিরহে দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করিতেছেন। অমাত্যদুহিতা সাশ্রুলোচনে কহিলেন, প্রিয়সখি! এক্ষণে সেই জীবিতেশ্বরের মঙ্গল হউক, আমার মনোরথ চিরদুর্লভ হইয়াই রহিল। বিশেষতঃ অদ্য আমার মনস্তাপ তীব্র বিষধরের ন্যায় অবিরত সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত করিতেছে, নির্ধূম হুতাশনের ন্যায় জলিয়া উঠিতেছে ও গুরুতর জ্বরের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে পিতাই হউন, অথবা তুমিই হও, আজি আমার কেহই রক্ষিতা নাই। লবঙ্গিকা কহিল, সখি! সুজন সমাগমের রীতিই এই। তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষে যেমন অশেষ সুখ, পরোক্ষে আবার তেমনি দুঃসহ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। আর যাঁহাকে বাতায়ন হইতে ক্ষণমাত্র দেখিয়া অবধি দুর্ব্বিষহ যাতনা পরম্পরায় তোমার জীবন সংশয়িত হইয়া আছে এবং সুধাকরের কিরণও জলন্ত অঙ্গার বোধ হয়, অদ্য তাঁহার সবিশেষ দর্শন লাভ করিয়াছ, তাপিত হইবে; বলিবার অপেক্ষা কি। যাহা হউক, প্রিয়সখি! এই রূপ মহানুভাব

প্রিয়জনের সমাগম লাভই সংসারের সারভূত ফল বলিতে হইবে। মালতী উত্তর করিলেন, সখি! মালতীর জীবনই তোমার পরম ধন, সুতরাং কতই সাহস দিতেছ। যাও তোমার আর কথায় কাজ নাই। অথবা তোমারই দোষ কি, আমিই বারংবার তাঁহার দর্শন ও অধীর হৃদয়ে নানা দুর্ব্বিনয় প্রকাশ করিয়া স্বয়ং অপরাধিনী হইয়াছি; কাহার দোষ দিব। এক্ষণে গগনতল হইতে পূর্ণ শশী বিষ বর্ষণ করুন, অশরণা পাইয়া পঞ্চশর নিয়ত শরক্ষেপ করুন, ভ্রমর কোকিল নির্ঘাত নিস্বন করুক, মলয়বাত বজ্রপাতকল্পা হউক, কুসুমমালা অগ্নিজ্বালা প্রসব করুক এবং দারুণ বিভাবরীও ঘোর বিষধরীর কার্য্য করুক; মৃত্যুর পর আর তাহারা কে কি করিবে! আমার পিতা এক জন শ্লাঘ্য লোক, মাতা সৎকুলপ্রসূতা, কুল অকলঙ্ক, ইহাই আমার সর্ব্বস্ব! আমি বা আমার জীবনধন অতি অকিঞ্চিৎকর! লবঙ্গিকা এবংবিধ বিবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণে কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছে; ইত্যবসরে প্রতীহারী আসিয়া নিবেদন করিল, ভগবতী কামন্দকী ভর্ত্তৃদারিকার দর্শনাভিলাষে উপস্থিত, যেমত আজ্ঞা হয়। অমাত্যনন্দিনী অবিলম্বে লইয়া আইস এই কথা বলিয়া চিত্রফলকাদি গোপন করিতে লাগিলেন। লবঙ্গিকা ভাবিল অতিউত্তম হইল।

প্রতীহারীর মুখে প্রবেশ সংবাদ পাইয়া পরিব্রাজিকা অবলোকিতার সহিত সৌধশিখরে মালতী সমীপে চলিলেন। যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন, ভাল, সখে

ভূরিবসো!” ভাল বলিয়াছ। নিজ কন্যার প্রতি মহারাজের প্রভুত্বই আছে, এ বড় কৌশলের কথা। ইহাতে ইহলোক পরলোক দুই রক্ষা পাইয়াছে। আর মদনোদ্যান বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিলাম, প্রজাপতি অনুকূল। বকুলাবলী ও চিত্রফলক বিধান মনে করিলে আনন্দ জলধি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। যেহেতু দম্পতীর পরস্পর অনুরাগই বিবাহ কর্ম্মে প্রধান মঙ্গল। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, ‘যে খানে বাঙ্‌মনশ্চক্ষুর সবিশেষ সম্বন্ধ সেই খানেই দাম্পত্যনিবন্ধন সুখ সমৃদ্ধি।’—যে দম্পতীর মনের ঐক্য, বাক্যের ঐক্য ও কার্য্যের ঐক্য থাকে, সমস্ত অসুখ তাঁহাদিগের নিকট হইতে সুদূরে পলায়ন করে; এই ভূলোকেই তাঁহারা দ্যুলোকের সুখ অনুভব করেন। কি সুখ কি দুঃখ, কি সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, কি যৌবন কি প্রৌঢ়কাল, কি সম্পত্তি কি বিপত্তি, সকল সময়েই দম্পতীর এক ভাব ও অনন্যসাধারণ প্রেম অনন্ত সুখের আকর। এই রূপ প্রেম, সংসার ভারশ্রান্ত হৃদয়ের বিশ্রাম ধাম, অশেষ উৎসব প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন উৎস এবং মঙ্গল পরম্পরার স্থিরতর সোপান। তথাবিধ প্রণয়রসে সন্তরণ করা ভাগ্যবলে অতি অল্প লোকের ঘটে। দম্পতীর পরস্পরানুরাগ না জন্মিলে যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহা পরিণামে বিষম বিষময় ফল প্রসব করে। ঐ রূপ উদ্বাহসূত্রে বন্ধনকে শুদ্ধ অসুখসূত্রে বন্ধন বলিলেও অসঙ্গত হয় না। যাহাদিগের পাণিগ্রহণ ভার অপরিণামদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী জনক জননীর উপরি

বর্ত্তে, তাহাদিগের ভাগ্যে দুঃখের পরিসীমা থাকে না। পিতা মাতার অভিপ্রেত কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি হইলেই কন্যাপুত্রের শুভ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তাঁহারা স্ব স্ব কন্যা পুত্রের মনের আসক্তি গুণের আসক্তি এবং ব্যবহারে আসক্তি কিছুই দেখেন না। এই রূপে বিষমবৈরীর ন্যায় তনয় তনয়ার সংসারসুখ চির জীবনের মত বিলুপ্ত করেন। এই রূপ বলিতে বলিতে দূর হইতে মালতীকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! অমাত্যতনয়া বিরহসন্তাপে কৃশ ও কাতর; কিন্তু কদলীগর্ভের ন্যায় রসবতী ও একমাত্র শশিকলার ন্যায় নয়নের উৎসব হেতু। ইহাকে দেখিলে মনে যেমন হর্ষোদয় তেমনি ভয়ও হইতেছে। আহা! মালতীর কপোলপাণ্ডুতা প্রভৃতি কি চমৎকার শোভাই সম্পাদন করিয়াছে! যাহারা প্রকৃতিসুন্দর, তাহাদিগের বিকৃতিও অতি সুন্দর দেখায়। এই বলিতে বলিতে সমীপে গমন করিলেন।

মালতী মাধবের চিন্তায় বাহ্য জ্ঞান শূন্য ছিলেন। লবঙ্গিকা তাঁহার গাত্রচালনা করিয়া ঐ ভগবতী আসিতেছেন এই কথা বলিলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। পরিব্রাজিকা "অভিমত ফলভাজন হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে, সকলে উপবিষ্ট হইলেন। অমাত্যসুতা কুশল প্রশ্ন করিলে কামন্দকী তদীয় মনের ভাব বুঝিবার আশয়ে কৃত্রিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, হাঁ এক প্রকার কুশলই বটে। লবঙ্গিকা শুনিয়া

ভাবিল, এ ত কপট নাটকের প্রস্তাবনা উপস্থিত। পরে জিজ্ঞাসিল, ভগবতি! কথা কহিতে বাষ্পভরে কণ্ঠস্বর মন্থর ও স্তম্ভিত হইতেছে এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতেছে, সংপ্রতি আপনার কি উদ্বেগের কারণ উপস্থিত? তিনি উত্তর করিলেন, সে প্রস্তাব আমাদিগের চীরচীবর ধারণের সমুচিত নহে। তুমি কি জান না, আমাদিগের এই মালতী সহজ বিভ্রম বিলাসের আধার, যুবগণের বশীকরণ মন্ত্র, স্থিরতর চিত্তের উন্মাদ হেতু, ধৈর্য্যতরুর নিশিত অস্ত্র এবং অনঙ্গদেবের অব্যর্থ শর। ইনি অনুচিত বরে সমর্পিত হইবেন এবং সকল গুণই বিফল হইবে, এ কি সামান্য তাপের বিষয়! ধাত্রী কন্যা কহিল, সত্য বটে, অমাত্য রাজার কথা ক্রমে নন্দনকে মালতী দিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া সকলেই অমাত্যের নিন্দা করিতেছে। মালতী এত দিন কিছুই জানিতেন না, এক্ষণে শুনিবামাত্র ব্যাকুল হইয়া ভাবিলেন, হায়! নৃপতিসন্তোষের নিমিত্ত আমি পিতার উপহার সামগ্রী হইয়াছি! পরিব্রাজিকা কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! গুণ বিচারে বিমুখ হইয়া অমাত্য কেনই বা ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন! যাহারা কুটিল নীতি অবলম্বন করে তাহাদিগের কি অপত্যস্নেহ আছে। কন্যাদান করিলে রাজার নর্ম্মসচিবনন্দন আত্মীয় হইবে, এই বিবেচনা কেবল স্নেহশূন্য পাষাণহৃদয়ের কর্ম্ম। লবঙ্গিকা বলিল, আপনি যে আজ্ঞা করিলেন সকলই সত্য, অপত্যস্নেহ থাকিলে সেই গতযৌবন ও বিরূপ বরে কন্যাদানের বিষয় কি অমাত্য বিচার করিতেন না। মালতী শুনিয়া

মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! রাজপ্রসাদ লাভই পিতার বড়, মালতী কি কিছুই নহে! হা হতাস্মি. হতভাগিনীর ভাগ্যে কি অনর্থবজ্রপাত উপস্থিত! লবঙ্গিকা কহিল, ভগবতি! এক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত জীবন্মৃত্যু হইতে প্রিয়সখিকে রক্ষা করুন। আপনি ইহাকে নিজ কন্যাই জ্ঞান করিবেন। তিনি উত্তর করিলেন, অয়ি সরলে! আমার প্রভুত্বে কি হইতে পারে! দেখ, কুমারীদের প্রায় পিতাই প্রভু ও দেবতা। তবে যে কণ্বদুহিতা শকুন্তলার দুষ্মন্তকে বরণ, উর্ব্বশীর পুরুরবাকে আত্মসমর্পণ. ও পিতৃবাসনা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাসবদত্তার বৎস রাজের পাণিগ্রহণ ইত্যাদি যে সকল উপাখ্যান আখ্যানবেত্তাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সে সকল সাহসের কথা উপদেশ দেওয়া উচিত হয় না। সুতরাং অমাত্য ভূরিবসু কার্য্যগৌরববশতঃ রাজার প্রিয়সুহৃৎ নন্দনকে কন্যা দান করিয়া সুখী হউন। আমাদিগের মালতীও বিরূপবরের হস্তগতা হইয়া রাহুগ্রস্ত বিমলা শশিকলার ন্যায় চিরশোচনীয়া হউন। মালতী শুনিয়া সজল লোচনে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হা পিতঃ! আমার ভাগ্যক্রমে তুমিও এত নিদারুণ। হায় ভোগতৃষ্ণা কি বলবতী!

ইতি মধ্যে অবলোকিতা কহিল, ভগবতি! আপনি এখানে বিলম্ব করিতেছেন, কিন্তু মাধবের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। কামন্দকী শুনিবামাত্র বিদায় চাহিলেন। ধাত্রীদুহিতা গোপনে পরামর্শ করিলেন, সখি! এখন ভগবতীর

কাছে সেই মহানুভবের বৃত্তান্ত শুনা যাউক। মালতী কহিলেন, সখি! মনের মত মন্ত্রণা করিয়াছ; আমারও বড় কৌতুক হইয়াছে; জিজ্ঞাসা কর। তখন লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্যে! যাহার প্রতি গুরুতর স্নেহভরে আপনার মন নিয়তই অবনত, সে মাধব কে? জানিতে ইচ্ছা করি। এ কথা অপ্রস্তাবিকী বটে, তথাপি অনুগ্রহ করিয়া বলিতে হইবে। তিনি কহিলেন, যদি নিতান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে শ্রবণ কর। বিদর্ভ দেশাধিপতির দেবরাত নামে নিখিল জনগণাগ্রগণ্য এক মন্ত্রী আছেন। ভুবনমণ্ডলে তাঁহার মহিমা ও গরিমার পরিসীমা নাই। তিনি আমাদিগের অমাত্য ভূরিবসুর সতীর্থ। তিনি যাদৃশ লোক, অমাত্যই বিলক্ষণ জানেন! তাঁহার বিমল যশোরাশিতে দিঙ্মণ্ডল ধবলিত হইয়াছে। তিনি নানা সুখসমৃদ্ধির ভাজন, সমস্ত মহিমার বশীকরণ ও অখিল মঙ্গলের আয়তন। ইহ লোকে তাদৃশ জনের উৎপত্তি অতি বিরল। অমাত্য-পুত্রী কহিলেন, হাঁ শুনিয়াছি, তিনি বড় প্রসিদ্ধ লোক। পিতা সর্ব্বদাই তাঁহার নাম করিয়া থাকেন। লবঙ্গিকাও বলিলেন, প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা একত্র বিদ্যা-শিক্ষা করিতেন। পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন, তাহার পর শ্রবণ কর। এই জগতে নয়ন মাত্রেরই মহোৎসবহেতুভূত উজ্জ্বল কান্তি, সুন্দর, সকল কলা পরিপূর্ণ, এক বাল চন্দ্র সেই দেবরাত রূপ উদয়গিরি হইতে উদিত হইয়াছে। শুনিয়া লবঙ্গিকা গোপনে মালতীকে কহিলেন,

সখি! এই বা সেই মহানুভাব হয়। মহোদধি ভিন্ন পারিজাত তরুর উৎপত্তি আর কোথায় সম্ভবিতে পারে? কামন্দকী কহিলেন, শুন, সেই দেবরাততনয় শিশু বটে, কিন্তু সমস্ত বিদ্যার আধার, দেখিতে অবিকল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মধুর। অধিক কি, নগর পরিভ্রমণে নির্গত হইলে, তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত মহিলাগণের তরল ও লোলুপ লোচনে বাতায়ন সকল যেন কুবলয়ে অলঙ্কৃত হয়। সংপ্রতি সে এখানে আসিয়া বালসুহৃৎ মকরন্দের সহিত আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে। তাহারই নাম মাধব। তাঁহারা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

এইরূপ প্রসঙ্গ হইতে হইতে ক্রমে বেলা অবসান হইল। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। যে দিনমণি ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্ত মধ্য গগনে থাকিয়া দুর্বিষহ তেজঃ বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই আবার এক্ষণে হীন-কান্তি হইয়া অস্তাচলের সন্নিহিত হইলেন। পতন কালে করসহস্রও তাঁহার অবলম্বন হইল না। মনের বিরাগেই যেন রক্তবর্ণ হইলেন। পরিশেষে যেন নিজ তেজঃপুঞ্জ অগ্নিকে সমর্পণ করিয়া পশ্চিম সাগরে প্রবেশিলেন। দিবা ভর্তৃবিরহে মলিন হইয়া অনুগমন করিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তৎকালে না সূর্য্য, না চন্দ্র, না তারকা কিছুই রহিল না; সুতরাং নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া সকলেই প্রীত হইতে লাগিল। কেন না, যেখানে বিশেষ গুণ নাই সেখানে দোষ না দেখিলেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

প্রিয়সমাগমবিরহে কমলিনী মৌনাবলম্বন করিল, কুমুদিনী দেখিয়া যেন হাসিয়া উঠিল। পক্ষিগণ কলরব করিতে লাগিল। মেদিনী যেন নূতন ভাব অবলম্বন করিলেন। সন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনিতে অট্টালিকার অভ্যন্তরে এমত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, যে তাহাতে পুরী পরিপূরিত হইল। তত্রত্য বিহগকুলেরা বিনিদ্র হইয়া কলরব করিয়া উঠিল।

কামন্দকী কহিলেন, বৎসে অবলোকিতে! বেলাটা একেবারে গিয়াছে, চল আমরা যাই। এই বলিয়া তাঁহারা গাত্রোত্থান করিলেন। তখন মালতী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় নৃপতিসন্তোষের নিমিত্ত পিতার উপহার সামগ্রী হইয়াছি। রাজপ্রসাদলাভই পিতার বড়, মালতী কি কিছুই নহে! হা পিতঃ! তুমিও আমার পক্ষে এত নির্দ্দয়! হায় ভোগতৃষ্ণা কি বলবতী! আবার সানন্দমনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা তিনি যেমন মহাকুলসম্ভূত, তেমনি মহানুভাব। প্রিয়সখী কি প্রিয়ভাষিণী! "মহোদধি ভিন্ন পারিজাত তরুর উৎপত্তি আর কোথায় সম্ভবিতে পারে" এ সার কথা বলিয়াছে। আহা আর কি পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে পাইব! এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহিত সৌধশিখর হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। কামন্দকীও যাইতে যাইতে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, আমি কোন পক্ষেই পক্ষপাত প্রকাশ করি নাই বটে, কিন্তু দূতীকৃত্যের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি, অন্য বরে দ্বেষসঞ্চার করিয়াছি,

পিতৃমতে অনাস্থা জন্মিয়া দিয়াছি, পুরাবৃত্ত বর্ণন করিয়া কর্ত্তব্যের উপদেশ করিয়াছি ও প্রসঙ্গক্রমে, বৎস মাধবের বংশ ও গুণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে বিধাতার ইচ্ছা। তাঁহার মনে থাকে, অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

মালতীমাধব ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

পরিব্রাজিকা তদবধি প্রায়ই অমাত্যদুহিতার সন্নিধানে থাকেন। এবং মাধবের প্রসঙ্গও না করিয়া তাঁহার চিত্ত-পরীক্ষার নিমিত্ত, কখন নন্দনের নিন্দাবাদ বা ভূরিবসুর অবিমৃষ্যকারিতার বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। একদিন তাঁহার মনোগত ভাবজানিবার নিমিত্ত কামন্দকী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী উপলক্ষ করিয়া মালতীকে শঙ্করদেবের মন্দিরে লইয়া চলিলেন এবং মাধবকে তথায় আনয়নের নিমিত্ত অবলোকিতাকে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে বুদ্ধরক্ষিতা নামে নন্দনের ভগিনীর সহচরী শঙ্করগৃহে যাইতেছিল, পথিমধ্যে অবলেকিতাকে পাইয়া জিজ্ঞাসিল, এক্ষণে ভগবতী কামন্দকী কোথায়, বলিতে পার? সে উত্তর করিল, বুদ্ধরক্ষিতে! তুমি কি জান না? তাঁহার আহার নিদ্রা নাই, কেবল মালতী লইয়াই আছেন। সংপ্রতি আমাকে মাধবের নিকট এই সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছিলেন যে শঙ্করগৃহের সন্নিহিত কুসুমাকর নামে এক পরম রমণীয় উদ্যান আছে। তিনি যাইয়া

তথায় নিকুঞ্জকানন প্রান্তবর্ত্তী অশোককাননে অবস্থিতি করুন। এই আদেশানুসারে মাধবও তথায় গিয়াছেন। বুদ্ধরক্ষিতা পুনরায় জিজ্ঞাসিল, মাধবকে তথায় প্রেরণের প্রয়োজন কি বলিতে পার? সে কহিল, অদ্য কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী। ভগবতী মালতী সমভিব্যাহারে শঙ্করগৃহে আসিবেন। পরে কুসুমচয়ন ব্যপদেশে লবঙ্গিকা ও মালতীকে কুসুমাকরোদ্যানে আনিবারও বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। এই সুযোগে যদি মালতীমাধবের পুনর্দ্দর্শন হয়, এই আশয়ে মাধবকে তথায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি তুমি কোথা যাইতেছ? সে কহিল, নন্দনের অনুজা মদয়ন্তিকা শঙ্করগৃহে আছেন, আমাকেও তথায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব ভগবতির চরণ বন্দনা করিয়া সেই দিকে যাইব। অবলোকিতা জিজ্ঞাসিল, তুমি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছ, তাহার সংবাদ কি? সে উত্তর করিল, আমি ভগবতীর উপদেশ বশতঃ নানা বিশ্বস্ত কথাপ্রসঙ্গে, 'তিনি এমন, তিনি তেমন' এই রূপে মকরন্দের উপরে প্রিয় সখী মদয়ন্তিকার পরোক্ষানুরাগের একশেষ করিয়া তুলিয়াছি, এক্ষণে প্রিয়সখার নিতান্ত বাসনা, এক বার তাঁহাকে দর্শন করেন। অবলোকিতা শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, বুদ্ধরক্ষিতে! তোমার বুদ্ধিকৌশল সবিশেষ সাধুবাদের যোগ্য। এই কথার পরে তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল।

লবঙ্গিকা সমভিব্যাহারে মালতী ও কামন্দকী শঙ্কর-গৃহ সন্নিধানে উপনীত হইলেন। কামন্দকী মনে মনে

ভাবিতে লাগিলেন, অমাত্যকুমারী সাতিশয় বিনীতা ও শান্তপ্রকৃতি, তথাপি আমার কয়েক দিনের কৌশলেই সখীমাত্রশরণা হইয়া আছেন। সম্প্রতি আমার বিরহে কাতর হন, সন্নিধানে প্রসন্ন থাকেন, নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসেন, প্রীতিপূর্ব্বক পারিতোষিক দেন, আমার মতের অনুসরণ করেন এবং বিদায় চাহিলে কণ্ঠলগ্ন হইয়া নিরুদ্ধ করেন ও দিব্য দিয়া প্রণাম পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। এক্ষণে এত দূর আশা যথেষ্ট। যখন আমি আনুষঙ্গিক কথায় শকুন্তলা প্রভৃতির ইতিহাস উত্থাপন করি, তখনি শুনিয়া আমার ক্রোড়ে শরীর সন্নিবেশিত করিয়া, স্থির চিত্তে চিন্তা করেন। যাহা হউক, অদ্য মাধবের সমক্ষে ইহার মনের ভাব জানিব। পরে তাহাদিগকে কহিলেন, বৎসে! এই দিক্ দিয়া কুসুমাকরোদ্যানে প্রবেশ কর। এই কথা শুনিয়া মালতী ধাত্রীকন্যার সহিত প্রবেশ করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

লবঙ্গিকা বলিল, সখি! দেখ দেখ সহকার মঞ্জরী সকল সুমধুর মধুভরে আর্দ্র ও অবনত; মধুকরেরা মধু গন্ধে অন্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে; কোকিলের কলরবে ও বিহঙ্গকুলের কোলাহলে তরু-মণ্ডলী আপূরিত হইতেছে; অশোক কিংশুক চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুবাসিত করিতেছে; মৃদু মন্দ বিনিঃসৃত স্বেদবিন্দুর উপরি সুরভি সমীরণ, সুধাবিন্দুর ন্যায় ও চন্দন রসের ন্যায়

শীতলস্পর্শ বোধ হইতেছে। চল, আমরা গিয়া ঐ মনোহর উদ্যান মধ্যে উপবেশন করি। এই কথা বলিতে বলিতে কামন্দকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

মাধব, অবলোকিতার মুখে শুনিবামাত্র, পূর্ব্বেই ঐ স্থানে যাইয়া তাঁহাদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ইত্যবসরে কামন্দকীকে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, আ, ঐ ভগবতী উপস্থিত! যেমন বারিধারা বর্ষণের পূর্ব্বে অচিরপ্রভা প্রাদুর্ভূত হইয়া আতপতাপিত শিখিকুলকে আশ্বাসিত করে, তেমনি প্রিয়ার আগমনের পূর্ব্বে ইনি আসিয়া আমার উৎসুক মনকে বিশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এই যে লবঙ্গিকার সহিত প্রিয়াও আসিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! সুলোচনার মুখচন্দ্র দর্শন করিলেই আমার মনঃ চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় দ্রবীভুত ও জড়িত হয়। আহা, অদ্য প্রেয়সীর রূপ কি রমণীয়! শরীর বিলাসভরে অলস ও ম্লান চম্পক কুসুমের ন্যায় বিবর্ণ। দেখিলে অন্তঃকরণ বিকৃত ও উন্মত্ত হয়, নয়ন যুগল চরিতার্থ হয় এবং মদনানল প্রবল হইয়া উঠে। এই রূপ চিন্তা করত তাঁহাদিগের বিশ্বস্ত আলাপ শ্রবণ লালসে অন্তরালে রহিলেন।

এ দিকে অমাত্যদুহিতা কহিলেন, সখি! চল ঐ নিকুঞ্জকাননে কুসুম চয়ন করি। এই বলিয়া লবঙ্গিকার সহিত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। মালতীর

কথা আর কখন মাধবের কর্ণগোচর হয় নাই, এক্ষণে ঐ কথা শুনিবা মাত্র তাঁহার শরীর বিকসিত কদম্ব কুসুমের ন্যায় হইল। তখনই কামন্দকীর চমৎকার কৌশলের শত শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অমাত্যকুমারী অন্য দিকে পুষ্প চয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কামন্দকী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষান্ত হও; দেখ, তোমার বচন স্খলিত, শরীর অলস, বদনেন্দু স্বেদবিন্দুজালে অলঙ্কৃত ও নয়ন মুকুলিত হইয়া আসিতেছে। প্রিয়জনের দর্শনজনিত সাত্ত্বিক ভাব সমুদায় পরিশ্রমতেই লক্ষিত হইতেছে। আর পুষ্প চয়ন আয়াস স্বীকারে কাজ নাই। মালতী শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। মাধবও অন্তরাল হইতে ঐ কথা শুনিয়া ভাবিলেন, ভগবতীর এ পরিহাস নহে, মনের কথা। অনন্তর কামন্দকী বলিলেন, এই খানে উপবেশন কর, আমি একটি কথা বলি। শুনিবা মাত্র সকলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি অমাত্যতনয়ার ভাব জিজ্ঞাসু হইয়া চিবুক উন্নমন পূর্ব্বক বলিলেন, সুন্দরি! বড় বিচিত্র কথা, শ্রবণ কর।—মনে আছে, একদা প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছিলাম, মাধব নামে এক কুমার তোমার ন্যায় মদীয় হৃদয়ের দ্বিতীয় অবলম্বন? হাঁ বটে মনে হইল, আজ্ঞা করুন। অমাত্যদুহিতার এই উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, সেই কুমার মদন যাত্রার দিবস হইতে অত্যন্ত বিমনা ও মনস্তাপে নিতান্ত কাতর; তাঁহার

অমৃতময় সুধাকর কিরণে তৃপ্তি নাই ও প্রিয়জন সংসর্গেও রুচি নাই; তিনি অত্যন্ত সুধীর, তথাপি বিষম অনুস্তাপ ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার দূর্ব্বাদল শ্যামল কোমল কলেবর কতিপয় দিবসেই মলিন ও পাণ্ডু হইয়াছে। লবঙ্গিকা কহিল সত্য, সে দিন অবলোকিতা আপনাকে ত্বরান্বিত করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিল, মাধব অত্যন্ত অসুস্থ শরীর। পরে কামন্দকী কহিলেন, অনন্তর যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম মালতীই তাহার মনোবিকারের হেতু, তখন আমারও নিশ্চয় হইল যে তাদৃশ সুশীল ও শান্ত স্বভাবকে মালতীর মুখচন্দ্র ভিন্ন আর কে বিচলিত করিতে পারে? চন্দ্রোদয় না হইলে কি স্থির সমুদ্রের জল কখনও ক্ষুভিত হয়? মাধব শুনিয়া ভাবিলেন, আহা, ভগবতীর কতই উপন্যাসে পটুতা ও কতই বা মহত্ত্ব আরোপণে যত্ন! অথবা শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধিমত্ত্বা, প্রগল্‌ভতা, বক্তৃতাশক্তি, দেশ কালানুভাবকতা ও প্রতিভা এই কয়েকটি গুণ থাকিলে কি না হইতে পারে।

কামন্দকী কহিলেন, এক্ষণে মাধব দুর্ব্বহ জীবন-ভার পরীহার নিমিত্ত কতই দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিতেছে। সে জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিয়া নব চূত-মুকুল দর্শন করে, কলকণ্ঠ কোকিলের কুহূরব শ্রবণ করে, বকুল-পরিমল-বাহী সমীরণ সেবন করে, দাহবৃদ্ধির নিমিত্ত সজল নলিনীদল গাত্রে দেয় এবং সেই ক্লান্ত শরীরে

সুধাংশুর কর স্পর্শ করে। কুমার মাধব অত্যন্ত সুকুমার, কখনই কোন বিষয়ে ক্লেশের বার্ত্তা জানে না। এক্ষণে এই রূপে কি অনিষ্ট ঘটিবে, বলিতে পারি না। মাধব শুনিয়া ভাবিলেন, ভগবতীর এ সমস্ত কথার ভঙ্গীই আর এক প্রকার। অমাত্য-তনয়া প্রিয়তমের দুঃসহ দশা-পরিবর্ত্তন শ্রবণে মনে মনে ভাবিলেন, বিরহীর এরূপ সাহসিক কর্ম্ম বড়ই ভয়ঙ্কর। তখন গোপনে সহচরীকে বলিলেন, সখি! ভগবতী আমার নিমিত্ত সেই সকললোকললামভূত মহানুভাবের যে দুঃস্মরণীয় অনিষ্ট শঙ্কা করিতেছেন, তাহাতে ত বড়ই ভীত হইতেছি, এক্ষণে উপায় কি বল।

ধাত্রীদুহিতা তাপসীকে বলিলেন, ভগবতি! আপনি কথা তুলিলেন, তবে আমিও বলি, শ্রবণ করুন।—এ দিকে আমাদের ভর্ত্তৃদারিকাও প্রথমতঃ নিজ ভবনের আসন্ন রথ্যায় সেই মাধবকে দর্শন করিয়া অবধি বড়ই কাতর আছেন। অঙ্গ সকল রবিকিরণবিকসিত কমল-কন্দের ন্যায় পাণ্ডু; বোধ হয়, মনোবেদনায় নিয়ত অধীর থাকেন। তাঁহার এ ভাব দেখিতে রমণীয় বটে, কিন্তু দেখিলেও পরিজনের মনে সমধিক কষ্ট হয়। তিনি এক্ষণে আর কেলি কৌতুকে আমোদ প্রমোদ করেন না, কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে ব্যক্ত করিয়া বলেন না; কেবল করকমলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া দিন-যামিনী যাপন করেন এবং মদনোদ্যানের মন্দ মন্দ সুগন্ধ গন্ধবহও বিষবৎ বোধ করেন; বিশেষতঃ সে দিন সেই

মহানুভাব মনোরম বেশ ভূষা করিয়া মদনযাত্রা দর্শনে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন নিজ যাত্রা-মহোৎসব দর্শন মানসে অনঙ্গদেবই অঙ্গপরিগ্রহ করিয়া স্বকীয় কাননভূমি অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। আমাদিগের ভর্ত্তৃদারিকাও ঐ খানে ছিলেন। দৈবাৎ উভয়েরই নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল। তখনই ভর্ত্তৃদারিকার বিবিধ বিভ্রম বিলাস প্রকাশ পাইতে লাগিল; শরীর স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবে পরম সুন্দর হইয়া উঠিল। তখন উভয়েই স্ব স্ব যৌবনকে মহার্ঘ্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পরস্পরের নয়ন সঙ্গতি সময়ে যে চক্ষু সঙ্কোচ হইয়াছিল তাহাতেও চিত্ত উৎসুক হইতে লাগিল। আমরাও দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তদবধি প্রিয়সখী দুনির্ব্বার যাতনায় ও দারুণ দেহ-দাহে কাতর; ক্ষণমাত্র পূর্ণ চন্দ্র দেখিলেও নবকমলিনীর ন্যায় মলিন হইয়া যান; নিশাগমে চন্দ্রকান্ত মণিহার ধারণ করেন, সহচরীগণেরা কেহ কর্পূররস, কেহ বা চন্দনরস, কেহ বা নলিনীদল লইয়া চকিতমনে চতুর্দ্দিকে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই রূপে প্রিয়সখী সজল কমলদল-শয্যায় জাগরণে রজনী অতিবাহন করেন; যদি কথঞ্চিৎ নিদ্রার সমাবেশ হয়, অমনি স্বপ্নলব্ধ প্রিয় সমাগমে পদতলের লাক্ষারাগ প্রক্ষালিত ও কপোল-যুগল পুলকিত হয়; কখন বা সহসা জাগরিত হইয়া শয্যাতলশূন্য দেখেন, অমনি যেন কোন অপহৃত বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে মূর্চ্ছা যান; আমরা সসম্ভ্রমে

নানা যত্ন করিলে, মূর্চ্ছার বিচ্ছেদ হয়; তখন যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, বোধ হয়, যেন তাহাতেই জীবনের শেষ হইল। আমরা ভর্তৃদারিকার ঈদৃশী দারুণ দশা দর্শনে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কখন জীবন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হই, কখন বা দুর্ব্বার দৈবের শত শত বার তিরস্কার করি। অতএব আপনি অবলোকন করুন, এই লাবণ্যময় সুকুমার শরীরে কুসুমশরের বিষম শরপ্রহার যে কত দিনে শুভফলদায়ী হইবে, কিছুই বলিতে পারি না।

বিশেষতঃ সম্প্রতি বসন্ত কাল উপস্থিত। এই মন্দ মন্দ মলয়মারুত কুসুমরেণু হরণ করিয়া লোকের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছে, ভ্রমর কোকিলের কলরবে চতুর্দ্দিক আকুলিত; এ দিকে অভিনব চূতমঞ্জরী বিনির্গত, অশোক ও কিংশুক তরু বিকসিত হইয়া কাম দেবের জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রসূন জাল ধারণ করিয়াছে; তরুলতাগণ কেহ পল্লবিত, কেহ বা কুসুমিত, কেহ বা ফলভরে অবনত; জলে কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্প সকল বিকসিত। ফলতঃ কি জল, কি স্থল, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, অসাধারণ বসন্তসৌভাগ্য বই আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। দিবসের অবসানকাল পরম রমণীয় হয়। এই সময়ে উজ্জ্বল ধবল জ্যোৎস্নাজলে গগনতল ও দিঙ্মণ্ডল প্রক্ষালিত হয়। হিমনির্ম্মুক্ত তারা ও তারাপতি পরম শোভন হইয়া বিরাজ করেন। বিয়োগীর পক্ষে এ সকল ভয়ানক

কাণ্ড। জানি না, ইহাতে প্রিয়সখীর কি দশা ঘটিবে।

কামন্দকী আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, লবঙ্গিকে! যদি মালতীর মাধবোদ্দেশেই অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে সে গুণজ্ঞতারই কার্য্য। ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু এই দারুণ দশা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়, কি প্রমাদ! এই সুললিত শরীর স্বভাবতই সুকুমার, তাহাতে পঞ্চবাণ অত্যন্ত দারুণ। আবার মলয়মারুত, চূতকলিকা ও চারুচন্দ্রাদি দ্বারা কালও তেমনি ভীষণ হইয়াছে। লবঙ্গিকা বলিল, ভগবতি! আরও নিবেদন করি, এই যে মাধবের চিত্রময় প্রতিরূপ এবং এই যে তাঁহার করবিরচিত কণ্ঠলম্বিত বকুলমালা ইহাই প্রিয়সখীর একমাত্র জীবনাবলম্বন। মাধব অন্তরাল হইতে শুনিয়া সতৃষ্ণ-মানসে কহিলেন, হে বকুলাবলি! তুমি প্রিয়তমার প্রিয় সামগ্রী, এ ভুবনে তুমিই ধন্য; অনন্যসুলভ কণ্ঠলম্বন লাভে তুমিই জন্ম সার্থক করিলে। এই রূপে পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে শঙ্করগৃহের দিকে একটা ঘোরতর কলরব হইয়া উঠিল। সকলে স্থিরকর্ণে এই রব শুনিলেন। "কে অরে শঙ্করগৃহবাসিগণ! তোমরা সকলে সাবধান হও। 'সেই পোষিত দুষ্ট শার্দ্দূলটা সহসা যৌবনসুলভ দুর্ব্বিনয়সহ রোষভরে বলপূর্ব্বক লৌহপিঞ্জর ও শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে;

উহার লাঙ্গুল ও শরীর স্ফীত হইয়া দ্বিগুণ হইল; মঠের বাহির হইয়াই প্রচণ্ড বজ্রপাতের ন্যায় দারুণ চপেটাঘাতে নর তুরঙ্গাদি জীবসমূহ পাতিত করিতেছে এবং ব্যগ্রতা সহকারে হতজন্তু কবলিত ও চর্ব্বিত করিতেছে; অস্থি ও দন্তের পরস্পর প্রতিঘাতে বিকট কড় মড় ধ্বনি হইতেছে; কঠোর নখর প্রহারে জীব জন্তু বিদারিত করিয়া রুধিরধারায় সঞ্চরণ মার্গ পঙ্কিল করিল; মধ্যে মধ্যে ভীম গর্জ্জনে হতশেষ প্রাণিগণকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিতেছে; কুপিত কৃতান্তের ন্যায় আসিয়া ঐ প্রিয়সখী মদয়ন্তিকাকে আক্রমণ করিল; সকলে ইহার জীবন রক্ষায় যত্নবান্ হও।” এই কথা বলিতে বলিতে বুদ্ধরক্ষিতা ত্রস্ত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উপস্থিত হইল এবং পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, আমার প্রিয়সখী নন্দনের সহোদরা মদয়ন্তিকা শঙ্করগৃহে ছিলেন। সহসা সেই দুষ্ট শার্দ্দূলটা আসিয়া তদীয় পরিজনবর্গকে হত ও বিদ্রাবিত করিল ও তাঁহাকেও ধরিয়াছে। তোমরা সকলে আসিয়া রক্ষা কর। কামন্দকী প্রভৃতি সকলেই বুদ্ধরক্ষিতার মুখে মদয়ন্তিকার বিষম বিপত্তির কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিলেন।

তখন মাধব “কোথায় কোথায়” এই কথা বলিয়া শশব্যস্ত হইয়া অন্তরাল হইতে বহির্গত হইলেন। মালতী সহসা মাধবকে উপনীত দেখিয়া হর্ষ ও ভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিলোললোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেন; তখন মাধব ভাবিতে লাগিলেন, আহা আমি কি পুণ্যবান্! আমার অসম্ভাবিত দর্শন লাভে প্রিয়া উল্লাসিত লোচনে আমাকে দেখিলেন। বোধ হইল, যেন অবিরল কমল-মালায় গ্রথিত দুগ্ধস্রোতে স্নাত বিস্ফারিত নয়নে কবলিত এবং অমৃতবর্ষণে পরিষিক্ত হইলাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশে বুদ্ধরক্ষিতাকে কহিলেন, দুষ্ট শার্দ্দূল কোথায়? সে বলিল, ঐ উদ্যানের পথে। শ্রবণমাত্র মাধব সেই দিকে বিকট বিক্রমে ধাবমান হইলেন। কামন্দকী তাঁহাকে সাবধান করিতে লাগিলেন। মালতী, কি প্রমাদ! কি সঙ্কট! এই ভাবিতে লাগিলেন। মাধব যাইতে যাইতে দেখিলেন, ব্যাঘ্রের সঞ্চরণ পথ, শোণিত-স্রোতে প্লাবিত ও হত জন্তুর অবয়বে প্রচণ্ড ভয়ানক হইয়াছে। অনন্তর সোপতাপ চিত্তে কহিলেন, আঃ কি বিপদ! আমরা বিদূরে, কন্যাটি পশুর আক্রমণ গোচরে, কি করি। সকলে হা মদয়ন্তিকে! হা মদয়ন্তিকে! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল ইত্যবসরে, মকরন্দ সহসা উপস্থিত হইয়া শ্বাপদাহত অন্যান্য পুরুষের করতলস্থ অস্ত্র লইয়া ধাবমান হইলেন। সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। তিনি বাধা দিবা মাত্র শার্দ্দূল আসিয়া তাঁহাকে যেই নখর প্রহার করিল, অমনি মকরন্দও শার্দ্দূল-কৃত প্রহার গণনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রহার করিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই প্রহারে দুর্জ্জয় শ্বাপদ নিহত হইল দেখিয়া সকলে অপরিসীম আনন্দিত

হইলেন। কামন্দকী ও মাধব আসিয়া দেখিলেন মকরন্দ সংজ্ঞাশূন্য, খর নখর প্রহারে শরীর হইতে রুধিরধারা বিগলিত হইতেছে, মদিলতা ভূতলে পতিত আছে এবং মদয়ন্তিকা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতেছে। সকলে মকরন্দের তথাবিধ প্রহারক্লেশ দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। মাধব কহিলেন, ভগবতি! বয়স্য কি বিচেতনই থাকিলেন, তবে আমারও আশা বৃথা। আমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ধরাশায়ী হইলেন। লবঙ্গিকা ধরিয়া তুলিতে লাগিল।

মালতীমাধব।

চতুর্থ অঙ্ক।

কামন্দকী প্রভৃতি সকলে একতাখ মনে নানা খেদ করিতে লাগিলেন। মদয়ন্তিকা কহিলেন, ভগবতি! ইনি বিপন্ন জনের বন্ধু, সম্প্রতি আমার নিমিত্ত সংশয়িত-জীবন হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করুন। তখন কামন্দকী উভয়কেই কমণ্ডলুজলে সিক্ত করিয়া বাতাস দিতে আজ্ঞা দিলেন। মালতী প্রভৃতি চেলাঞ্চল সঞ্চালিত করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যেই মকরন্দ মোহশূন্য হইয়া মাধবকে বিচেতন দেখিয়া কহিলেন বয়স্য! বয়স্য! এত কাতর হইলে কেন, এইত আমি সুস্থ হইয়াছি। এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিবামাত্র মদয়ন্তিকা যৎপরোনাস্তি প্রীতা হইলেন। মালতী আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া ঔৎসুক্য বশতঃ মাধবের ললাটে করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রিয়বয়স্য মকরন্দ সৌভাগ্য ক্রমে চৈতন্য লাভ করিয়াছেন। অমনি মালতীর করস্পর্শ মাত্র মাধবের মোহ অপনোদিত হইল। উঠিয়া সাহসিক সখাকে সমধিক সমাদরে আলিঙ্গন করিলেন। কামন্দকী উভয়ের শিরোঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিয়া আপনাকে জীববৎসা জ্ঞান করিলেন। অন্যান্য সকলেই তাঁহাদিগের চেতনা-

প্রাপ্তি বিলোকনে আহ্লাদে উৎফুল্লনয়ন হইল। সকলেরই মুখ হৃদ্গত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বুদ্ধরক্ষিতা গোপনে মদয়ন্তিকাকে কহিল সখি! যে মকরন্দের কথা বলিয়াছিলাম, তিনি এই; কেমন আমার কথা সত্য কি না? তিনি কহিলেন, সখি! আমি তখনই বুঝিয়াছি ইনি মাধব ও ইনি মকরন্দ। তোমার কথা সত্যই বটে। অসাধারণ গুণ না দেখিলে কেনই বা তুমি তত পক্ষপাতিনী হইবে। অনন্যসুলভ সৌরভ না থাকিলে কি দ্বিরেফমালা সহকারপুষ্পে প্রীতি করে। নরলোকস্বরূপ সুধারাশির আধার না হইলে কি চকোর-নিকর সুধাকরের অপেক্ষা করে এবং সবিশেষ রস না পাইলে কি চাতককুল নববারিধারায় কৌতুকাকুল হয়। মাধবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, সখি! এই মহানুভাবের প্রতি মালতীর অনুরাগপ্রবাদ অতি যোগ্য ও রমণীয় হইয়াছে। কেন না, রজনী ও শশধরে, বিদ্যুল্লতা ও জলধরে এবং মহানদী ও সাগরে মিলিত হইলেই যার পর নাই মনোরম হয়। এই বলিয়াই সস্পৃহলোচনে পুনরায় মকরন্দকে দেখিতে লাগিলেন। তখন কামন্দকী উভয়ের ভাবদর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন, অদ্য মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার আকস্মিক দর্শন অতি রমণীয় বোধ হইতেছে। অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, বৎস মকরন্দ! তুমি সে সময় মদয়ন্তিকার জীবনরক্ষার্থ দৈবাৎ কি রূপে সন্নিহিত হইলে? তিনি উত্তর করিলেন, আর্য্যে! আমি নগরীমধ্যে একটা সংবাদ শুনিলাম, তাহাতে মাধ-

বের সমধিক চিত্তোদ্বেগ হইবে সম্ভাবনা হইল। পরে অবলোকিতার মুখে সন্ধান পাইয়া যেমন কুসুমাকরোদ্যানে আসিতেছি, ইত্যবসরে এক ভদ্ররূপীয়া কুমারীকে শার্দ্দূলের আক্রমণে নিপতিত দেখিয়া সদয়ান্তঃকরণে ধাবমান হইলাম। মকরন্দ কি সংবাদ শুনিলেন, তদ্বিষয়ে মালতী ও মাধব নানা তর্ক করিতে লাগিলেন। কামন্দকী ভাবিলেন বুঝি বা নন্দনকেই মালতী প্রদত্ত হইয়া থাকিবেক। পরে মাধবকে কহিলেন বৎস। অমাত্যতনয়া তোমাকে সুহৃদের মোহাপনোদন সংবাদ দিয়া সুস্থ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে তোমার প্রীতিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। মাধব নিবেদন করিলেন, ভগবতি! আমি ব্যালপ্রহারে বিচেতন সুহৃৎশোকে মূর্চ্ছিত হইলে, ইনি যে উদারতা বশতঃ আমার মোহাপনোদন করিয়াছেন, তাহাতে আমি চিরবাধিত হইলাম, প্রাণ ও মন পারিতোষিক দি, গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করুন। তখন লবঙ্গিকা কহিল, আমাদের প্রিয়সখীর পক্ষে এই পারিতোষিকই অভীষ্ট। শুনিয়া মদয়ন্তিকা ভাবিলেন, আহা, মহানুভাব লোকেরা সময় মত কেমন সুমধুর বাক্যবিন্যাস করিয়া লোকের মন হরণ করিতে পারেন! মকরন্দ আবার কি উদ্বেগের কথা শুনিলেন, মালতী এই রূপ চিন্তা করিতে করিতেই মাধব জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! আবার অধিক উদ্বেগের বার্ত্তা কি? বল দেখি।

এই জিজ্ঞাসা মাত্র এক জন লোক আসিয়া মদয়ন্তিকাকে কহিল. বৎসে। অদ্য পদ্মাবতীশ্বর তোমাদিগের বাটি আসিয়া অমাত্য ভূরিবসুর সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস

করত নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং মালতী সমর্পণ করিয়াছেন। তোমার ভ্রাতা আদেশ করিতেছেন, তোমরা আসিয়া বিবাহের আমোদ প্রমোদ কর। তখন মকরন্দ বলিলেন, বয়স্য! সে এই বার্ত্তা আর কি। মালতী ও মাধব ঐ কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ম্লান ও বিমনা হইলেন। মদয়ন্তিকা আনন্দে মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, সখি! এক নগরে নিবাস ও একত্র ধূলিখেলা প্রযুক্ত এত দিন আমার প্রিয়সখী ও ভগিনী ছিলে; এক্ষণে আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মী হইলে। পরিব্রাজিকাও বলিলেন, বৎসে মদয়ন্তিকে! সৌভাগ্যক্রমে তোমার ভ্রাতার মালতী লাভ হইল। এক্ষণে তোমরা যার পর নাই সুখী হইলে। তিনি উত্তর করিলেন, সকলই আপনার আশীর্ব্বাদের ফল। সখি লবঙ্গিকে! এত দিনে তোমাদের পাইয়া মনের বাসনা পূর্ণ হইল। সে উত্তর করিল, সখি! আমাদিগের আর কিছুই বলিবার নাই। এই রূপে তাঁহারা তদানীন্তন মানসিক ভাব সংগোপিত রাখিলেন। অনন্তর মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা বিবাহ-মহোৎসবে যাইবার নিমিত্ত উঠিলেন। লবঙ্গিকা কামন্দ-কীকে গোপনে বলিলেন, ভগবতি! মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার কটাক্ষ বিক্ষেপের ভাব দেখুন; উহাদিগের নয়ন ঈষৎ বিদলিত নীলকমলের ন্যায়। আর আনন্দ, বিস্ময় ও অধীরতা যেন হৃদয়ে পর্য্যাপ্ত স্থান না পাইয়াই নয়নপথ দিয়া বহির্গত হইতেছে। বোধ হয়, উহারা মনে মনে প্রণয় সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া থাকিবে। পরিব্রাজিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া

বলিলেন, হাঁ ঠিক বিবেচনা করিয়াছ। উহারা, বিলোকন দ্বারা যে মনে মনে অপরিমেয় সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহা অপাঙ্গবিস্ফারিত ও মুকুলিত লোচনভঙ্গী দ্বারাই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহারা এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। মদয়ন্তিকাও সেই লোকের সহিত যাইতে যাইতে বুদ্ধরক্ষিতাকে কহিলেন, সখি! আবার কি ঐ প্রাণপ্রদ কমললোচনকে দেখিতে পাইব? সে বলিল, যদি দৈব অনুকূল হন, তবে দর্শনলাভ অসম্ভাবিত কি। এই রূপ কথাবার্ত্তায় উভয়ে সানন্দমনে ভবনে প্রস্থান করিলেন।

মাধব, মালতী-প্রত্যাশায় নিতান্ত নিরাশ হইয়া একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। মনে মনে কহিলেন, হে মৃণালতন্তুচ্ছিদুর আশাতন্তু! তুমি চির দিনের মত ছিন্ন হও; হে গুরুতর আধিব্যাধি! এক্ষণে তোমরা নিরবধি আমার মনে বিশ্রাম কর; হে নৈরাশ্য! তুমি এক্ষণে সহাস্য আস্যে আমাকে সম্ভাষণা কর; হে হৃদয়! তুমি আপনার অসমীক্ষ্যকারিতার ফল অনুভব কর; হে অধীরতা! তুমি অব্যাজে আমার শরীররাজ্য অধিকার কর; হে বিধাতঃ! তুমি সুস্থ হও; হে মদন! তুমিও কৃতকার্য্য হও। অথবা তোমাদিগের দোষ কি, আমি অসৌভাগ্যশালী; যখন অসুলভ প্রিয়তম সামগ্রীর আশা করিয়াছি, তখনই নৈরাশ্য অবলম্বন স্থির হইয়াছে। সে সমুচিত প্রতিফলের জন্য অনুতাপ করি না। কিন্তু নন্দনে বাক্যালাপের কথা শুনিয়া, প্রিয়তমার মুখশোভা যে উষাকালীন ধূসর চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়াছিল, সেই ভাবই

নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ করিতেছে। তখন কামন্দকী দেখিয়া ভাবিলেন, বৎস মাধব ত অত্যন্ত বিমনা ; মালতীও নিরাশা হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, দেখিলে কষ্ট হয় ; এখন কি বলিয়াই বা প্রবোধ দি। এই ভাবিয়া বলিলেন, বৎস! জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মনে করিয়াছ ? অমাত্য স্বয়ং তোমাকে মালতী সমর্পণ করিবেন। মাধব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, না না। তিনি বলিলেন, তবে এত ম্লান হইলে কেন ? মকরন্দ কহিলেন, ভগবতি! নন্দনকে মালতী দান ত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, বৎস! তাহা শুনিয়াছি, সে ত প্রসিদ্ধ কথা ; যখন রাজা, নন্দনের নিমিত্ত মালতী প্রার্থনা করেন, তখন অমাত্য বলিয়াছিলেন, "নিজ কন্যার প্রতি মহারাজের প্রভুত্বই আছে।" লোকের মুখেও শুনিলাম অদ্য রাজাই স্বয়ং মালতীকে দান করিয়াছেন। দেখ, মকরন্দ! মনুষ্যগণের আন্তরিক অনুরাগই ব্যবহারের প্রবর্ত্তক এবং প্রতিজ্ঞাই কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান নিয়ামক। মুখের কথা কেবল পাপ পুণ্যের হেতু মাত্র। অমাত্য আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ কপটময় বাক্য বলিয়া রাজাকে প্রতারণা করিয়াছেন। মালতী কিছু রাজার নিজ কন্যা নয়! পরকীয়া দুহিতা দানে রাজার অধিকার, ইহা আচার ব্যবহার বিরুদ্ধ। অতএব অমাত্য-বচনের নিগূঢ়তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। বৎস! আমি কি নিতান্ত অনবধান হইয়া বসিয়া আছি, ভাবিতেছ ? এই যুবযুগলের সংযোজনা বিষয়ে যে সমুদায় অনিষ্ট

শঙ্কা কর, তাহা যেন শত্রুরও না হয়। আমি প্রাণপণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। ইহা শুনিয়া মকরন্দ বলিলেন, ভগবতি! যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা সঙ্গত ও শিরোধার্য্য। মাধব আপনার নিজ সন্তান-মাধবের প্রতি দয়া বশতই হউক, বা স্নেহ বশতই হউক, আপনার সংসারবিরত চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া আছে। আপনিও স্বধর্ম্মদুর্লভ আচারে বিমুখ হইয়া সমুচিত যত্ন করিতেছেন, ইহার পর যাহা, সে দৈবায়ত্ত।

এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এই সময়ে সংবাদ আসিল অমাত্যপত্নী মালতীকে লইয়া শীঘ্র যাইতে আদেশ করিতেছেন। শুনিয়াই সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। মালতী ও মাধবের কামন্দকীর প্রবোধ বচনে বিশ্বাস জন্মে নাই। তাঁহারা এক্ষণে করুণা ও অনুরাগ সহকারে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। মাধব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, আঃ কি কষ্ট! মালতীর সহিত মাধবের লোকযাত্রাসুখের এই অবধি শেষ হইল! আহা, বিধাতার কি চমৎকার কৌশল! তিনি অসুখ বিতরণ করিবেন; কিন্তু প্রথমতঃ সুহৃদের ন্যায় কিঞ্চিৎ অনুকূল হইয়া আশালতার অঙ্কুর উদ্ভেদ করেন, আবার কিছু কাল পরেই দারুণ প্রতিকূল হইয়া আশালতা উন্মূলিত ও মনোবেদনা দ্বিগুণিত করিয়া দেন। মালতীও সকরুণ মৃদুস্বরে কহিলেন, হে মহাভাগ! নয়নানন্দকর এই দর্শনই জন্মের মত দর্শন! আমার জীবিত-তৃষ্ণার ফল, যাহা হইবার হইল; নিষ্ক-

রূণ পিতার ঘাতুকবৃত্তি চরিতার্থ হইল এবং দারুণ দৈবদুর্বিপাকের সমুচিত ফল ফলিল! আমি স্বয়ং হতভাগিনী, কাহারই বা দোষ দিব। আমি নিজে অনাথা কাহারই বা শরণাপন্ন হইব! লবঙ্গিকা কহিল, হা পিতা অমাত্য! তুমি আমার প্রিয়সখীর জীবন সংশয়িত করিলে! তাঁহারা এই রূপে শোক করিতে করিতে কামন্দকীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাধব মনে মনে ভাবিলেন, ভগবতীর কথা কেবল আশ্বাস মাত্র। আমার প্রতি তাঁহার যে নৈসর্গিক স্নেহ আছে, কেবল তাহারই বশম্বদ হইয়া ঐ সব কথা বলিলেন, সন্দেহ নাই। হায়! অভিলষিত সুখ সম্ভোগ দ্বারা জন্ম সফল করা, বোধ হয়, আমার ভাগ্যে ঘটিল না! এক্ষণে কি করি, শ্মশানবাসই শ্রেয়ঃ কল্প; অন্যথা মনের নির্ব্বেদ দূর হইবার নহে। পরে মকরন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! কেমন, মদয়ন্তিকার নিমিত্ত কি তোমার মনঃ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত? তিনি কহিলেন, সখে! যথার্থ। আমাকে ব্যালপ্রহারে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সেই ত্রস্ত কুরঙ্গনয়না শশব্যস্ত হইয়া অমৃতময় অঙ্গ দ্বারা যে শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহাই আমার মনের সুদৃঢ় বন্ধন স্বরূপ হইয়া আছে। মাধব কহিলেন, সে বুদ্ধরক্ষিতার প্রিয়সখী, তোমার দুর্লভ হইবে, এমত বোধ হয় না। আর তুমি ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া মৃত্যুর করাল কবল হইতে যাহাকে রক্ষা করিয়াছ, সে কি আর অন্যের সহিত প্রণয় সূচনা করিতে পারে, কখনই না; এবং

সেই কমললোচনার তদানীন্তন মনোরম ভাবেও তোমার প্রতিই অনুরাগ চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। সে জন্য চিন্তা নাই; চল, এক্ষণে ঐ নদী সঙ্গমে অবগাহন করিয়া নগরে প্রবেশ করি। এই বলিয়া দুজনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মালতীমাধব।

পঞ্চম অঙ্ক।

নগরী মধ্যে প্রবেশিয়া মকরন্দ কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত হইলেন, মাধবও শ্মশান বাসের সংকল্প দৃঢ়তর করিয়া তদ্দিবসের অপরাহ্লে নগর সন্নিহিত মহতী শ্মশানভূমি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কুটিল কেশ উন্নত করিয়া বাঁধিলেন, অসিলতা হস্তে লইলেন এবং অতি গম্ভীর-বেশে শ্মশান দেশে প্রবেশিলেন। মনস্তাপে, তাঁহার নীল কমল সদৃশ কলেবর ধূষর, চরণন্যাস স্খলিত ও মুখ সকলঙ্ক শশাঙ্কের ন্যায় মলিন; কিন্তু সাহস অপর্য্যাপ্ত। এইরূপে তিনি সমীহিত সম্পাদনে চলিলেন; ক্রমে সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হইল। নভোমণ্ডলের প্রান্তভাগ নীলবর্ণ তমঃপুঞ্জে আবৃত হইতে লাগিল। দিবাকরের প্রভাবে পেচক ও অন্ধকার গিরিগুহা প্রভৃতি নিভৃত দেশে ছিল, এক্ষণে যেন ভীতের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ বহির্গত হইতে লাগিল। উন্নতানত স্থান সকল ক্রমে সমতল বোধ হইতে লাগিল। রজনীর প্রারম্ভে বন ক্রমে ক্রমে এরূপ নীলবর্ণ হইল, যেন বাত্যাবেগে ধূমস্তোম আসিয়া সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিল। বসুমতী দিবাভাগে প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে সন্তপ্ত ছিলেন, এক্ষণে যেন নীল তমঃ-

সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। দিবাচর পক্ষি-গণ দিবাকর বিরহে ক্ষণকাল কলরব করিয়া পরিশেষে অগত্যা মৌনাবলম্বন করিল। রজনীচর জন্তুরা স্ব স্ব অভিপ্রেত সাধনার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি, ক্রমেই নিবিড় অন্ধকার হইয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন গগনমণ্ডল হইতে কজ্জল বৃষ্টি হইতেছে এবং প্রকৃতির বস্তুজাত তাহাতে লিপ্ত হইতেছে। দুঃসময়ে কি না হয়। দিবাকর ও নিশাকরের অভাবে নক্ষত্রগণও সমধিক উজ্জ্বলতা ধারণপূর্ব্বক তিমির নিরাকরণে প্রযত্ন করিতে লাগিল এবং খদ্যোৎগণ ও গগন-তলে ক্ষণবিনশ্বর জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করিতে লাগিল। পৃথিবী ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ! সমস্ত জগৎ স্তব্ধ ও প্রসুপ্ত হইল।

মাধবের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার নাই। তিনি ঈদৃশ রজনীতে একাকী অনায়াসে শ্মশান দেশে প্রবেশিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে শবমাংসোপজীবী জন্তুগণে পরিব্যাপ্ত ভয়ানক শ্মশান স্থল। কোন স্থানে চিতা-জ্যোতির ঔজ্জ্বল্যে নিকটস্থ অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে, কিন্তু পর ভাগ ভয়াবহ তমঃপুঞ্জে আবৃত। কোন প্রদেশে ডাকিনী যোগিনীগণ মিলিত হইয়া কিল কিল শব্দে কোলাহল করত কেলি ও চীৎকার করিতেছে। কোন স্থানে বেতাল ভৈরব ভূত প্রেতগণ ভীমনাদে গর্জ্জন করত নরমুণ্ড লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত। কোথা বা বিকটাকার শব সকল ভূতাবিষ্ট হইয়া সহাস্য আস্যে নৃত্য করিতেছে। কোথাও

বানরকপালের ঠঠন ধ্বনি, কোথাও বা হুপ্‌ হাপ্‌ ডুপ্‌ দাপ্‌ ইত্যাদি শব্দ, কোথাও বা মার্‌ মার্‌ ধর্‌ ধর্‌ ইত্যাদি রব। মধ্যে মধ্যে শিবাগণের ঘোর বিরাব। উল্কামুখেরা ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; তাহাদিগের মুখ আকর্ণ বিদীর্ণ ও বিকট দশন পঙক্তিতে পরিপূর্ণ, ব্যাদান মাত্র অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বিদ্যুজ্জ্বালার ন্যায় তাহাদিগের লোচন, তিমিরে কেহ লক্ষ্য কেহ বা অলক্ষ্য হইয়াই শবমাংস অন্বেষণ করিতেছে। কোন ভাগে পুতনাগণ অবিরত নরমাংস গ্রাস করিতেছে, আবার বৃকদিগকে বুভুক্ষু ও ঘর্ঘর রবে কাঁন্দিতে দেখিয়া গ্রস্তমাংস উদ্গীরণ পূর্ব্বক শান্ত করিতেছে। তাহাদিগের খর্জ্জূর বৃক্ষের ন্যায় জঙ্ঘা, শরীরাস্থি সমুদায় গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মে আবৃত। দেখিতে কি ভয়ানক! কোন দিকে দেখিলেন, বিকটাকার পিশাচগণ, সহজেই বিবর্ণ ও দীর্ঘকায় বলিয়া ভয়ানক, তাহাতে আবার বিশাল-রসনা-সঙ্কুল মুখ-কুহর প্রসারিত করিয়া আরও ভয়ঙ্কর হইয়া আছে। সম্মুখে আরও এক বীভৎস কাণ্ড দেখিলেন। এক দরিদ্র পিশাচ বহুকালের পর এক শব পাইয়া প্রথমতঃ তাহার চর্ম্ম সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া তুলিল, স্ফীত ভূয়িষ্ঠ পূতিগন্ধিসুলভ মাংশ রাশি ব্যগ্রতা সহকারে ভোজন করিল, পরে শ্রান্ত হইয়া এক বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্থির হইল। অনন্তর সেই শব ক্রোড়ে লইয়া বিকট দশন বিস্তার করিয়া সন্ধিগত মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। কোন

প্রদেশে চিতাগ্নি ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছে। জ্বলন্ত মৃত দেহ হইতে নানা বর্ণ জল বিনিঃসৃত, মাংসসকল প্রচলিত, অস্থি সকল সন্ধিস্খলিত, বশা রাশি বিগলিত ও বেগে মজ্জধারা প্রসারিত হইতেছে। প্রেতভোজীরা চিতা হইতে ঐ সকল ধূমপরিব্যাপ্ত অংশ লইয়া পরমানন্দে খাইতেছে। পিশাচাঙ্গনাদিগের প্রাদোষিক প্রমোদ কি ভয়ঙ্কর! শবের অন্ত্রই তাহাদের মঙ্গলমালা, শবহস্তই কর্ণকুণ্ডল, শবহৃৎপিণ্ডই পুণ্ডরীক মালা এবং শোণিতপঙ্কই কুঙ্কুমলেপ হইয়াছে। তাহারা স্ব স্ব কান্ত সমভিব্যাহারে নরকপাল পান-পাত্রে মজ্জা-শোণিত সুরা পান করিয়া প্রীত হইতেছে। মাধব অকুতোভয়ে তাদৃশ ভীষণাকার শ্মশানে পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে পুরোবর্ত্তী তত্রত্য নদী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কুঞ্জ কুটীরস্থিত পেচককুলের চীৎকার ও জম্বুককাদম্বের প্রকাণ্ড চণ্ডরব দ্বারা নদীর তটভাগ অতীব ভয়াবহ। প্রবাহ মধ্যে শীর্ণ ও গলিত শবকঙ্কালে বারি সংরোধ বশতঃ ঘোর ঘর্ঘররবে স্রোতোনির্গম হইতেছে।

মাধব, এই রূপে সমস্ত শ্মশানে পরিভ্রমণ ও তাদৃশ ভীষণ বিভীষিকা দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না, প্রত্যুত মালতী বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত নিবিষ্টমনাই রহিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, আহা কুরঙ্গনয়না প্রিয়তমার কি মনোহর ভাব! প্রণয় রসাশ্লিষ্ট, স্নেহপূর্ণ, অনুরাগময়, সেই স্বভাবমধুর ভাব দর্শন আর

কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? এক্ষণে তাহা চিন্তা করিলেও অমনি অন্তঃকরণ বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হয় ও মনে প্রচুর আনন্দোদয় হয়! আহা সুললিত মাধবী কুসুমে সুবাসিত সেই অঙ্গস্পর্শ আর কি পাইব? অথবা এ অতি দুরাশা, এক্ষণে এই মাত্র প্রার্থনা;—যাহার চিন্তায় অন্তঃকরণে অনন্ত সুখ জন্মে ও নেত্রযুগল সুশীতল হয় আর যাঁহা শশিকলার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রস্তুত, অনঙ্গদেবের মঙ্গল গ্রহ, সেই তদীয় মুখচন্দ্র যেন পুনরায় দেখিতে পাই। দেখিতে পাইব কি? সত্য সত্যই এক্ষণে তাহার দর্শন ও অদর্শনে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। যে হেতু এক্ষণে পূর্ব্ব দর্শনের সংস্কার অনবরত জাগরূক, বিসদৃশ ব্যাপার দর্শনেও বিলুপ্ত হইল না। জীবিতেশ্বরীর স্মৃতি দ্বারা আমার হৃদয় যেন তন্ময় হইয়া আছে! বোধ হইতেছে যেন কুসুম শরের শর প্রহার ভয়ে, প্রিয়তমা আমার অন্তকরণে লীন, প্রতিবিম্বিত, লিখিত ও চিন্তাতন্তু জালে গ্রথিত হইয়া আছেন। এইরূপ ভাবনা করত প্রেত ভুমিতে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

ঐ শ্মশান ভূমির পরিসরে বিবিধ জীবোপহারপ্রিয়া করালা নামে এক চামুণ্ডাদেবী আছেন। তথায় রাত্রিবিহারী, অরণ্যচারী, নরমুণ্ডধারী অঘোরঘণ্টনামা এক চাণ্ডাল সাধক, শ্রীপর্ব্বত* হইতে আসিয়া মন্ত্র সাধন

---

* দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর সন্নিধানে শ্রীশৈল নামে যে পর্ব্বত ছিল, তাহাই শ্রীপর্ব্বত। উহা লক্ষীর পর্ব্বত, অতিপবিত্র স্থান। পর্ব্বতের প্রাক্তন সমৃদ্ধি প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পবিত্রতার অপক্ষয় হয় নাই। ঐ স্থানে গমনের যে ভাল পথ ছিল তাহাও রুদ্ধ হইয়াছে।

করে। তাহার কপালকুণ্ডলা নামে এক শিষ্যা আছে। সে ঐ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রজনীতে মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাবে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করত ঐ শ্মশানের উপরিভাগে উপনীত হইল এবং চিতাগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বলিতে লাগিল, গন্ধ দ্বারাই অনুমান হইতেছে, এ সেই শ্মশানভূমি। করালা দেবীর মন্দির ইহার নিকটেই হইবে। মন্ত্রসাধনাসিদ্ধ আমার গুরুদেব অঘোরঘণ্টের আদেশ ক্রমে, অদ্য তথায় সবিশেষ পূজার আয়োজন করিতে হইবে। আর গুরুদেব আজ্ঞা করিয়াছেন, দেবীর পরিতোষার্থ অদ্য এক স্ত্রীরত্ন উপ-হার চাই। অতএব এই পদ্মাবতী নগরে অন্বেষণ করি, এই বলিয়া নগরাভিমুখে যাইল ও নানা স্থল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ রাত্রিতে মালতী অট্টা-লিকার উপরি অলিন্দে শয়িতা ও নিদ্রিতা ছিলেন। দৈবযোগে কপালকুণ্ডলার পাপদৃষ্টি তাঁহার প্রতিই নিপ-তিত হইল। তখন সে তাঁহাকে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, দেবীর উপাহারযোগ্য স্ত্রীরত্ন দেখিয়া নিদ্রিত দশাতেই বলিপ্রদানার্থ হরণ করিয়া লইয়া গেল। অঘোরঘণ্ট দেখিয়া প্রীত হইল। পরে উভয়ে অন্যান্য পূজার উপকরণ আহরণ করিয়া পরিশেষে মালতীকে জাগরিত এবং রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রে অলঙ্কৃত করিল। এক হস্তে অন্যান্য অর্চ্চনাদ্রব্য লইয়া ও অন্য হস্তে মালতীর হাত ধরিয়া বধ্যবেশে চামুণ্ডা সমীপে লইয়া চলিল।

নিদ্রিতা মালতী পূর্ব্বাপর কিছুই জানেন না। সহসা

আশঙ্কিত হইয়া সেই দুরাত্মাদিগের ভাবদর্শনেই দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। একে ত প্রিয়সমাগমে নিরাশ্বাস, তাহাতে আবার এই অনর্থপাত উপস্থিত। তাঁহার চিত্ত যে কেমন ব্যাকুল হইল, তাহা তিনিই বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন, হতভাগিনীর কি দুরদৃষ্ট! না নিজ মনোরথই সফল হইল, না পিতার মনোরথই সফল হইল; অবশেষে পাষণ্ড চণ্ডালের হস্তে প্রাণ যায়। এই ভাবিতে ভাবিতে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, হে নির্দ্দয় পিতঃ! দেখ এখন তোমার সেই নৃপতিসন্তোষ সাধনের উপকরণ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়। মাধব সন্নিহিত ছিলেন, হঠাৎ ঐ করুণধ্বনি শ্রবণে বিতর্ক করিতে লাগিলেন; বিকল কুররী-রোদনের ন্যায়, কি শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এ স্বর যেন পরিচিত ও একান্ত হৃদয়গ্রাহী। শুনিবামাত্র অন্তঃকরণ ভগ্ন ও ব্যগ্র হইল, অঙ্গ সকলও অবশ ও স্তব্ধ হইল, গতি স্খলিত হইতেছে। কেনই বা এমন হয়, এ কি! কিছুই যে বুঝিতে পারি না। করালার আয়তন হইতে এ করুণ স্বর উচ্চারিত হইতেছে, ঈদৃশ অনিষ্টকর ব্যাপার সেই খানেই ঘটিতে পারে। যাহা হউক, দেখিতে হইল এই বলিয়া সেই দিকেই চলিলেন। দূর হইতে শুনিলেন, হা তাত! সেই তোমার নৃপতিসন্তোষ সাধনের উপকরণ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়। হা স্নেহময়ি জননি! আমার ভাগ্যে তুমিও স্নেহশূন্য হইয়াছ। হা ভগবতি কামন্দকি! তুমি মালতীগতপ্রাণা, মালতীর শুভ সাধনই তোমার এক

মাত্র সংকল্প, স্নেহবশতঃ কেবল চির দিন তোমাকে দুঃখই জানাইয়াছি। হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! এক্ষণে আমাকে কেবল স্বপ্নাবসরে দেখিবে! এই বলিয়া অমাত্যদুহিতা রোদন করিতেছেন, লোচন হইতে অবিরল জলধারা নিপতিত হইতেছে।

মাধব দেখিয়া বলিলেন, এ কি, সেই চিত্তোন্মাদিনী প্রিয়তমা? সন্দেহ নিরস্ত হইল। এক্ষণে জীবিত থাকিতে থাকিতেই জীবিতেশ্বরীর জীবন রক্ষায় যত্ন নাই। এই বলিয়া তদভিমুখে দৌড়িতে লাগিলেন। ও দিকে অঘোরঘণ্টও কপালকুণ্ডলা দেবী সন্নিধানে উপস্থিত হইল ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক গদ্গদভাবে বলিল, দেবি! তুমি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হেতু কালে কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে প্রসব করিতেছে, তুমি আদ্যা প্রকৃতি; সকলেই তোমার যোগমায়ায় অভিভূত। হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণও বর্ণনা করিয়া তোমার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন না। তুমি জীবগণের দেহে চেতনা, পুণ্যাত্মার ভবনে লক্ষ্মী, বিদ্বান জনের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও মাতৃহৃদয়ে করুণা রূপে বাস করিতেছ। তোমার পবিত্র নাম স্মরণমাত্র, দারিদ্র্য দুঃখ, ভয়, রোগ, শোক প্রভৃতি উৎপাত সকল দূরে পলায়ন করে। তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তগণের অভ্যর্থনানুসারে নানা রূপে দনুজদল সংহার করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছ, তুমি যাহার প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত কর, সে ইহলোকে ও পরলোকে

পরিত্রাণ প্রায়। আমরা শরণাপন্ন, প্রসন্ন হও ও আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ কর, এই বলিয়া পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিল।

মাধব সত্বরে উপস্থিত হইয়া, দেখিয়া বলিলেন, হা কি প্রমাদ! ব্যাঘ্রদ্বয়ের মধ্যে নিপতিত মৃগীর ন্যায় অদ্য প্রেয়সী দুরাচার পাষণ্ড চণ্ডালদিগের হস্তে নিপতিত। ভূরিবসু-তনয়া মৃত্যুর মুখে রহিয়াছেন। হা কি দুঃখ! কি সর্ব্বনাশ! বিধাতার কি নিষ্করুণ কর্ম্ম। কপালকুণ্ডলা মালতীকে বলিল ভদ্রে! তোমার যে কেহ আত্মীয় স্বজন থাকে স্মরণ করিয়া লও। দারুণ কৃতান্ত তোমার জন্য অতি রাগান্বিত। অমনি মালতীর মাধবকে মনে পড়িল। তিনি ক্রন্দন করত বলিলেন হে হৃদয়বল্লভ নাথ মাধব! আমি পরলোক গমন করিলেও তুমি স্মরণ করিও। মরিলেও যাহার প্রিয়জনে স্মরণ করে, সে জীবিতই থাকে। কপালকুণ্ডলা কহিল আহা এ হতভাগিনী মাধবে অনুরক্ত! অঘোরঘণ্ট কহিল, যা হউক, কাটিয়া ফেলি। ভগবতি! মন্ত্রসাধনের পূর্ব্বে পূজা মনন করিয়াছিলাম, আনিয়াছি, গ্রহণ কর, এই বলিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। মাধব তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন ও অমাত্যতনয়াকে নিজ ভুজপঞ্জরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! মরিলি দূর হ। মালতী সহসা মাধবকে দেখিয়া, নাথ! রক্ষা কর, বলিয়া ধরিলেন। মাধব কহিলেন, ভদ্রে! ভয় নাই; স্নেহপারতন্ত্র হইয়া মরণশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার সেই

সাহসী নাথ পুরোবর্ত্তীই রহিয়াছে। সুন্দরি! কম্প পরিত্যাগ কর। এই দুরাত্মার চিরসঞ্চিত পাপ অদ্য ফলোন্মুখ হইয়াছে; এই দেখ এখনিই তাহার উৎকট ফল অনুভব করে। অঘোরঘণ্ট কহিল, আঃ এ একটা কি পাপ আসিয়া আমাদিগের বিঘ্ন করিতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা বলিল জান না, এ কামন্দকীর সুহৃৎপুত্র, নাম মাধব, এই শ্মশানে বাস করে।

মাধব সাশ্রুলোচনে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! এ কি বিষম কাণ্ড উপস্থিত? মালতী কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া কহিলেন, মহাভাগ! আমি কিছুই জানি না, এই মাত্র জানি, উপরি অলিন্দে নিদ্রিত ছিলাম, এই খানে জাগরিত হইলাম। তুমি কোথা হইতে উপস্থিত? তিনি লজ্জানম্রমুখে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পাণিপঙ্কজ পরিগ্রহ করিয়া জন্ম সফল করিব, এই আগ্রহ যখন বিফল হইল দেখিলাম, তদবধি মনের নির্ব্বেদে শ্মশানবাস সংকল্প করিয়া এই খানে ভ্রমণ করিতেছি, ইতি মধ্যে তোমার রোদন শুনিয়া উপস্থিত হইলাম। অমাত্য-তনয়া শুনিয়া ভাবিলেন, হায় ইনি আমার নিমিত্ত এত দূর স্বীকার করিয়াছেন! আমি কি কঠিন! অট্টালিকায় অনায়াসে নিদ্রিত ছিলাম। তখন মাধব ভাবিলেন, শাস্ত্রে যে কাকতালীয় অসম্ভাবিত ঘটনা বলিয়া থাকে, সে এই। যাহা হউক, সংপ্রতি প্রিয়তমা রাহুগ্রস্ত শশিকলার ন্যায় এই দুর্বৃত্ত দস্যুর খড়্গামুখে নিপতিত। ইহাকে মুক্ত করিতে হইবেক বলিয়া, আমার মন আতঙ্কে

বিকল, কারুণ্যরসে আদ্র্র, বিস্ময়ে ক্ষুভিত, ক্রোধে প্রজ্বলিত ও আনন্দে বিকশিত হইয়া কেমনই অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। অঘোরঘণ্ট কহিল, অরে ব্রাহ্মণডিম্ব! মৃগীকে ব্যাঘ্রের মুখে পতিত দেখিয়া মৃগও করুণাবিষ্ট হইয়া রক্ষার্থ তাহার গোচরে পতিত ও নিহিত হয়, তদ্রূপ তুইও আজি আমার গোচরে পড়িয়াছিস্। আমি হিংসারুচি ও প্রাণিহন্তা; ভাল আয়, আগে তোর খড়্গচ্ছিন্ন রুধিরস্রাবী শরীর দ্বারা জগজ্জননীর অর্চ্চনা করি; পশ্চাৎ ইহাকে বলি প্রদান করিব। মাধব উত্তর দিলেন, অরে দুরাত্মন্ পাষণ্ড চণ্ডাল! বিচার করিয়া দেখ্, ইহাকে নিহত করিয়া সংসার সারশূন্য, ত্রিভুবন রত্নশূন্য, ত্রিলোক আলোকশূন্য, বন্ধুজন জীবনশূন্য, কন্দর্প দর্পশূন্য, লোকের নয়ননির্ম্মাণ ফলশূন্য এবং জগৎ জীর্ণ অরণ্য করিতে উদ্যত হইতেছিস্। অরে পাপ! পরীহাসসময়ে প্রিয়সখীগণের ললিত শিরীষ-কুসুম-প্রহারেও যে শরীর ব্যথিত হয়, তুই তাহাতেই কঠোর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। অতএব যমদণ্ডের ন্যায় আমার এই ভুজদণ্ড তোর মস্তকে পড়ুক, রক্ষা কর। অঘোরঘণ্ট বলিল, আয় দুরাত্মা মার্, এই বলিয়া বদ্ধপরিকর হইল। মালতী সাবধান করত বলিলেন, নাথ সাহসিক! ক্ষমা কর, ও হতভাগা অতি দুরাচার; এ অনর্থকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও। কপালকুণ্ডলাও বলিল, ভগবন্ গুরো! সাবধান হইয়া দুরাত্মাকে নিপাত কর। তখন মাধব মালতীকে ও অঘোরঘণ্ট কপালকুণ্ডলাকে আশ্বাস-

দিয়া যুগপৎ বলিতে লাগিল, অয়ি ভীরু! ধৈর্য্যাবলম্বন কর; এ পাপ নিহত হইল। ভয় কি, করিকুম্ভভেদী সিংহের মৃগযুদ্ধে পরাভব হয়, ইহা কি কেহ কখন দেখিয়াছে? এইরূপে পরস্পরের বাক্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল।

এ দিকে অমাত্যভবনে সহসা মালতী নাই, দেখিয়া হুলস্থূল হইয়া উঠিল। সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। অন্বেষণকারী লোকজনের কোলাহলে নগর আচ্ছন্ন হইল। কামন্দকী ভূরিবসুকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, ভয় নাই। সৈন্যেরা শীঘ্র যাইয়া করালায়তন অবরুদ্ধ করুক। এরূপ অদ্ভুত ভীষণ কর্ম্ম অঘোরঘণ্ট ভিন্ন অন্যের নহে। বোধ হয়, করালা দেবীর উপহারের নিমিত্তই সে এই কাজ করিয়াছে। এই বলিবামাত্র অস্ত্রধারী পুরুষেরা করালার আয়তন অবরুদ্ধ করিল। তখন কপালকুণ্ডলা কহিল, আমরা অবরুদ্ধ হইলাম, এক্ষণে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ আবশ্যক। মালতী, হা তাতঃ। হা মাত! হা ভগবতি! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মাধব অন্বেষণকারী লোকজন দেখিয়া মালতীকে সুস্থির করিবার আশয়ে সেই দিকে প্রেরণ করিলেন। পরিশেষে অব্যগ্র হৃদয়ে কাপালিকের সহিত ঘোরতর সমর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধব ও অঘোরঘণ্ট পরস্পরে বলিতে লাগিল, আঃ কি পাপ! আমার এই অসিলতা তোর কঠোর অস্থিপ্রতিঘাতে প্রতিধ্বনিত হউক, মাংসপিণ্ডে পঙ্কের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে সঞ্চরণ করুক, এবং তোর শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভক্ত হউক। এই

রূপে উভয়ে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরিশেষে মাধব তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। অন্বেষণকারী পুরুষেরা করালায়তনের সন্নিধানে মালতীকে পাইয়া পুলকিত মনে অমাত্য-ভবনে প্রস্থান করিলে। মাধবও প্রিয়তমার পুনর্জ্জীবন লাভে মনের নির্বেদ শান্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় কামন্দকীর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

মালতীমাধব।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

কপালকুণ্ডলা মাধবের তদানীন্তন বলবীর্য্য দর্শনে কিছু করিতে না পারিয়া পরিশেষে এই বলিয়া গর্জ্জিয়া বেড়াইতে লাগিল, রে দুরাত্মন্ মাধব! তুই মালতীর নিমিত্ত আমার গুরুহত্যা করিলি এবং প্রহারোদ্যত দেখিয়া আমাকেও অবজ্ঞা করিলি; অতএব এই কপালকুণ্ডলার কোপের ফল অবশ্যই তোকে এক কালে ভোগ করিতে হইবে। দেখ্, ভুজঙ্গবিনাশের পরও যখন বৈরনির্য্যাতনে তৎপর থাকিয়া বিষদন্ত ভুজঙ্গী তাহার দংশনের নিমিত্ত নিয়ত জাগরূক থাকে, তখন কি আর সেই ভুজঙ্গহন্তার শান্তি আছে? এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা মাধবের অনিষ্টচেষ্টায় নিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল।

এ দিকে মালতীকে জীবিত পাইয়া আমত্যভবনে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত। সকলে পুলকিতমনে বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ও দিকে নন্দনের ভবনে যাবতীয় বিবাহোচিত অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রথ্যা সংস্কার, পতাকা ও মঙ্গলকলস প্রভৃতিতে নগর সুশোভিত হইল।

সকলে পুলকিত ও নগর আনন্দময় হইল। ব্রাহ্মণেরা নানা আভ্যুদয়িক কার্য্য করিতে লাগিলেন ও পতিপুত্রবতী পুরস্ত্রীরা নানা মঙ্গলাচরণে নিযুক্ত হইলেন। অমাত্যপত্নী আদেশ করিলেন, বর উপস্থিত না হইতে হইতেই শীঘ্র বৎসা মালতীকে লইয়া বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত নগরদেবতা-দিগের পূজা করিতে যাইতে হইবে। অতএব আনুযাত্রিক লোকেরা সমুদায় বাদ্যভাণ্ড সমভিব্যাহারে পূজার উপ-করণ ও বিবাহযোগ্য বেশ ভূষা লইয়া প্রস্তুত হউক। এই আজ্ঞামাত্র সমস্ত সুসজ্জিত হইল। কামন্দকী ও লব-ঙ্গিকা সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল।

ইতি পূর্ব্বেই কামন্দকী ও লবঙ্গিকা মন্ত্রণা করিয়া নগরদেবতার গৃহের এক পার্শ্বে মাধব ও মকরন্দকে রাখিয়াছিলেন। মাধব অনেকক্ষণ অবধি মালতীর আগ-মন প্রতীক্ষা করিয়া, পরিশেষে মালতী যাত্রা করিলেন কি না, তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত নিজভৃত্য কলহংসকে প্রেরণ করিলেন; পরে ভাবিতে লাগিলেন, কুরঙ্গনয়না প্রিয়তমার প্রথম দর্শন দিন অবধি নানা প্রণয় চিহ্ন দর্শনে আমার মনোবেদ যে বলবতী হইয়া আছে, অদ্য হয় তাঁহার শান্তি হইবে, না হয় ভগবতীর নীতিকৌশল বিফল হইবে। মকরন্দ কহিলেন, বয়স্য! বুদ্ধিমতী ভগবতীর কৌশল কি বিফল হয়? এইরূপে কথোপ-কথন হইতেছে, ইত্যবসরে কলহংস আসিয়া নিবেদন করিল, প্রভো! অমাত্যনন্দিনী দেবগৃহে যাত্রা করিয়া-ছেন। মাধব জিজ্ঞাসিলেন, সত্য? মকরন্দ কহিলেন,

সখে! কলহংসের কথায় কি প্রত্যয় হইল না? ঐ যাহা কি, নিকটে আসিলেন! ঐ শুন, নানা বাদ্যসম্বলিত মৃদঙ্গসহস্রের মঙ্গল বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে; যেন, ঘোর ঘনঘটা গর্জ্জন করিতেছে। বাদ্যোদ্যমে আর কিছুই শুনা যায় না। চল, যাইয়া গবাক্ষ দিয়া অবলোকন করি। এই বলিয়া তাঁহারা গবাক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন।

দেখিলেন, প্রথমতঃ নানাবিধ পতাকা মন্দ মন্দ সমারণে উড্ডীন হইতেছে; পশ্চাৎভাগে সুজ্জিলিত করিঘটা ও বিনীত তুরঙ্গযূথের নানাবিধ গমনে রাজমার্গ সুশোভিত; প্রতিহারিগণ সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুরোভাগে বর্ত্তমান; মতঙ্গের গর্জ্জন, তুরঙ্গের হ্রেষারব ও মৃদঙ্গের মঙ্গলধ্বনিতে সকলে বধির হইয়া গেল; পশ্চাৎ কনককিঙ্কিনী জালমালায় অলঙ্কৃত করিণী সকল ঝন্ ঝন্ শব্দে আসিতেছে, তদুপরি পরম সুন্দরী বারনারীরা সুমধুর মঙ্গলগান করিতেছে। তাহাদের বিবিধ রত্নালঙ্কার প্রভাবে যেন নভোমণ্ডলে শত শত ইন্দ্রধনু উদিত হইল; আন্দোলায়মান ধবল চামর ও প্রসারিত শ্বেতচ্ছত্র সকল দেখিয়া বোধ হইল, যেন গগন সরোবরে রাজহংসগণ উৎপতিত হইতেছে ও মৃণালের উপরি শ্বেত কমল সকল বিকসিত হইয়া আছে; প্রতিহারীরা বিচিত্র উজ্জ্বল কণকবেত্রলতা ধারণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে চতুর্দ্দিকস্থ দর্শনব্যগ্র লোকদিগকে দূরে অপনীত করিতেছে; পরিজনবর্গ কিঞ্চিদন্তরে চারি

দিকে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট ; মধ্যভাগে নানা সিন্দূরবিন্দু-মণ্ডিত নীলবর্ণ গজবধূ আরোহণ করিয়া মালতী আসিয়াছেন ; দেখিলে বোধ হয়, যেন নক্ষত্রমালায় শোভিত রজনীতে পূর্ণ শশিমণ্ডল উদিত হইয়াছে ; কুতূহলাক্রান্ত লোকেরা অনন্যদৃষ্টি ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার মনোহর রূপলাবণ্য বিলোকন করিতেছে। মাধব ও মকরন্দ দেখিয়া অমাত্যের প্রচুর সম্পত্তি ও অসাধারণ সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মকরন্দ কহিলেন, সখে ! দেখ দেখ, অমাত্যনন্দিনীর কৃশ ও পাণ্ডু শরীরে আভরণ কি রমণীয় দেখাইতেছে ! যেন অন্তঃপরিশুষ্ক বাললতায় কুসুমজাল বিকসিত হইয়াছে। বিবাহ মহোৎসবে যেমন নিরুপম শোভা, তেমনি বিষম মনোবেদনাও ব্যক্ত হইতেছে ! এইরূপ বলিতেছেন ইতিমধ্যে করেণুকা দেবগৃহ সন্নিধানে উপবিষ্ট হইল। কামন্দকী, আনুযাত্রিক লোক জন দূরে রাখিয়া মালতী ও লবঙ্গিকা সমভিব্যাহারে দেবমন্দিরে প্রবেশিলেন। যাইতে যাইতে সহর্ষমনে ভাবিতে লাগিলেন, বিধাতা অভিলষিত সিদ্ধি বিষয়ে মঙ্গল করুন, দেবগণ পরিণামে অনুকূল হউন, আমি যেন মিত্রদ্বয়ের কন্যাপুত্রের পরিণয় কার্য্যে কৃতকৃত্য হই এবং আমার প্রযত্ন সমুদায় যেন সফল ও শুভদায়ী হয়। মালতীও ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি উপায়েই বা মৃত্যুসুখ সম্ভোগ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি ; হতভাগ্য লোকে নিয়ত প্রার্থনা করে বলিয়া মরণও কি দুর্লভ হয় ! লবঙ্গিকা মালতীর ভাব দেখিয়া

চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রিয়সখীর মনোবেদনা অদ্য অনুকূল, জানেন না বলিয়া কতই কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতি মধ্যে প্রতিহারী পেটক হস্তে প্রবেশিয়া বলিল, ভগবতি! অমাত্য আদেশ করিলেন, "এ অতি মঙ্গল স্থান, এই ভূপতিপ্রেরিত পরিণয়োচিত অলঙ্কারে দেবতার সম্মুখেই মালতীকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে।" এই ধবল পট্টবসন, এই লোহিতবর্ণ উত্তরীয়, এই সর্ব্বাঙ্গের আভরণ, এই মৌক্তিক হার এবং এই চন্দন ও কুসুমাভরণ দিয়াছেন, গ্রহণ করুন। পরিব্রাজিকা, এ সব পরিলে মকরন্দকে পরম সুন্দর দেখাইবে এই ভাবিতে ভাবিতে প্রতিহারীকে বিদায় করিলেন। অনন্তর লবঙ্গিকাকে কহিলেন, বৎসে! তুমি মালতীর সহিত দেবমন্দিরে প্রবেশ কর, আমি তত ক্ষণ একান্তে বসিয়া শাস্ত্রসংবাদানুসারে আভরণের রত্ন-সকল বিবাহোচিত কি না পরীক্ষা করি, এই ছল করিয়া তিনি অন্যতম প্রদেশে গমন করিলেন। মালতী ও লবঙ্গিকা মাত্র সহায়ে দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। মাধব ও মকরন্দ এক স্তম্ভে অপবারিতশরীর হইয়া রহিলেন; কেবল লবঙ্গিকাই জানিতে পারিল।

দেবতাসমীপে উপনীত হইয়া লবঙ্গিকা বলিল, বয়স্যে! এই শুভ বিবাহ কর্ম্মে কল্যাণ সম্পত্তির নিমিত্ত জননী তোমাকে দেবার্চ্চনায় প্রেরণ করিয়াছেন; এই অঙ্গরাগ ও কুসুমমালা লও। তিনি বলিলেন, সখি! আমি একেই

দারুণ দৈব দুর্ব্বিপাকে দগ্ধ হইতেছি, তাহার উপর আবার মর্ম্মচ্ছেদী কথা তুলিয়া কেনই হতভাগিনীকে সমধিক যাতনা দাও! আর কি বলিব, আমার দুর্লভ জনে অনুরাগ, কিন্তু ভাগ্য নিতান্ত বিসম্বাদী, এক্ষণে যাহা বলি শ্রবণ কর। প্রিয় সখি লবঙ্গিকে! তুমি আমার জীবিতাধিক সহোদরা; তোমার এই অনাথা অশরণা প্রিয়সখী এখন মরণে একান্ত অধ্যবসায়িনী; আজন্ম নিরন্তর উপকার দ্বারা তুমিই আমার অতিমাত্র বিশ্বাস ও প্রণয়পাত্র, এক্ষণে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সেই বিশ্বাস ও প্রণয়ের সমুচিত এই প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রিয় কার্য্য প্রিয়সখীর কর্ত্তব্য হয়, তবে আমি মরিলে আমার হইয়া, তুমি সেই আনন্দপূর্ণ মঙ্গলময় প্রিয়তমের মুখারবিন্দ অবলোকন করিবে। এই বলিয়া লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বারিধারা পরিপূরিত লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ওদিকে মকরন্দ কহিলেন, সখে! শুনিলে? তিনি কহিলেন বয়স্য! প্রিয়ার বচনামৃত পান করিয়া, ম্লানজীব কুসুমবিকসিত হইল, শরীর সুশীতল হইল, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হইল, হৃদয় আনন্দিত ও রসে দ্রবীভূত হইল! পুনরায় মালতী বলিতে লাগিলেন, সখি! আর এক প্রার্থনা করি, শুন। আমি পরলোক গমন করিয়াছি শুনিয়া, সেই জীবিতপ্রদায়ী জীবিতেশ্বরের শরীররত্ন যাহাতে পরিহীন ও বিবর্ণ না হয়, আর আমার স্মরণ মনন দ্বারা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া যাহাতে তিনি উত্তরকালে লোকযাত্রায় শিথিলপ্রযত্ন না হন, তাহা

করিবে। তোমার এই অনুগ্রহ হইলেই আমি চরিতার্থ হই। মকরন্দ শুনিয়া অত্যন্ত করুণাবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন মিত্র! হরিণলোচনা নিরাশ ও কাতর হইয়া স্নেহ ও মোহবশতঃ যে সকরুণ মনোহর বিলাপ করিতেছেন, তাহা শুনিয়া চিন্তা, বিষাদ, বিপদ ও মহোৎসব যুগপৎ আবির্ভূত হইতেছে। ওদিকে লবঙ্গিকা এই বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন, জীবিতাধিকে! তোমার অমঙ্গল অচিরে দূরীভূত হইবে, আর ও সব কথা বলিও না, কষ্ট বোধ হয়, আমি আর শুনিতে পারি না। তিনি কহিলেন, সখি! বুঝিলাম, মালতীর জীবনই তোমাদের প্রিয়, মালতী প্রিয় নয়। কেন না, নানা কথা কহিয়া অন্য আশা দিয়া আমাকে জীবিত রাখিবে এবং সেই ঘৃণাকর ব্যাপার অনুভব করাইবে; অতএব এখন আমার এই বাসনা, যে পরোক্ষে সেই মহাত্মার গুণকীর্ত্তন দ্বারা নিরপরাধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব, এই বলিয়া লবঙ্গিকার চরণে পতিত হইলেন। তখন মকরন্দ কহিলেন, সখে! যাহাকে প্রণয়ের সীমা কহে, সে এই।

ইত্যবসরে লবঙ্গিকা মালতীর অজ্ঞাতসারে সংগোপিত মাধবকে সংজ্ঞাপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। মাধবও মকরন্দের উপদেশানুসারে লবঙ্গিকা স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন; ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। মকরন্দ উঁহাকে সন্নিহিত মঙ্গলের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া প্রবোধ দিলেন। লবঙ্গিকা তথা হইতে অপসৃত হইল, মালতী একতান মনে অধোমুখী ছিলেন, কিছুই জানিতে পারি-

লেন না। মালতী মাধবকেই লবঙ্গিকা জ্ঞান করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সখি! অনুকূল হইয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে, বল। মাধব বলিলেন, অয়ি সরলে! দুঃসাহসিক কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, মনের ক্ষোভ দূর কর, আমি তোমার বিরহ আয়াস সহিতে সমর্থ নহি। অমাত্যসুতা কহিলেন, সখি! মালতীর বিনয়নম্র প্রণাম ও দুষ্পরিহর অনুরোধ উপেক্ষা করা উচিত নয়। তিনি উত্তর করিলেন, শোভনে! তুমি দারুণ বিরহ আয়াসে কাতর; তোমার মনোরথ সিদ্ধি কর; এস পরস্পর সংশ্লেষ সুখ সম্ভোগ করি। তখন অজ্ঞানবিহ্বলা হর্ষনিমীলিতাক্ষী মালতী, অনুগৃহীতা হইলাম বলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, সখি! আলিঙ্গনসুখে তোমার দর্শনের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। আহা, তোমার সুকুমার স্পর্শ অদ্য যেন আর এক প্রকার! যা হউক, বিরহসন্তাপিত হৃদয় শীতল হইল, সখি! প্রণতি পূর্ব্বক করপুটে সেই প্রাণাধিককে আমার এই নিবেদন জানাইবে, "আমি নিতান্ত হতভাগিনী, প্রফুল্লকমলের ন্যায় ও সম্পূর্ণ শশিমণ্ডলের ন্যায় মনোরম, তাঁহার সেই মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া নয়নের চিরমহোৎসব পাই নাই, নবসুধামধুর বচনামৃত অবিরত পান করিয়া শ্রুতিযুগল সফল করিতে পারি নাই, তাপাহর স্পর্শ দ্বারা শরীরজ্বর উপশমিত হয় নাই, কেবল অবিরত যাতনা ভোগ করিয়াছি। দুর্নিবার যন্ত্রণায় প্রাণ ব্যাকুল হইলেও কেবল অমৃতময় মনোরথ দ্বারা এত

দিন জীবিত ছিলাম। সবিশেষ শরীরসন্তাপ পুনঃ পুনঃ সহিয়াছি। যখন মলয়মারুত সহ্য হইয়াছে, তখন আর বজ্রাঘাতেও ভয় করি না, যখন চন্দনরসে প্রাণ যায় নাই, তখন আর বিষমবিষপানেও শঙ্কা নাই; যখন চন্দ্রাতপ সহিয়াছি, তখন আর চিতা অনলে ভয় নাই; যখন ভ্রমর কোকিলের শ্রুতিভীষণরবে হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর ঝঞ্ঝনাকেও ক্লেশকর গণনা করি না। এইরূপ নানা অনর্থ পরম্পরা সহ্য করিয়া পরিশেষে নিরাশ হইয়া এই সাহসের পথ অবলম্বন করিলাম।" আর প্রিয়সখি! তুমিও আমাকে সর্ব্বদা মনে করিবে এবং সেই জীবিতাধিকের স্বহস্তসঙ্কলিত এই সুললিত বকুলমালাকে মালতীর জীবন হইতে বিশেষ জ্ঞান করিবে না, সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক কণ্ঠে ধারণ করিবে। এই বলিয়া নিজকণ্ঠ হইতে বকুলমালা উন্মোচন করিয়া মাধবের হৃদয়ে বিন্যাস করিতে করিতে দেখিলেন, লবঙ্গিকা নহে, অন্যের গলে মাল্য দিলেন। তখন তিনি ভীত ও কম্পিত হইলেন।

মাধব প্রিয়ার শরীরস্পর্শ লাভে ভাবিলেন, আহা শরীর সুশীতল হইল! কর্পূররস, চন্দ্রকান্তমণি, শৈবাল, মৃণাল প্রভৃতি যাবতীয় শীতল দ্রব্য একীকৃত হইয়া যেন শরীরে নিষক্ত হইল। তিনি কহিলেন, অয়ি পরবেদনানভিজ্ঞ! তুমি কি একলাই যাতনা অনুভব করিয়াছ! দেখ, অননুভূত জ্বরে দেহ দগ্ধ হইয়াছে, কেবল সংকল্পলব্ধ ত্বদীয় সমাগমে কথঞ্চিৎ যাতনা অপনীত হইয়াছে, এবং তোমার প্রতি আমার অকপট স্নেহ আছে, জানি-

নাই, কেবল এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছি। যে সকল দিন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা ভয়ঙ্কর! ইত্যবসরে মকরন্দ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! সত্য সত্যই, তুমি প্রণয়িনী, এই এক রমণীয় আশা অবলম্বন করিয়াই প্রিয়বয়স্য কথঞ্চিৎ এতাবৎকাল অতিবাহন করিয়াছেন, এক্ষণে মঙ্গলসূত্রশোভিত ত্বদীয় করগ্রহণ করিয়া সুখী ও চরিতার্থ হউন এবং আমাদিগের মনোরথ সফল হউক। লবঙ্গিকা আসিয়া পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, মহাভাগ! আর মঙ্গলসূত্রযুক্ত পাণিগ্রহণের বিচারে প্রয়োজন কি, প্রিয়সখীর স্বয়ং গ্রহণ সাহস কি দেখিলেন না? তখন অমাত্যনন্দিনী, কুমারীজনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলাম ভাবিয়া ম্লতকম্প ও কম্পিত হইলেন।

তখন কামন্দকী, "পুত্রি কাতরে! এ কি!" এই বলিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র বেপমানা মালতী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পরিব্রাজিকা তদীয় চিবুক উন্নত করিয়া কহিলেন, "বৎসে! যাহার নিমিত্ত তোমার নয়নযুগল উৎসুক, মন চঞ্চল ও তনু গ্লানিযুক্ত এবং তোমার নিমিত্তেও যিনি তদনুরূপ কাতর; ইনি সেই প্রিয়তম মাধব! চন্দ্রমুখি! জড়তা পরিত্যাগ কর, বিধাতার বাসনা পূর্ণ কর এবং অনঙ্গকে অঙ্গবান্ ও পুনরুজ্জীবিত কর।" লবঙ্গিকা পুনর্ব্বার পরিহাস করিয়া কহিল, "ভগবতি! এই মহানুভাব কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রজনীতে তাদৃশ দুর্গম শ্মশানে সঞ্চরণ করিয়াছেন এবং প্রচণ্ড দোর্দণ্ড প্রকাশ করিয়া নানা সাহসের কার্য্য করিয়াছেন, বুঝি তাহাই

মনে করিয়া আমাদের প্রিয়সখী কাঁপিতেছেন।" মকরন্দ শুনিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, লবঙ্গিকা কি চতুর! কেমন সময় বুঝিয়া গুরুতর অনুরাগ ও উপকারের স্থলটী প্রদর্শন করিল। অনন্তর পরিব্রাজিকা কহিলেন, "বৎস মাধব! অমাত্য ভূরিবসু, সকল সামন্তগণের পূজ্য ও নমস্য; এই মালতীই তাঁহার এক মাত্র অপত্যরত্ন; প্রজাপতি ও রতিপতি উভয়েই যোগ্য সমাগম সমাধানে সুরসিক; তাঁহারা এবং আমিও অদ্য তোমাকে সেই রত্ন প্রদান করিতেছি." এই বলিয়া আনন্দ বাষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন মকরন্দ বলিলেন, "ভগবতি! তবে ত আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমাদিগের মনোরথ সফল হইল, আর আপনি রোদন করেন কেন?" পরিব্রাজিকা অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "বৎস মাধব! ভবাদৃশ সুজন লোকের প্রণয় যত পরিণত, ততই রমণীয় হয়; তথাপি আমি নানা হেতুবশতঃ তোমায় মান্যা, অনুরোধ করি, উত্তরকালে আমার পরোক্ষেও যেন ইহার প্রতি স্নেহ ও করুণার লাঘব না হয়।" এই বলিয়া মাধবের চরণ ধারণে উদ্যত হইলেন। মাধব ব্যগ্রতা পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, "বাৎসল্য প্রযুক্ত সমস্ত বিস্মৃত হইতেছেন?" মকরন্দ কহিলেন, "ভগবতি! অমাত্যদুহিতা, সৎকুলসম্ভবা, নয়নানন্দদায়িনী, নানাগুণশোভিকা এবং প্রণয়িনী, ইহার এক একটি গুণই আমাদিগের বিশেষ বশীকরণ, সুতরাং আপনার অধিক বলা বাহুল্য।" তখন কামন্দকী, মাধব ও মাল-

তাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধন, প্রাণ, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি যে কিছু, স্ত্রীদিগের ভর্ত্তাই সে সমস্ত; এবং পুরুষদিগেরও ধর্ম্মপত্নীই প্রিয়তম মিত্র, সমস্ত বান্ধবের সমষ্টি, দ্বিতীয় দুর্লভজীবন ও অসাগরোৎপন্নরত্ন। স্ত্রী পুরুষ, যেমন পরস্পর প্রণয়ের অদ্বিতীয় আধার, সংসারে তেমন আর কিছুই নাই। পরস্পর সুখ বিতরণ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, পরস্পর প্রণয়রত্নের বিনিময় করাই তাঁহাদের কার্য্য এবং পরস্পর অভিন্ন চিত্তবৃত্তি হওয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধ। দম্পতীর, পরস্পর নাম শ্রবণ করিলে শরীর পুলকিত হয়, পরস্পরের মুখচন্দ্র দর্শন করিলে সুখসিন্ধু উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। দম্পতীপ্রণয়পাশে সংযত থাকিয়া যিনি কালহরণ করিতে পারেন, এই ভূমণ্ডলে তিনিই যথার্থ সুখী। যাহারা দম্পতীপ্রণয় রসে বঞ্চিত, তাহাদের নীরস জীবন জীবনই নহে। কি নানা গৃহ-সামগ্রী পরিপূর্ণ সুরম্য হর্ম্ম্য, কি মনোহর মহার্ঘ্য বসন ভূষণ, কি বিবিধ সুস্বাদ সুরস অন্নপান, কি অতুল সুখসমৃদ্ধি, দম্পতীপ্রণয় না থাকিলে কিছুতেই সুখী করিতে পারে না। যেখানে স্ত্রীপুরুষের প্রেম, সেখানে শূন্যগৃহও ধনরত্ন পরিপূর্ণ, বিষম বিপত্তিও পরম উৎসব এবং এই ভূলোককেই পরমসুখাস্পদ স্বর্গলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অতএব তোমরা পরস্পর অবিচলিত স্নেহ ও সদ্ভাবে লোকযাত্রা বিধানের অনুবর্ত্তী হও, বন্ধুজনের মনে আনন্দ বিতরণ কর এবং চির দিন অপার সুখসাগরে সন্তরণ কর।" এই উপদেশ দিয়া কামন্দকী নিবৃত্ত

হইলেন। মালতী ও মাধব লজ্জানম্র ও প্রীতিবিকসিত মুখে তদীয় বাক্য গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর কামন্দকী কহিলেন, "বৎস মকরন্দ! তুমি এই পেটকস্থিত মালতীর বৈবাহিক বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিজ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন কর।" মকরন্দ যে আজ্ঞা বলিয়া মঞ্জুষা গ্রহণ পূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে গিয়া নেপথ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাধব কহিলেন, "ভগবতি! এ কর্ম্মে বয়স্যের বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা আছে।" তিনি কহিলেন, "আঃ তোমার সে চিন্তায় কাজ কি? যাহা হইবে আমিই জানি।" ইতি মধ্যে মকরন্দ, "বয়স্য! মালতী হইলাম বলিয়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইলেন। সকলে কৌতুকবিকসিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। মাধব মকরন্দকে আলিঙ্গন করত পরিহাসভাষে কহিলেন, ভগবতি! নন্দন কি পুণ্যবান্! ইনি আমার প্রিয়া, এই বলিয়া যে মনে ক্ষণকালও অভিমান, তাহাও অসাধারণ সৌভাগ্যের কর্ম্ম। কামন্দকী কহিলেন, "বৎস মালতী মাধব! এক্ষণে তোমরা দেব মন্দির হইতে নির্গত হইয়া তরুকানন দিয়া আমার আশ্রমসন্নিহিত বৃক্ষবাটিকায় গমন কর। তথায় বিবাহের দ্রব্যজাত সমুদায় প্রস্তুত; যাইয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন কর এবং তথায় মকরন্দও মদয়ন্তিকার আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে।" মাধব, মঙ্গলের উপরি মঙ্গল হইবে, ভাবিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কলহংস কহিল, আমাদিগের ভাগ্যে কি এমন ঘটিবে? মাধব উত্তর দিলেন, "তাহাতে কোন সন্দেহ করিতে হইবে না।"

অনন্তর কামন্দকী, মকরন্দ ও লবঙ্গিকা প্রস্থানের চেষ্টা করিলে, অমাত্যকুমারী বলিলেন, "প্রিয়সখি! তুমিও কি যাইবে?" তিনি, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ আমাদিগের এখন এই পথ।" এই বলিয়া তাঁহারা মহাসমারোহে অমাত্যভবনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাধব প্রিয়তমার রোমাঞ্চিত ও ঈষৎস্বিন্ন আরক্ত করকমল করে ধারণ করিয়া পশ্চাৎদ্বার দিয়া তরু-গহনে প্রবেশিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, বনভূমি তাল, তমাল, রসাল প্রভৃতি তরুশ্রেণীতে অতি রমণীয়। গুবাকতরু পরিণত ফলভরে অবনত, তাম্বূলীলতা তাহাকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে। রসাল পাদপ সকল ফলস্তবকে বিনম্র; কেনই না হইবে, সজ্জনের সমৃদ্ধিকালে প্রায়ই ঔদ্ধত্য থাকে না। কোন কোন বৃক্ষ বিকসিত ও নতশিরা হইয়া কুসুম বর্ষণ করিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক ভূতধাত্রী জননীর অর্চ্চনা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য নিকুঞ্জকানন, লতাজালে কুসুমমালা ও নবকিসলয় প্রাদুর্ভূত হইয়া আছে। অভ্যন্তরে বিহগকুলের শ্রুতিমধুর নিনাদ হইতেছে। তাঁহারা ঐ সমস্ত দেখিতে দেখিতে বৃক্ষবাটিকায় পৌঁছিলেন এবং তথায় অবলোকিতার উপদেশানুসারে পাণিগ্রহণ ব্যাপার সমাধান করিয়া অভিমত প্রিয়সমাগম লাভে উভয়েই পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মালতীমাধব।

সপ্তম অঙ্ক।

এ দিকে নন্দন নিরূপিত লগ্নানুসারে নৃপতি সমভিব্যাহারে বিবাহোচিতবেশ পরিগ্রহ করিয়া অমাত্যভবনে উপনীত হইলেন। নন্দন মালতীনেপথ্যদর্শনে প্রতারিত হইয়া মালতীবেশী মকরন্দের পাণিগ্রহণ করত আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিলেন। মকরন্দ কামন্দকীর কৌশলক্রমে অনায়াসে অমাত্য আবাসে সংগোপিত রহিলেন। পরদিন বরবধূ নন্দনভবনে নীত হইল। পরিব্রাজিকা, বুদ্ধরক্ষিতা ও লবঙ্গিকার প্রতি মকরন্দের ভার দিয়া নন্দনকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অপরাহ্ণে নন্দন কুসুমশরের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া মালতীর গৃহে প্রবেশিলেন। কিন্তু কপট মালতী নবোঢ়াসুলভ লজ্জাব্যাজে তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। নন্দন পাদবন্দন পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, তথাপি অনুকূল হইলেন না। পরিশেষে বল প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইলে, মকরন্দ তাঁহাকে প্রহার করিলেন। নন্দন ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার দর্শনে অসন্তোষ ও রোষ ভরে দুঃখিত ও প্রস্ফুরিতনয়ন হইয়া কহিলেন, "তুই কৌমার বন্ধকী; আমার তোঁয় প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়া বাসভবন হইতে বহিঃ প্রস্থান করিলেন।

নববধূর আগমনে নন্দনসদনে অকালে কৌমুদী মহোৎসব প্রবৃত্ত হইল। প্রদোষসময়ে সকল লোক ঐ আমোদে ব্যস্ত। তখন বুদ্ধরক্ষিতা, এই সুযোগে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার সংযোজনার নিমিত্ত মদয়ন্তিকা সমীপে যাইল এবং নববধূর দুঃশীলতাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। তিনি শুনিবা মাত্র বার পর নাই বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সখি! সত্য সত্যই কি মালতী আমার ভ্রাতাকে কোপিত করিয়াছে? কি অন্যায়! তবে চল, গিয়া বামশীলা মালতীকে ভর্ৎসনা করিযা আসি।" এই বলিয়া দুজনে নববধূর মন্দিরে চলিলেন। ও দিকে মকরন্দ লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, "লবঙ্গিকে! ভগবতী বুদ্ধরক্ষিতাকে যে যে কৌশল বলিয়া দিয়াছেন, তাহা কি ফলিবে" সে উত্তর করিল, "সন্দেহ কি? অধিক কি, এই যে চরণসঞ্চারে মঞ্জীরশিঞ্জিত শুনিতেছি, ইহাতে বোধ হয়, তোমার দুঃশীলতাস্থলে বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে এখানে আনিতেছে। এখন তুমি নিদ্রিতের ন্যায় উত্তরীয় বসনে প্রচ্ছন্ন থাক আমি তাহার ভাব পরীক্ষা করি।" এই কথা শুনিয়া মকরন্দ তথাভূত থাকিলেন। লবঙ্গিকা পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিল।

মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতার সহিত বাসভবনের দ্বারে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "লবঙ্গিকে! জান দেখি, তোমার প্রিয়সখী নিদ্রিত, কি জাগরিত?" সে উত্তর করিল "সখি! আইস, মালতী অনেক ক্ষণ বিমনা ছিলেন; এই মাত্র একটু ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া তন্দ্রাগত হইয়াছেন, এখন আর জাগা-

হইও না। আস্তে আস্তে এই শয্যোপান্তেই বস।” তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “সখি! বামশীলা মালতী এত বিমনা কেন, বলিতে পার?” সে বলিল, “আহা! তোমার ভ্রাতা যে নববধূবশীকরণে নিপুণ, যে প্রণয়ী এবং যে সুচতুর মধুরভাষী, এমন সুরসিক স্বামিসমাগমে আমার প্রিয়সখী বিমনা না হইবেন কেন?” মদয়ন্তিকা শুনিয়া বলিল, “বুদ্ধরক্ষিতে! উল্‌টা দেখিলে; আবার আমরাই যে তিরস্কৃত হই?” বুদ্ধরক্ষিতা কহিল, “সখি! উল্‌টা নয়। কেন না, মালতী চরণপতিত স্বামীকে যে প্রিয়সম্ভাষণ করেন নাই, সে কেবল লজ্জাকৃত; এ দোষে সে অপরাধিনী হইতে পারে না। কিন্তু প্রিয়সখি! নববধূবিরুদ্ধ সাহসাদি দর্শনে তোমার ভ্রাতা মনের বিরাগে যে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহাতে তোমাদিগকে দোষী বলিলেও বলা যায়। দেখ শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন, “স্ত্রীজাতি, কুসুম সদৃশ, অজাতবিশ্বাস পুরুষেরা সুকুমার ব্যবহার করিলে তাহারা সুখসামগ্রী হয়, অন্যথা সহসা বিরসা হইয়া উঠে।” তখন লবঙ্গিকা গলদশ্রুলোচনে বলিল, “সখি! দেখ; সকলেই কুলকুমারীর করগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই সমধিক লজ্জাশীলা মুগ্ধস্বভাবা নিরীহা কুলবালাকে প্রহার করিব বলিয়া বাতানলে প্রজ্জ্বলিত করে না। এ সকল দুঃখশূল চিরস্মরণীয় ও দুঃসহ, এই নিমিত্তই পতিগৃহে নিবাসে বিরাগ জন্মে ও এই নিমিত্তই স্ত্রীজন্ম আত্মীয় স্বজনের বড় ঘৃণাস্পদ। আহা! স্ত্রীজন্ম যেন আর না হয়। দেখ, একটি দিনের জন্যও তাহাদিগের

স্বাধীনতা সুখ নাই। বাল্যে পিতা মাতার, যৌবনে পরিণেতার ও তৎপরে পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। এইরূপে যাহারা দুর্ম্মোক্ষ চিরপরাধীনতাপিঞ্জরে বদ্ধ, তাহাদিগের সংসারে আর সুখ কি? আজন্ম পরানুবৃত্তিব্রতে ব্রতী থাকিলে সমস্ত সুখই দক্ষিণা দিতে হয়। অন্ন পানই হউক, বা সুখ দুঃখই হউক, কিংবা হাস্য রোদনই হউক, নারীর সকলেই পরায়ত্ত। কি আচার ব্যবহার, কি সামাজিক ব্যবস্থা, কি দুর্ভেদ্য শাস্ত্রশাসন যিনি যত পারিয়াছেন, কেহই অবলাগণের প্রতি কঠিন শাসন করিতে ক্রুটী করেন নাই। এই সমস্ত অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশ্যতাবশতঃ অবলাগণ, নয়ন থাকিতেও অন্ধ, শ্রবণ থাকিতেও বধির, রসনা থাকিতেও মূক ও অরসজ্ঞ, চরণ থাকিতেও পঙ্গু এবং বুদ্ধি থাকিতেও পশুবৎ হইয়াছে। স্বামিকৃত সমাদর ও প্রেমই তাহাদিগের ঐ সকল ক্লেশতমোরাশির অপ্রতিহত আলোক, সন্দেহ নাই। অনন্যগতি স্ত্রীজাতি যদি সেই পতি সৌভাগ্যেই বঞ্চিত হয়, তবে কেবল তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র।

মদয়ন্তিকা জিজ্ঞাসিলেন, বুদ্ধরক্ষিতে! প্রিয়সখী লবঙ্গিকাও অত্যন্ত উপতাপিতা, আমার ভ্রাতা কি কোন গুরুতর বাক্যাপরাধ করিয়াছেন? সে বলিল হাঁ শুনিলাম, বলিয়াছেন, 'তুই কৌমার বন্ধকী, আমার তোয় প্রয়োজন নাই।' মদয়ন্তিকা শুনিয়া কর্ণে হস্তার্পণ করিলেন এবং লজ্জিত হইয়া কহিলেন, ওঃ কি অন্যায়! কি প্রমাদ! সখি, লবঙ্গিকে! এখন

তোমাকে মুখ দেখাইতেও লজ্জা হইতেছে। যাহা হউক, এখন একটা মন্ত্রণা আছে। লবঙ্গিকা কহিল, বল, অবহিত আছি। তখন তিনি কহিলেন, সখি! আমার ভ্রাতার দুঃশীলতা প্রভৃতি দোষ থাকুক, তথাপি তিনি তাহার ভর্ত্তা, যেমনই হউন না কেন, তোমাদিগকে তাঁহার মতের অনুসরণ করিতেই হইবে। আর আমার ভ্রাতা স্ত্রীজাতির অতীব নিন্দাকর যে অপবাদ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তোমারা যে তাহার মূল জান না তাহা নয়। লবঙ্গিকা বলিল, সখি! এ কথা কোথা হইতে উঠিল, আমরা কিছুই জানি না। তিনি কহিলেন, জানিবা না কেন? মালতীর সেই মহানুভাব মাধবের প্রতি যে সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ অনুরাগ প্রবাদ হইয়াছিল, এ তাহারই ফল। যা হউক, প্রিয়সখি! এখন যাহাতে ভ্রাতার হৃদয় হইতে ঐ অভিনিবেশ নিরবশেষ উন্মূলিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও, নতুবা বড় দোষ। দেখ কুমারীগণের ত কিছুতেই ভয় নাই, ওরূপ প্রবাদে পুরুষের মনে অবশ্যই তাপ জন্মিতে পারে। অতএব সাবধান। আর আমি যে বলিলাম, ইহা যেন ব্যক্ত না হয়। লবঙ্গিকা বলিল, সখি! তুমি বড় অসাবধান, বৃথা লোকাপবাদেও আস্থা কর, সুতরাং আমি আর তোমার সহিতও কথা কহিতে চাই না। তিনি বলিলেন, সখি! ক্ষমা কর, আর ঢাকিতে হইবে না। মালতী মাধবগতপ্রাণা, আমরা কি তা সত্যই জানি না? যখন বিরহ

বেদনায় মালতীর শরীর কৃশ ও পরিণত কেতকী-কুসুমের ন্যায় ধূষর হইয়াছিল, যখন মাধবের কর-কমলকলিত বকুলাবলীই জীবিতের অবলম্বন হইয়াছিল; এবং যখন মাধবেরও শরীর প্রাতশ্চন্দ্রের ন্যায় ধূষর ও নিরুজ্জ্বল হইয়াছিল, তখন তাহা কে না দেখিয়াছে? আর সে দিন কুসুমাকর উদ্যানের পথে পরস্পর মিলন হইলে, উভয়েরই লোচন বিলাসে উল্লসিত কৌতুকে উৎফুল্ল ও চারুতারায় বিরাজিত হইয়া যেন অনঙ্গোপদেশে নৃত্য করিয়াছিল, আমি কি তাহা লক্ষ্য করি নাই? আর যখন আমার ভ্রাতার সহিত বিবাহের নির্ণয় শুনিলেন, তখন দুই জনেরই ধৈর্য্য বিলুপ্ত শরীর ম্লান এবং যেন হৃদয়ের মূলবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল; আমরা কি তাহা বুঝিতে পারি নাই? হাঁ আরও মনে হইল। মালতী মদীয় প্রাণ প্রদায়ী সেই মহানুভাবের চেতনাপ্রাপ্তির প্রিয় সংবাদ প্রদান করিলে, ভগবতীর বচন কৌশলে মাধব, মনঃ ও প্রাণ পারিতোষিক কল্পনা করিয়া মালতীকে স্বয়ং গ্রহণ করিতে কহিলেন; তখন লবঙ্গিকে! তুমিই, বলিয়াছিলে, "প্রিয়সখীর এই পারিতোষিকই অভীষ্ট।" এখন সে সব কথা কি মনে নাই?

তখন লবঙ্গিকা যো পাইয়া তাঁহার হৃদয়হ্রদে অবগাহন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসিল সখি! তোমার জীবনপ্রদ সে কোন্ মহানুভাব? তিনি কহিলেন, মনে নাই, সেই দিন আমি সাক্ষাৎ কালোপম বিকট

শার্দ্দূলের আক্রমণে পতিত হইয়া অনাথা ও অশরণা হই, যে জীবনদাতা অকারণবন্ধু তখনই সন্নিহিত হইয়া আমাকে নিজ ভুজপিঞ্জরে নিক্ষিপ্ত করিয়া সকল ভুবনের সারভূত নিজ দেহ, উপহার পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, দৃঢ় দশন প্রহারে যাঁহার বিশাল মাংসল বক্ষঃস্থল বিদারিত হইয়াছিল, দর্ দর্ করিয়া রুধির ধারা বহিয়াছিল কেবল তিনি করুণা রসে আর্দ্র হইয়া আমার নিমিত্ত দুষ্ট শার্দ্দুলের নখকুলিশ প্রহার সহ্য করিয়া সেই নৃসংশের সংহার করিয়াছেন তাঁহারই কথা বলিতেছি। লবঙ্গিকা কহিল হাঁ মকরন্দ। তিনি আনন্দিত ও ব্যগ্র হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয়সখি! কি কি, কি বলিলে? লবঙ্গিকা "শুন নাই মকরন্দ!" এই বলিয়া তাঁহার শরীরে করার্পণ করত পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, সখি! আমাদের মাধবানুরাগের বিষয় যে কথা বলিলে, তাহাতে নিরুত্তর হইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি বিশুদ্ধ স্বভাবা কুলকুমারী. মকরন্দের নাম গ্রহণ মাত্র তোমার শরীর অবশ ও, বিকসিত কদম্বকুসুমের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইল কেন? তিনি শুনিয়া অতীব লজ্জিত হইলেন এবং কহিলেন, সখি! আমাকে উপহাস কর কেন? যে আত্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি আমার কৃতান্তকবলিত জীবিত প্রত্যানয়ন দ্বারা গুরুতর উপকারী, কথা প্রসঙ্গেও তাদৃশ মহানুভাবের নাম গ্রহণে ও স্মরণে, আমার শরীর সুশীতল হয়। প্রিয়সখি! যখন তিনি গাঢ় প্রহারে

বিচেতন, তাঁহার শরীরে স্বেদসলিল প্রবাহিত, ভূতলে অসিলতা বিগলিত মোহে নয়নযুগল নিমীলিত তখন তিনি কেবল মদয়ন্তিকার নিমিত্তই দুর্লভ জীবনযাত্রা সম্বরণে প্রস্তুত ছিলেন, আপন চক্ষেইত দেখিয়াছ, এই বলিতে বলিতে তাঁহার শরীরে বিবিধ সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তখন বুদ্ধরক্ষিতা বলিল, লবঙ্গিকে! প্রিয়সখীর মনের ভাব শরীরেই ব্যক্ত করিতেছে, আর জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন কি? মদয়ন্তিকা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, যাও, দূর হও; আর তোমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রহস্য উদ্ভেদ করিতে হইবে না। তখন লবঙ্গিকা কহিল, সখি মদয়ন্তিকে! আমরা যাহা জানিবার, তা জানি, ক্ষমা কর, আর ছলে কাজ নাই, এস প্রণয়গর্ভ কথাপ্রসঙ্গে সুখে কালক্ষেপ করি। শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে সম্মত হইলেন।

তখন লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসিল, সখি! তোমার এই গাঢ় অনুরাগ, কি রূপে কাল কাটে বল দেখি। তিনি কহিলেন, শুন; প্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে পরোক্ষ-গুণানুবাদ শ্রবণেই তাঁহার প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ জন্মে, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত মনে দিন দিন কৌতুক ও উৎকণ্ঠা হইতে লাগিল। অনন্তর বিধি-নিয়োগবশতঃ সে দিন দর্শন পাইয়া অবধি দুর্ব্বার দারুণ মদনসন্তাপে ও মনের উদ্বেগে জীবন গতকল্প হইয়াছিল, এত দুঃসহ যাতনা যে সখিজনেরাও

আমার ভাব দেখিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বুদ্ধরক্ষিতার আশ্বাস বচনে যে বলবতী দুরাশা জন্মে, সেই একমাত্র আসন্ন মৃত্যুর বিরোধিনী। এই রূপে দশাপরিবর্ত্তন অনুভব করিয়াছি। কখন কখন, স্বপ্ন সমাগমে তাঁহার দর্শন পাই, তখন বোধ হয়, যেন তিনি কত কথাই কহিতেছেন ও কতই অনির্ব্বচনীয় সুখে কালক্ষেপ করিতেছি। এইরূপে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়া আবার তখনই চৈতন্যোদয় হয়। অমনি সংসার শূন্য ও অরণ্যের ন্যায় বোধ হয়। এইরূপে এই অনাথা হতভাগিনী কাল যাপন করে। লবঙ্গিকা পরিহাস করিয়া কহিল, সখি! সত্য করিয়া বল, যখন তোমার ঐ সমস্ত ভাবোদয় হয়, তখন পরিজনের অজ্ঞাতসারে শয্যৈক দেশে প্রচ্ছন্ন বেশে তোমার অভীষ্ট বস্তু রাখিয়া বুদ্ধরক্ষিতা স্মিতবিকসিত নয়নভঙ্গী দ্বারা কি উহা দেখাইয়া দেয়, না কেবল ভবোদয় মাত্র? তিনি কৃত্রিম কোপ পূর্ব্বক কহিলেন, অসম্বন্ধ কথা লইয়া পরিহাস করা তোমার রোগ; যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিব না। বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর করিল, সখি মদয়ন্তিকে! জান না, মালতীর প্রিয়সখীদিগেরই ঐ সকল মন্ত্রণা ভালরূপ আইসে। লবঙ্গিকা বলিল, আর মালতীকে, উপহাস কর কেন? তখন বুদ্ধিরক্ষিতা পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, সখি! যদি বিশ্বাস করিয়া মনের কথা বল, তবে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিলেন, সখি! কখন কি

কোন অবিশ্বাসের কর্ম্ম করিয়াছি, তাই ও সব কথা বলিতেছ? এখন তুমি ও লবঙ্গিকাই আমার জীবন, যাহা বলিবার বল। বুদ্ধরক্ষিতা বলিল, যদি মকরন্দ আবার কোনরূপে নেত্রপথে পতিত হয়, তবে তুমি কি কর? তিনি বলিলেন, তবে তাহার এক এক অবয়বে, লোচনকে চিরনিশ্চল রাখিয়া সুশীতল করি। সে পুনরায় জিজ্ঞাসিল, যদি আবার সেই পুরুষোত্তমও কুসুমশরপ্রেরিত হইয়া, কন্দর্পজননী রুক্মিণীর ন্যায়, তোমাকে স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক সহধর্ম্মচারিণী করেন, তাহা হইলেই বা কি হয়? তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, কেন আর আমাকে অলীক আশ্বাস দিয়া প্রতারিত কর? তখন লবঙ্গিকা কহিল, আর বলিতে হইবে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাসই মনোরথের পরিচয় দিয়াছে। মদয়ন্তিকা বলিলেন, সখি! যখন তিনি প্রাণপণ করিয়া দুষ্ট শার্দ্দূলের কবল হইতে ইহা রক্ষা করিয়াছেন, তখন আমি এ দেহের কে? এ তাঁহারই। লবঙ্গিকা শুনিয়া "এ কথা মহানুভাবের অনুরূপ" এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন, যেন ইহা মনে থাকে।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি দুই প্রহর হইল। প্রহর বিচ্ছেদ সূচক বাদ্যধ্বনি শুনিয়া মদয়ন্তিকা বলিলেন, আমি যাই। গিয়া ভ্রাতাকে দু কথা বলিয়াই হউক, বা পায়ে পড়িয়াই হউক, মালতীর উপরি অনুকূল করি। এই বলিয়া যেমন গাত্রোত্থান করিবেন,

অমনি মালতীবেশী মকরন্দ মুখাবরণ উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। তখন মদয়ন্তিকা, সখি মালতি! নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে? এই বলিয়া মুখাবলোকন করিবামাত্র অন্যবিধ লোক দেখিয়া চকিত ও স্তব্ধ হইলেন। মকরন্দ কহিলেন, সুন্দরি! ভয় কি? তুমি এই মাত্র যাহার প্রতি প্রণয়ানুগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলে, সেই এই পরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত। তখন বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকার চিবুক উন্নত করিয়া কহিলেন, সখি! সহস্র সহস্র বাসনা দ্বারা যাহাকে প্রণয় ব্রতে বরণ করিয়াছে, এ সেই প্রিয়তম। অমাত্যভবনের সমস্ত লোকজন প্রসুপ্ত। রজনী গাঢ় তিমিরে আবৃত। এ সুবিধায় পূর্ব্বোপকারের কৃতজ্ঞতার সমুচিত কর্ম্ম কর; আভরণাদি উন্মোচন কর; চল, নিঃশব্দে গমন করি। তিনি কহিলেন, কোথা যাইবে? সে বলিল ইতিপূর্ব্বে মালতী যেখানে গিয়াছে। তখন বুদ্ধরক্ষিতা পুনর্ব্বার কহিলেন, সখি! মনে কর, এই মাত্র বলিয়াছ, "আমি এ দেহের কে?" শুনিয়া মদয়ন্তিকার লোচনে আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধরক্ষিতা ইহাকেই আত্মসমর্পণের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল।

তখন মকরন্দ সহর্ষমনে কহিলেন, অদ্য আমি সমধিক সৌভাগ্যশালী! আমার যৌবনতরু এখন ফলিত হইল; যে হেতু ভগবান্ অনঙ্গদেব অনুকূল হইয়া আমাকে চরিতার্থ করিলেন। অতএব চল;

আমরা এই পার্শ্বদ্বার দিয়া বহির্গত হই। এই বলিয়া তাঁহারা কয়েক জন প্রস্থান করিলেন। দেখিলেন, নিশীথ সময়ে নগরী স্তব্ধ; রাজমার্গ জনশূন্য; মধ্যে মধ্যে গৃহের অভ্যন্তর হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। গগনমণ্ডল নক্ষত্র মালায় সুশোভিত; দেখিলে বোধ হয়, যেন পৃথিবীর উপরিভাগে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড খচিত নীলচন্দ্রাতপ প্রসারিত রহিয়াছে। তরুসকল যেন পত্রের অভ্যন্তরে বিলীন। পক্ষিগণ নীরব, সমস্ত জীবগণ নিদ্রিত। বোধ হয়, যেন বসুমতী প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড তাপে দগ্ধ হইয়া তমোময় ছায়ায় সুসুপ্ত আছেন। নগরপালগণ বদ্ধপরিকর ও সতর্ক হইয়া স্ব স্ব অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক নগর রক্ষা করিতেছে। তাঁহারা এই রূপ দেখিতে দেখিতে ভয়চকিত চিত্তে চলিতে লাগিলেন।

মালতীমাধব।

অষ্টম অঙ্ক।

মাধব ও মালতী পরিণীত হইয়া কামন্দকীর আশ্রমে ছিলেন। মালতী প্রিয়সমাগম লাভে প্রীত ছিলেন, কিন্তু প্রিয়সহচরী লবঙ্গিকার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কাহাকেও কিছুই বলেন না; কিছুতেই আহ্লাদ আমোদ প্রকাশ করেন না। মাধব ও অবলোকিতা তাঁহার মনস্তাপের তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। ঐ দিন গ্রীষ্মতাপ শান্তির নিমিত্ত তাঁহারা সায়ন্তন স্নান করিয়া দীর্ঘিকাতটে শিলাতলে যামিনীযোগে উপবেশন করিয়া আছেন। ক্রমে ক্রমে নিশীথ সময় সমাগত। তখন পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রোদয়ের লক্ষণ হইল। গাঢ় তিমিরে চন্দ্রাতপ পতিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন গগনতলে পবন বেগে অনবরত কেতকরজঃ প্রসারিত হইতেছে। তখন মাধব ভাবিলেন, কি করি, কিসেই বা বামশীলা মালতীর মনস্তুষ্টি হয়; যাহা হউক, কিছু অনুনয় করিয়া দেখি; এই বলিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি সায়ন্তন স্নানে সুশীতল আমি নিদাঘ শান্তির নিমিত্ত যাহা বলি তাহাতেই অন্যথা সম্ভাবনা কর কেন? অয়ি নিরনুরোধে! প্রসন্ন হও। অথবা তোমার প্রসন্নতা লাভ দূরে

থাকুক, এমন কি অপ্রিয় করিয়াছি, বল, যাহাতে আলা-পেরও পাত্র না হইতে পারি। মলয়ানিল ও চন্দ্রাতপে আমার শরীর চিরদগ্ধ; তাহা যে নির্ব্বাপিত হইবে, এমন ভাগ্যই নহে। কিন্তু প্রমত্ত কোকিলরবে আমার শ্রুতি-যুগল ব্যথিত, হে কিন্নরকণ্ঠি! এক্ষণে তোমার বচন-সুধাপানে পরিতৃপ্ত হউক, এই মাত্র প্রার্থনা। অবলো-কিতা কহিল, অয়ি বামশীলে! মাধব মুহূর্ত্ত মাত্র অন্তরিত হইলে বিমনা হইয়া বলিতে, "আর্য্যপুত্রের এত বিলম্ব কেন? আবার কখন আর্য্যপুত্রকে দেখিব। এবার দর্শন পাইলে নিঃশঙ্ক ও নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করিব ও প্রিয়সম্ভাষণাদি দ্বারা প্রীতি জন্মাইব।" এক্ষণে কি সে সমুদয় বিস্মৃত হইয়া তাঁহার উপর এই বিসদৃশ ব্যবহার করা উচিত? মালতী শুনিয়া সাস্রলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মাধব অবলোকিতার বচন কৌশল শুনিয়া ভাবিলেন, আহা! ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি বাক্‌চাতুরী এবং বচনরত্নকোষই বা কি অক্ষয়।

পরে অমাত্যতনয়াকে কহিলেন, প্রিয়ে! অবলোকি-তার কথা অন্যায় কি? তোমাকে অবলোকিতা ও লব-ঙ্গিকার দিব্য, যদি মনস্তাপের কথা প্রকাশ করিয়া না বল। তখন মালতী, না আমি কিছু—এই মাত্র বলিতেই লজ্জায় স্তব্ধকণ্ঠী হইলেন, লোচন হইতে বারিধারা ক্ষরিতে লাগিল। মাধব প্রথমতঃ প্রিয়ার অর্দ্ধস্ফুট চারু বচন শ্রবণে শাতিশয় প্রীত, পরে রোদন দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলি-লেন, অবলোকিতে! এ কি! বাষ্পজলে কুরঙ্গলোচনার

বিমল কপোলতল প্রক্ষালিত হইতেছে, তাহাতে জ্যোৎস্না যোগে বোধ হইতেছে, যেন চন্দ্র কান্তিসুধা পান করিবার আশয়ে কিরণরূপ নল সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অবলোকিতা ব্যগ্রচিত্তে জিজ্ঞাসিল, সখি! অশ্রুমোচন ও রোদন করিতেছ কেন? তখন তিনি গোপনে বলিলেন, সখি! আর কত কাল প্রিয়সখী লবঙ্গিকায় বিরহ দুঃখ সহ্য করিব। এক্ষণে তাঁহার সংবাটিও দুর্লভ। তখন মাধবও মনস্তাপের হেতু জানিয়া বলিলেন, আমি এই মাত্র কলহংসকে প্রেরণ করিয়াছি। বলিয়া দিয়াছি, প্রচ্ছন্নবেশে নন্দনভবনে যাইয়া সংবাদ লইয়া আইস। এই বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

অনন্তর মাধব জিজ্ঞাসিলেন, অবলোকিতে! আহা মদয়ন্তিকার প্রতি বুদ্ধরক্ষিতার প্রযত্ন কি সফল হইবে। সে বলিল! তাহার সংশয় কি? শার্দ্দূলপ্রহারে বিচেতন মকরন্দের মোহবিরামের প্রিয় সংবাদে আপনি মালতীকে মন প্রাণ পারিতোষিক দিয়াছেন, এক্ষণে যদি কেহ মকরন্দের মদয়ন্তিকাপ্রাপ্তি প্রিয় সংবাদ দেয়, তবে তাহাকে আর কি পারিতোষিক দিবেন? হাঁ এ কথা বলিতে পার। এই বলিয়া মাধব নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কেন এই ত, আমার গ্রথিত বলিয়া, প্রিয়তমা যা যত্ন পূর্ব্বক সহচরী দ্বারা আনীত ও কণ্ঠলম্বন দ্বারা সৎকৃত করিয়াছেন, পাণিগ্রহণ সময়ে আমাকে লবঙ্গিকা জানিয়া জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া সমর্পণ করিয়াছেন এবং প্রিয়তমার প্রথম দর্শনজনিত বিকারের সাক্ষী; এ সেই

মদনোদ্যানের আভরণভুত বকুলতরুর কুসুমমালা ; ইহাই পারিতোষিক হইবে। ইহা অপেক্ষা মহামূল্য সামগ্রী আর কি ? তখন অবলোকিতা বলিল, সখি মালতি ! এ বকুলমালা তোমার বড়ই প্রিয়সামগ্রী ; সাবধান, যেন সহসা পরের হস্তগত না হয়। অমাত্যনন্দিনী শুনিয়া তদীয় হিতোপদেশে অবহিত রহিলেন।

ইত্যবসরে পদশব্দ শুনিয়া সকলে সেই দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, কলহংসের সহিত মদয়ন্তিকা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা। দর্শনমাত্র মন্ত্রিদুহিতা হৃষ্টচিত্তে মদয়ন্তিকা প্রাপ্তি সংবাদ দিলেন। মন্ত্রিপুত্রও তৎক্ষণাৎ নিজকণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া সহর্ষচিত্তে প্রিয়ার কণ্ঠে সেই মালা পরাইয়া দিলেন। বুদ্ধরক্ষিতা পরিব্রাজিকার কার্য্যভার সিদ্ধ করিয়াছেন, দেখিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। মালতী প্রিয়সখী লবঙ্গিকার দর্শন পাইলেন বলিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। অভ্যর্থনার নিমিত্ত সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে তাহারা চকিত ও ভীতবেশে সমীপে উপস্থিত হইল। লবঙ্গিকা শশব্যস্ত হইয়া কহিল, মহাশয় ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ; আসিতে আসিতে অর্দ্ধপথে নগররক্ষা পুরুষেরা মকরন্দকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ সময়ে সহসা সমাগত কলহংসের সহিত তিনি আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিলেন। কলহংসও কহিল মহাশয় ! আমরা এ দিকে আসিতে আসিতে যে মহান্ যুদ্ধকলরব শুনিলাম, তাহাতে বোধ হয়, যেন তথায় পরকীয় সৈন্যও সমবেত হইয়া

থাকিবে। হায়! এককালে হর্ষ ও বিষাদ দুই উপস্থিত, এই বলিয়া মালতী অত্যন্ত বিষণ্ণা হইলেন।

মাধব স্বাগত প্রশ্নানন্তর বলিলেন, এস মদয়ন্তিকে! আমাদিগের গৃহ অলঙ্কৃত কর। তুমি তাদৃশ মহাপ্রভাবের পরাভবশঙ্কায় কাতর হইও না। মকরন্দের বিক্রম মনে করিয়া দেখ। একাকীর বহু শত্রু সমাগম, এই ভাবিয়াই কি তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ? বয়স্যের এ কিছুই নয়! দেখ, গজযুদ্ধে প্রবৃত্ত অতুলবলশালী সিংহ অবলীলাক্রমে যখন মত্ত গজরাজের মস্তকাস্থি দলিত করে, তখন সে কাহার সাহায্য পায়? সে সময়, খরনখরালঙ্কৃত নিজ করই তাহার একমাত্র সহায়। তোমার ভয় কি? তিনি নিজ বিক্রমের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন, এই আমিও যাইয়া তাঁহার সহায়তা করি, এই বলিয়া সুসজ্জ হইয়া কলহংসের সহিত সগর্ব্বে ও উদ্ধতবেশে মকরন্দোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। অবলোকিতা প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, আহা, ইঁহারা সকলে নাকি অক্ষতশরীরে প্রত্যাগমন করিবেন! মালতী ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, সখী বুদ্ধরক্ষিতে! সখি অবলোকিতে! তোমরা ত্বরায় গিয়া ভগবতীর নিকট উপস্থিত বিপদের সংবাদ দাও; আর প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! তুমি শীঘ্র যাইয়া আর্য্যপুত্রকে বল, "যদি আমরা তোমাদিগের অনুকম্পনীয়া হই, তবে যেন বিক্রমপ্রকাশের সময় একটু সাবধান হইয়া চলেন।" এই কথা শুনিয়া তাহারা তিন জনে স্ব স্ব নিয়োগে প্রস্থান করিল। মন্ত্রিসুতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, লবঙ্গিকা এত বিলম্ব করিতেছে

কেন? এত বেলা গেল, তবু যে প্রত্যাগত হইল না; কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রিয়সখি মদয়ন্তিকে! আমি লবঙ্গিকার প্রত্যাবর্ত্তন পথে যাইয়া দেখি। এই বলিয়া একাকিনী চলিলেন।

অঘোরঘণ্টশিষ্যা কপালকুণ্ডলা এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপকার বিস্মৃত হয় নাই। সে মাধবকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত নিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিল, এক্ষণে মালতীকে একাকিনী ও অনাথা পাইয়া "আঃ পাপিনি থাক্, কোথা যাইস্?" বলিয়া সহসা আক্রমণ করিল। মালতী, "আর্য্যপুত্র!" বলিয়া সম্বোধন করিবেন, ইতিমধ্যে বাক্যস্তব্ধ হইল। তখন কপালকুণ্ডলা প্রগল্‌ভবচনে কহিল, ডাক্ ডাক্; তপস্বি-হন্তা, কন্যাচোর তোর সে প্রিয় কোথায়? আসিয়া রক্ষা করুক। আমার গ্রাসে পড়িয়াছিস্, আর পলায়ন চেষ্টা বৃথা। শ্যেনপক্ষী পতিত হইলে, আর কি বনপক্ষিণীর পলাইবার যো থাকে? আয়, এখন তোকে শ্রীপর্ব্বতে লইয়া গিয়া দণ্ডমরণা করি, এই বলিয়া মালতীকে হরণ পূর্ব্বক কপালকুণ্ডলা প্রস্থান করিল।

সহসা মদয়ন্তিকার দক্ষিণ লোচন নৃত্য করিয়া উঠিল। তখন তিনি সাতঙ্কমনে কহিলেন, জানি না কি বিপদ ঘটিবে। যাই, আমিও মালতীর অনুগমন করি, এই ভাবিয়া "প্রিয়সখি মালতী!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন। ইতিমধ্যে লবঙ্গিকা আসিয়া বলিল, সখি! মালতী নই, আমি যে লবঙ্গিকা। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, কেমন লবঙ্গিকে! মহানুভাবকে যাহা বক্তব্য, বলিয়া

আসিয়াছ ? সে উত্তর করিল, না না, বলিব কি ? তিনি উদ্যানের বহির্গত হইয়াই যেমাত্র সৈন্যের কল কল ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, অমনি সগর্ব্ব চরণপ্রহারে সমস্ত লোকজন দলিত করিয়া পরবলে প্রবেশিলেন ; সুতরাং এ হত-ভাগিনী নিবাশা প্রতিনিবৃত্ত হইল। দূর হইতে শুনিলাম, "হা মহানুভাব মাধব ! হা সাহসিক মকরন্দ !" এই বলিয়া গুণানুরাগী পৌরজনেরা গৃহে গৃহে বিলাপ করিতেছে ; আর দেখিলাম, মহারাজও দুই মন্ত্রিদুহিতার ঈদৃশ কর্ম্ম শুনিয়া অতীব ক্রুদ্ধ, অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণ অনেক পদাতি সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং সৌধশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত কাণ্ড দেখিতেছেন। মদয়-ন্তিকা শুনিয়া "হা হতাস্মি" বলিয়া প্রমাদ গণিতে লাগি-লেন। লবঙ্গিকা মালতীর কথা জিজ্ঞাসিলে উত্তর করি-লেন, তিনি এই তোমার আগমন প্রতীক্ষায় প্রত্যাগমন পথে আসিলেন, আমি একটু পশ্চাৎ ছিলাম, পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না ; বোধ হয়, গহন কাননে প্রবেশিয়া থাকিবেন। লবঙ্গিকা কহিল, সখি ! তবে চল, শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার অন্বেষণ করি, এখন তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন। এই বলিয়া তাঁহারা 'সখি মালতী ! সখি মালতী !' এইরবে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ওদিকে মাধব উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শত্রুসৈন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ; নিরন্তর অস্ত্রশস্ত্র সকল উৎক্ষিপ্ত হই-তেছে এবং তাহাতে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া যেন উজ্জ্বল ভীষণ জ্বালাবলী উৎপাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে

মকরন্দের উল্লংঘন ও উৎপতন মাত্র প্রতিপক্ষসৈন্য ক্ষুভিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন বলদেবের বিকট হল চালনা দ্বারা কালিন্দীস্রোত বিলোড়িত হইতেছে। মার মার, তাত!, মাতঃ!, হা হতোস্মি! ইত্যাকার রবে গগনমণ্ডল ও দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তখন মাধবও উপস্থিত হইয়া ভীষণভুজবজ্র-প্রহারে প্রতিবল বিশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য যে সম্মুখে যায়। তদীয় বিকট বিক্রম দর্শনে ক্রমে রাজমার্গ পদাতিশূন্য হইল। হতশেষ সৈন্যেরা এইরূপ বিষম সমর সাহস দর্শনে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিল। উভয় পার্শ্বে বিস্মিত, স্তব্ধ ও চকিত লোকেরা 'সাধু মাধব, সাধু মকরন্দ' বলিয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। এবংবিধ অসাধারণ বলবীর্য্য দ্বারা তাঁহারা উপস্থিত বিপদ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন।

পদ্মাবতীশ্বর অতিশয় গুণানুরাগী। তিনি ঈদৃশ অলোকসামান্য বলবিক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া সৌধশিখর হইতে অবরোহণ করিলেন এবং প্রতীহারী দ্বারা বিনয় বচনোপন্যাস পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া স্বসমীপে আনিলেন। মাধব ও মকরন্দ বিনীতভাবে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাদিগের মুখচন্দ্রে পুনঃ পুনঃ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কলহংসের মুখে বংশপরিচয়, আভিজাত্য ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়া গুরুতর সম্মান ও সংকার করিলেন। অমাত্য ভূরিবসু ও নন্দন উভয়েই লজ্জামসী যোগে মলিনবদন ছিলেন;

তখন নরেশ্বর মধুর বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমাদের অপরিসীম সৌভাগ্য; এই দুইটী কুল, শীল, রূপ, গুণ সর্ব্বাংশেই ভুবনের সারভূত সৎপাত্র। পাত্রের যাহা যাহা অনুসন্ধান করিতে হয়, সে সমস্ত এই একাধারে বিরাজমান। আহ্লাদের কথা বলিয়া আর শেষ করা যায় না।" এইরূপ প্রবোধ দিয়া, রাজা অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। তখন মাধব ও মকরন্দ নিঃশঙ্ক মানসে স্বীয় আবাস উদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মকরন্দ আসিতে আসিতে বলিলেন, "সখে! তোমার কি সর্ব্বলোকাতীত অকপট বীর্য্য! দোর্দণ্ড প্রহারে বীরগণের দেহাস্থি চূর্ণ করিলে; উৎপতন মাত্র তদীয় আয়ুধ লইয়া অসম বিক্রম প্রকাশ করিলে; দুই দিকে পদাতি শ্রেণী স্তব্ধ থাকিল ও সম্মুখে অনায়াসে সঞ্চরণের পথ হইয়া উঠিল। কি চমৎকার কাণ্ড! কি অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য!" মাধব কহিলেন, "বয়স্য! এই একটী অত্যন্ত বিষাদের বিষয়; দেখ, এই মাত্র যাহারা নিশীথোৎসবে নানাবিধ উপভোগ সামগ্রী লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, আবার তাহারাই এখন তোমার ভুজপঞ্জরে পতিত ও জর্জ্জরিত হইয়া রণশায়ী হইল। হা, সংসার কি অসার! মনুষ্যদেহ কি ক্ষণভঙ্গুর! যে মনুষ্য অদ্য কমনীয় সুকুমার কুসুমের ন্যায় প্রফুল্লশরীরে স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করিতেছে, কল্য আবার সেই মনুষ্য ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া সুবর্ণসুন্দর শরীর শ্যামল ও শুষ্ক করিয়া আত্মীয় স্বজনের সংশয়স্থল হইতেছে। যদ্যপি যে মহারাজের প্রভূতপ্রতাপতপন

সন্তাপে প্রজাকুল বশীভূত থাকিয়া তদীয় আজ্ঞা অব্যর্থ করিতেছে, যাঁহার সুশাসনের প্রশংসাধ্বনি সংসারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ও যাঁহার অতুল ভুজবলে অরাতিমণ্ডল মুহূর্ত্তমাত্র উন্নতশিরঃ হইতে পারে না, কালবশে তদীয় প্রাণপক্ষীও দেহপঞ্জর শূন্য করিয়া পলায়ন করিবে। তখন তাঁহার সেই মহামহিমান্বিত মান ও গৌরব কিছু দিন মাত্র কথাবশেষ হইয়া রহিবে। হায়, মৃত্যুস্পর্শ কি ভয়ঙ্কর! মৃত্যুস্পর্শে শরীর হিমশিলার ন্যায় জড়ীভূত এবং সংসার অন্ধতমসে আবৃত হয়। তখন সমস্ত লোক নিরালোক বলিয়া প্রতীত হয়, সে সময় পুত্র কলত্রের সকরুণ রোদনেও কর্ণ বধির থাকে; তখন পিতৃ মাতৃ ভক্তি অস্তগত হয়, পুত্রস্নেহও অশ্রুজলের সহিত বিগলিত হয়; তখন কোথায় বা অর্থের মোহিনী শক্তি, কোথায় বা বিষয়লালসা; সকলই ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রসুপ্ত হয়। মৃত্যুর কি বিজাতীয় প্রভাব! মৃত্যু রাজার ভয় রাখে না, পুত্রস্নেহ ও বিষয় বাসনার আয়ত্ত নয় এবং অনুরোধ ও উপরোধেও ক্ষান্ত থাকে না। মৃত্যু প্রণয়সঞ্চিত বন্ধুতা সুখে বঞ্চিত করে, শ্রমার্জ্জিত বিষয় বিভবের সহিত বিযুক্ত করে এবং চিরপরিচিত সংসারস্নেহের মূলচ্ছেদ করে। 'মৃত্যু আসন্ন' এই কথাটী শ্রবণ মাত্র শরীরের শোণিত স্তব্ধ হয়, ধীশক্তি কলুষিত হয় এবং দৃষ্টি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন স্বজনগণের শোকাশ্রুগর্ভ নেত্র দর্শন, দীর্ঘশ্বাস সংযুক্ত আর্ত্তরব শ্রবণ ও হাহাকারপূর্ণ বিষণ্নবদন বিলোকন করিয়া চিত্ত যে কিরূপ ব্যথিত হয়,

তাহা ভুক্তভোগ ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারেন, অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। হা মৃত্যু! তুই নিতান্ত বিচারবিমূঢ়, তোর দয়া ধর্ম্ম কিছুই নাই! তুই নবপ্রণয়বর্দ্ধিত দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিতে দিস না, তুই উৎসাহান্বিত যুবগণের প্রসন্ন বিদ্যার ও অন্যান্য সদ্গুণের পুরস্কার লাভ ভাল বাসিস না, কুমার কালে তুইই পিতৃ মাতৃ স্নেহ হইতে পুত্রকে বিয়োজিত করিস, এবং তুইই শ্রমশীল পুরুষকে সঞ্চিত সম্পত্তির অনধিকারী করিস; বুঝিলাম, তোর অধীনতায় থাকিয়া মনুষ্যের এ সংসারে সুখপ্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র।”

অনন্তর কহিলেন, “সখে! সে যা হউক, নরপতির সৌজন্য কিন্তু চিরস্মরণীয়। দেখ, আমরা ঘোরতর অপরাধী, তথাপি নিরপরাধের ন্যায় অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহ ও সৎকার করিলেন এবং অভীষ্ট বস্তু দানের অনুমোদন দ্বারা মনের ক্ষোভ দূর করিলেন। এখন চল, শীঘ্র গিয়া মালতী ও মদয়ন্তিকাকে রণ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি। যখন সমর ব্যাপার সবিস্তর বর্ণিত হইবে, তখন প্রিয়-তমারা ব্রীড়াবিনম্র বদনে যে হর্ষ বিস্ময়সূচক সস্মিত চপল কটাক্ষ করিবেন, তাহা দেখিতে অতি মনোরম।” এই রূপ নানা আশা করিতে করিতে উভয়ে উদ্যানে প্রবেশিলেন। কিন্তু পূর্ব্বস্থানে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন মাধব কহিলেন, “বয়স্য! এ স্থান শূন্য শূন্য কেন?” তিনি বলিলেন, “বোধ হয়, আমাদিগের বিপদে অধীর হইয়া তাঁহারা এই কাননে

চিত্তবিনোদন করিতেছেন ; চল, অন্বেষণ করিয়া দেখি !” এই বলিয়া দুইজনে নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া কোন স্থানেই দর্শন পাইলেন না। ও দিকে লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা তাঁহাদিগের চরণ সঞ্চার ধ্বনি শ্রবণে মালতী প্রাপ্তি প্রত্যাশায় হৃষ্ট হইয়া আসিতেছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিরাশ হইলেন। তাঁহারা আসিয়া ‘মালতী কোথায়.’ জিজ্ঞাসিলে বিষণ্নবচনে বলিলেন, “মালতী কোথায় ! তোমাদিগের পদশব্দে এ হতভাগিনীদিগের মনে মালতী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল !” মাধব শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, “কি, কি বলিলে ? শুনিয়া আমার হৃদয় যে ব্যাকুল হইতেছে ! সমস্ত বৃত্তান্ত ভাল করিয়া বল। কমললোচনার অনিষ্ট শঙ্কায় আমার মন নিয়ত স্বতই দ্রবীভূত ও শঙ্কিত থাকে, তাহাতে আবার বামাক্ষিস্পন্দন হইল। বুঝিলাম, তোমাদের কথা শুভ নহে, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বল !” তখন মদয়ন্তিকা বলিতে লাগিল, “আপনি এখান হইতে নির্গত হইলে, মালতী সংবাদ দিবার নিমিত্ত বুদ্ধরক্ষিতা ও অবলোকিতাকে ভগবতীর সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং সাবধান করিবার নিমিত্ত লবঙ্গিকাকে আপনার সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর লবঙ্গিকার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে দেখিবার নিমিত্ত অগ্রগামী হইলেন। আমি একটু পশ্চাৎ আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম

না। সেই অবধি আমরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছি; ইতিমধ্যে আপনাদিগকে দেখিলাম।” মাধব শুনিয়া, অদর্শনকে তৎকৃত পরিহাস বিবেচনা করিয়া কহিলেন, “অয়ি প্রিয়ে মালতি! যেন কিছু অমঙ্গল শঙ্কা হইতেছে, আর তোমার পরিহাসে কাজ নাই। আমি তোমার দর্শনে উৎসুক; হে নিষ্করুণে! উত্তর দাও। আমার হৃদয় বিহ্বল ও চিন্তাকুল।” মকরন্দ কহিলেন, “বয়স্য! বিশেষ না জানিয়া শুনিয়াই এত কাতর হইতেছ কেন? স্থির হও।” মাধব কহিলেন, “সখে! আর জানিব কি? মাধবস্নেহে কাতর হইয়া প্রিয়তমা সকলই করিতে পারেন, ইহা কি তুমি জান না?” তিনি বলিলেন, “সত্য; কিন্তু ভগবতীসমীপে গমনেরও সম্ভাবনা আছে, অতএব চল, সেই খানে যাইয়া দেখি।” সকলেই সেই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বলিয়া আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে মকরন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক বার ভাবিতেছি আমাদিগের প্রিয়সখী ভগবতীসমীপে গিয়াছেন, আবার ভাবিতেছি তাঁহাকে আর কি পুনরায় জীবিত পাইব; কোন চিন্তাতেই মন স্থির হইতেছে না। কেন না, সংসার অতি অনিত্য; পুত্র মিত্র কলত্র ধন জন্যাদির সুখ সৌদামিনী স্ফুরণের ন্যায় চঞ্চল। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে কামন্দকীর সমীপে গমন করিলেন।

মালতীমাধব

নবম অঙ্ক।

যখন তাঁহারা কামন্দকীর আশ্রমে গিয়া কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন অনিষ্টশঙ্কাই বলবতী হইয়া উঠিল। মাধব অত্যন্ত অধীর হইলেন ও নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন। সকলে চারি দিক অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, কিছুই সন্ধান হইল না; তখন সমস্ত আশা ভরসা তিরোহিত হইল। এই রূপে কিছু দিন যায়, ক্রমে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইল। মাধব নিতান্ত নিরাশ হইয়া পরিশেষে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন ও আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত নিত্য কর্ম্মও পরিত্যাগ কলিলেন। পূর্ব্বপরিচিত স্থান সকল অত্যন্ত অসহ্য বোধ হওয়াতে তাহা পরিত্যাগ করত বৃহদ্দ্রোণী শৈলের কাননে প্রবেশ করিলেন। মকরন্দ নিয়ত তাঁহার সঙ্গেই রহিলেন।

মকরন্দ মাধবকে বিরহখিন্ন দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিলেন, হায়! যাহাতে প্রত্যাশা নাই, অথচ নৈরাশ্যও নাই, যাহা ভাবিলে মন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গাঢ় মোহতিমিরে লীন হয় এবং সামান্য পশুগণের ন্যায় আমরা যাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, বিধাতা

বাম বলিয়া আমরা ঐরূপ বিপদে চিরমগ্নই আছি। মাধব বলিতে লাগিলেন, "হা, কোথায় প্রিয়ে মালতি! ঝটিতি কিরূপে পর্য্যবসিতা হইলে কিছুই জানিতে পারিতেছি না। হে অকরুণে! প্রসন্না হও; আমাকে শান্ত কর। আমি তোমার প্রিয় মাধব আমার প্রতি এ অপ্রিয়ভাব কেন? সুললিত মঙ্গলসূত্র শোভিত মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের ন্যায় তোমার করগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দস্রোতে প্লবমান হইয়াছিল, আমি সেই মাধব।" পরে মকরন্দকে কহিলেন, "বয়স্য! এ সংসারে তাদৃশ স্নেহভাজন দুর্লভ। দেখ, আমি তাহার পূর্ব্বরাগে এই কুসুমসুকুমার শরীরে প্রতিক্ষণ দারুণ দুঃসহ মহাজ্বর সহ্য করিয়াছি, আর প্রাণকে তৃণবৎ ত্যাগ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি, ইহা অপেক্ষা আর কি গুরুতর ব্যাপার ছিল, যে, তাহা করিতে সাহস না হইতে পারে? এবং প্রিয়তমাও বিবাহবিধির পূর্ব্বে মৎপ্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশা হইয়া মর্ম্মচ্ছেদী যাতনায় বিকল ও কাতর শরীরে এমত স্নেহাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে আমিও মনঃপীড়ায় কাতর হইয়াছি। আহা! হৃদয় গাঢ় উদ্বেগে দলিত, তথাপি দ্বিধাভগ্ন হইল না; বিকল শরীর অবিরত মোহভারে শ্রান্ত, তথাপি অচেতন হইল না; তনু অন্তর্দ্দাহে প্রজ্বলিত, তথাপি এখনও ভস্মীভূত হইল না; বিধাতা মর্ম্মচ্ছেদে প্রভু, তথাপি কেন জীবনের মূলচ্ছেদ করিলেন না, প্রাণপক্ষী এত ব্যাকুল, তথাপি এখনও কেন প্রিয়ার অনুগমন করিল না। এই দেহদীপ যখন প্রেয়সীর স্নেহপরিশূন্য,

তখন কেন সাহসা নির্ব্বাপিত হইল না! মাধব এই রূপ নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মকরন্দ, ঐরূপ দুস্তর শোকসাগরে সংমগ্ন বয়স্যের উদ্ধার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, বয়স্য মাধব! বিচার করিয়া দেখ, ভবিতব্যতার দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে? আমরা আশাসূত্রে মনোমত কত শত মঙ্গলকুসুম গাঁথিতে থাকি, কিন্তু ভবিতব্যতা প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইয়া তাহা কোথায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। ঈদৃশ দুরুচ্ছেদ ভবিতব্যতাপাশে যাহারা বদ্ধ, সহিষ্ণুতাই তাহাদের একমাত্র শরণ। যে সংসারের ভাব, দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্ত্ত হয়, যে সংসার অনিত্যতার কেলি-শালা এবং যে সংসার দুঃখশোকের বিহার-ভূমি, সেখানে সহিষ্ণুতাই সম্যক্ প্রয়োজনীয়। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলে, কখন না কখন, দুঃখের কঠোরহস্ত অতিক্রম করিতে পারা যায়। সুখ বা দুঃখ কিছুই নিত্য নহে, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে ধরাতলে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়। যেমন চলিত চক্রধারা, ক্রমানুসারে উন্নতি ও অবনতি প্রাপ্ত হয়, যেমন দিবা ও রজনী পর্য্যায়ক্রমে ক্ষয় ও উদয় লাভ করে, সুখ দুঃখও সেইরূপ ক্রমানুসারে মনুষ্যের উপরি আধিপত্য করে। দুঃখের বিরামে সুখ, আবার সুখের অবসান দুঃখ, চির দিন এই রীতিই দৃষ্ট হয়। যখন দুঃখ উপনীত হয়, তখন বোধ হয় যেন আর কস্মিন্ কালেও সুখের প্রসন্নতা লাভ হইবে না; আবার যখন দুঃখরাহুর বিরামে সৌভাগ্য সুধাকর সুপ্রসন্ন হন, তখন তাঁহার অস্তগতি হইবে, ইহাও মনে আইসে না।

কিন্তু এই রূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমময়, সংশয় নাই। কি সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য, সারবান্ পুরুষের চিত্তমঞ্চ কিছুতে সঞ্চালিত করিতে পারে না। শৈলসার পুরুষেরা সৌভাগ্য-চ্ছায়ায় গর্ব্বিত হন না এবং দুঃখতাপেও ক্লিষ্ট হন না; কারণ, সুখ দুঃখ সঞ্চারী ও চঞ্চল। বিচারবর্জ্জিত মনুষ্যেরাই তাহার অবসান কাল প্রতীক্ষা না করিয়া মনের অধীরতা প্রকাশ করে। এ সংসারে আত্যন্তিক সুখভোগ ও নিরবধি দুঃখভোগ অতি বিরল। দেখ, দশরথ-তনয় রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র জনক-তনয়ার পুনঃ সমাগম লাভ করিয়াছিলেন; পুণ্যশ্লোক নল রাজাও পুনরায় দময়ন্তী লাভ করিয়া দুস্তর বিরহসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; পুরু-বংশীয় রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান করিয়াও আবার তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। অতএব কোন বিষয়েই নিতান্ত নৈরাশ্য অবলম্বন করা উচিত নহে। আশাই জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, আশাই উন্নতির প্রধান হেতু এবং আশাই উৎসাহশিখার প্রধান উদ্দীপক; অতএব ধৈর্য্যের শরণাপন্ন হও, আশার অনুগামী হও, মনের ক্ষোভ শান্তি কর, নির্ব্বেদতরুর উচ্ছেদ কর এবং যাহাতে আসন্ন বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা কর। মকরন্দ এই রূপে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু মাধবের শোক সঙ্কুল হৃদয়ে কোন বাক্যই স্থান প্রাপ্ত হইল না।

অনন্তর মকরন্দ বলিলেন, বয়স্য! সংপ্রতি মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। অপ্রতিবিধেয় দৈবের ন্যায় দারুণ দিবাকর দগ্ধ করিতেছেন। তোমার শরীরের এই অবস্থা; অতএব

চল, ঐ পদ্মসরোবরের পরিসরে গিয়া ক্ষণকাল উপবেশন করি। তথায় উন্নাল বাল কমল সকল বিকসিত। তদীয় মকরন্দনিস্যন্দন ও তরঙ্গশীকর গ্রহণ দ্বারা তত্রত্য সমীরণ শৈত্য, সৌগন্ধ্য ও মান্দ্য গুণসম্পন্ন হইয়াছে; তোমার তাপিত তনু নির্ব্বাপিত করিবে, চল। এই বলিয়া দুজনে তথায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

মকরন্দ তাঁহাকে অন্যচিত্ত করিবার আশয়ে বলিলেন, সখে! দেখ দেখ, মত্ত রাজহংসগণের পক্ষ সঞ্চালনে সরসীর বিকসিত পুণ্ডরীক সকল নৃত্য করিতেছে। এক অশ্রুধারাপতন ও অপরধারা উদ্গমের অবসরে ঐ মনোরম শোভা বিলোকন কর। মাধব সে কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে উঠিলেন। মকরন্দ বলিলেন, সখে! একি! বিনা কারণেই অন্য দিকে চলিলে যে? ধৈর্য্যাবলম্বন কর; অচিরোপস্থিত বর্ষাশোভা অবলোকন কর। গ্রীষ্ম-বিগম ও বর্ষাগম কাল অতি মনোরম। ঐ দেখ, বেতসকুসুমে নিকুঞ্জ-সরিজ্জল সুবাসিত, তটভাগে যূথিকা কুসুমজাল বিকসিত ও অভিনব কন্দলীদল উদ্ভিন্ন। গিরিতট কুটজপুষ্পে সুশোভিত। কদম্বতরু সকল অনবরত শীতল জল-সেকে প্রীত হইয়া কুসুম বিকাশব্যাজে কণ্টকিত হইয়াছে। ধরণী ধারাপাত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই যেন শত শত শিলীন্ধ্র ছত্র ধারণ করিয়াছেন। কেতকী প্রসূন-সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। এই সমস্ত দেখিলে বোধ হয়, যেন বনশ্রী অভিমত জলদসমাগম লাভে প্রীত হইয়া হাস্য করিতেছে। দিক্ সকল মেঘমালায় শ্যামল, তাহাতে নানাবর্ণ ইন্দ্রধনু

উদিত; বোধ হয়, যেন শিখিকুলের নৃত্য নিক্ষিপ্ত বিচিত্র নীল চন্দ্রাতপ প্রসারিত হইয়াছে। সুবাসিত পৌরস্ত্য ঝঞ্ঝা বায়ু নীল জলদজাল আন্দোলিত করিয়া নববারি-শীকর বিকিরণ করিতেছে। মদমত্ত ময়ূরগণের কেকারবে দিক্ সকল মুখরিত। বসুন্ধরা ধারা-সেকে সুরভি হইয়া লোকের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছে। এই কালে মেঘের স্নিগ্ধগম্ভীর ও মধুর গর্জ্জন শুনিয়া কাহার মনে না ভীতি ও প্রীতি রসের সঞ্চার হয়। মধ্যে মধ্যে দুর্লক্ষ্য অচিরপ্রভা বিনিঃসৃত হইতেছে। বোধ হয়, যেন স্বর্গলোক ভূলোকের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি দর্শনবাসনায় উন্মুরুন্মেষ করিতেছে ও তখনই যেন লজ্জিত হইয়া নিমীলিত ও সমধিক মলিন হইয়া যাইতেছে। এ সমস্ত মনোরম ব্যাপার অবলোকন কর ও চিত্তব্যাসঙ্গ পরিত্যাগ কর।

মাধব কহিলেন, সখে! ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিতে পারিলে এ সকল রমণীয় বোধ হয় বটে, কিন্তু আমার সে ধৈর্য্য নাই, সে বুদ্ধি নাই, সে রসজ্ঞতা নাই, সে বিচারশক্তি নাই, সে জ্ঞান নাই, সে ইন্দ্রিয় নাই এবং মনের সে ভাবও নাই। সকলই প্রিয়ার অনুগমন করিয়াছে। কেবল যাতনা দিবার জন্য একমাত্র জীবন রহিয়াছে। অনন্তর সজল নয়নে বলিলেন, কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত! হা প্রিয়ে মালতি! এই বলিয়া শোকার্ত্ত ও বিচেতন হইলেন। মকরন্দ দেখিয়া বলিলেন, সংপ্রতি বয়স্যের কি দারুণ দশা উপস্থিত! হায়! আমি কি বজ্রময় বিষয় লইয়া বিনোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আহা! মাধবের প্রত্যাশা বুঝি বা

পর্য্যবসিত হয়! হা বয়স্য মুগ্ধ হইলে! সখি মালতি! আর কত দূর কঠিন হইবে! বয়স্য যখন তোমার প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াছিলেন, তখন স্বীয় সতৃষ্ণতা প্রদর্শন করিয়া সাহস দিয়াছিলে, এক্ষণে বয়স্য কোন অপরাধ করেন নাই, বল, এ কি নিষ্ঠুর ব্যবহার? হায়. এখনও নিঃশ্বাস পড়িল না! হাঁ, বিধাতা কি সর্ব্বনাশ করিলে! ওমা, হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়! দেহ-বন্ধন যে শিথিল হয়! জগৎ শূন্য দেখিতেছি! অন্তর জ্বলিয়া গেল। অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া গাঢ় তিমিরে মগ্ন হইতেছে। মূর্চ্ছা যে আমাকেও গ্রাস করে। আমি অতি হতভাগ্য, এখন কি করি। আঃ কি কষ্ট! কি কষ্ট!! আমার মনের কৌমুদী মহোৎসব, মালতী নয়নের পূর্ণচন্দ্র, মকরন্দের মনোরঞ্জন ও জীবলোকের তিলক সেই মাধব অদ্য লীন হইল! হে বয়স্য! তুমি আমার শরীরের চন্দন রস, নয়নের শরচ্চন্দ্র এবং মনের মূর্ত্তিমান্ আনন্দ স্বরূপ। তুমি আমারি জীবনের ন্যায় প্রিয়তম; দুরন্ত কাল অকস্মাৎ তোমাকে হরণ করিয়া আমাকে সংহার করিল! হে অকরুণ! স্মিতগর্ভ নয়ন উন্মীলন কর। হে নিদারুণ! কথা কও। আমি অনুরক্তচিত্ত প্রিয় সহচর মকরন্দ, কেন আমাকে অনাদর করিতেছ? এই বলিয়া গাত্রস্পর্শ করিবা মাত্র মাধব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন।

তখন মকরন্দ দেখিয়া আশ্বাসিত হইয়া বলিলেন, নবজলধরের ধারা বর্ষণ অনুগ্রহে বয়স্য জীবিত হইলেন। আঃ, সৃষ্টি রক্ষা হইল। মাধব, উঠিয়া এখন এই বিজন

বিপিনে কাহাকে প্রিয়ার বার্ত্তাবহ দূত করি, এই বলিয়া চারি দিক্ অবলোকন করত কহিলেন, আহা! ঐ একটী সুশোভন নদী, উহার তীরে, পরিণত ফলভরে জম্বুবন অবনত, তাহাতে তরঙ্গমালা স্খলিত হইতেছে। উহার উত্তরে অবিরল তমালাবলীর ন্যায় নীলবর্ণ নবজলধর গিরি-শিখরে উঠিতেছে। ভাল বেশ, ইহাকেই দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করি, এই বলিয়া আদর পুরঃসর উঠিয়া ঊর্দ্ধমুখে করপুটে কহিলেন, হে সৌম্য! কেমন, বিদ্যুৎ তোমাকে প্রিয়সহচর বলিয়া আলিঙ্গন করে কি না? প্রণয়সুমুখ চাতকেরা তোমার আরাধনা করে কি না? এক্ষণে পূর্ব্ব সমীরণের সম্বাহন সুখ লাভ হইয়া থাকে কি না? এবং সমুদিত ইন্দ্রধনু তোমার অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে কি না? এই জিজ্ঞাসানন্তর মেঘের স্নিগ্ধগম্ভীর ধ্বনির প্রতি-রবে গিরিগুহা পরিপূরিত হইল এবং নীলকণ্ঠগণ কেকা-রবে তাহার অনুকরণ করিতে লাগিল। তখন মাধব তাহাকেই মেঘকৃত প্রত্যুত্তর কল্পনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্ জীমূত! তুমি হুঙ্কার দ্বারা আমাকে সম্ভাষণ ও অনুমতি করিলে; অতএব আমি প্রার্থনা করি, তুমি স্বেচ্ছাবিচরণ করিতে করিতে যদি আমার প্রিয়তমাকে দেখিতে পাও, তবে প্রথমে সমাগমের আশা দিবে, পরে মাধবের দশা বর্ণন করিবে। সান্ত্বনা সময়ে যেন একবারে তাঁহার আশাতন্তু নিতান্ত বিছিন্ন না হয়। কেন না, এই ক্ষণে আয়তাক্ষীর সেই একমাত্র আশাই কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষার হেতু। এই বলিতে বলিতে যেন চলিয়া গেল;

তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে অন্যত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। মকরন্দ দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিলেন, হা! আজি উন্মাদরাহু মাধবপূর্ণচন্দ্রকে একেবারে গ্রাস করিল। হা তাত ? হা মাতঃ! হা ভগবতি কামন্দকি! রক্ষা কর, এক বার আসিয়া মাধবের অবস্থা অবলোকন কর! এই রূপে মকরন্দ রোদন করিতে লাগিলেন।

মাধব চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া বলিলেন, আহা! চম্পককুসুমে প্রিয়ার শরীর কান্তি, কুরঙ্গীগণে নয়নভঙ্গী, গজরাজে গতিবিলাস এবং সুললিত লতায় সুকুমারতা রহিয়াছে, দেখিতেছি, বোধ হয়, বনস্থলে সকলে প্রেয়সীকে বিভাগ করিয়া লইয়া থাকিবে। হা প্রেয়সি মালতি এই বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ধরাশায়ী হইলেন। মকরন্দ দেখিয়া বিলাপ করত কহিলেন, হে জীবন! যে প্রিয় সুহৃদ অশেষ গুণের আধার, শিশুকাল হইতেই তুমি একত্র বাল্য খেলাদি দ্বারা যাহার প্রণয় পাশে সবিশেষ বদ্ধ হইয়াছ এবং যিনি তোমার এক মাত্র অবলম্বন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রিয়াবিরহ বেদনায় এইরূপ কাতর দেখিয়াও তুমি দ্বিধাভূত হইলে না! হায়, তোমার কি কঠিনতা! এই বলিতেছেন, ইতিমধ্যে মাধব সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া ভাবিলেন, বিধাতার সৃষ্টি-কৌশলে এক বস্তু, অনায়াসেই অপরের অনুকরণ হইতে পারে; ইহাতে প্রিয়ার বিভাগ সম্ভাবনা করা অতি অযুক্ত। এই ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ওহে পার্ব্বতীয় আরণ্যচারি-জীবগণ! আমি মাধব, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমার

সপ্রণাম নিবেদনে ক্ষণকাল অবধান কর। হে বন্ধুগণ! তোমরা এই ভূধরকান্তারে বাস কর, এইখানে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রকৃতিরমণীয়া কুলবালা বিলোকন করিয়াছ ও তাহার কি দশা ঘটিয়াছে জান? তদীয় বয়োবস্থা বলি, শ্রবণ কর। তাহার মনোমধ্যে মনোভব বিলক্ষণ বিরাজমান, অথচ অঙ্গে অনঙ্গলীলার কোন লক্ষণই নাই। ক্ষণেক থাকিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আঃ কি উৎপাত! কেহই যে শুনে না। নীলকণ্ঠ উৎকলাপ হইয়া নৃত্য করত কেকারবে বন আচ্ছন্ন করিতেছে, চকোরেরা মদালসলোচনে কান্তার অনুসরণ করিতেছে, পশুগণ পুচ্ছ বিলোলন ব্যাজে কুসুমরেণু লইয়া প্রিয়ার গাত্রে লিপ্ত করিতেছে, সকলেই স্ব স্ব সৌভাগ্যে ব্যস্ত। যেখানে প্রার্থনা অনবসরে তিরোহিত হয়, সেখানে কাহার নিকট যাচ্ঞা করিয়া কৃতকার্য্য হইব! এই বলিয়া আর এক স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আহা! ঐ করিরাজ তরুস্কন্ধে স্কন্ধভার, ও প্রিয়তমার স্কন্ধে শুণ্ডদণ্ড অর্পণ করিয়া সুখে কাল ক্ষেপ করিতেছে। ইহারও দুঃখ শুনিবার অবসর নাই দেখিতেছি। যাহা হউক, এ দশনাগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শনিমীলিতাক্ষী করিণীর গাত্রকণ্ডূ করিতেছে, ও পর্য্যায়ক্রমে কর্ণযুগল আস্ফালিত করিয়া সুখস্পর্শ বায়ু সঞ্চরণ করিতেছে, এবং অর্দ্ধভুক্ত নব কিসলয় দ্বারা প্রিয়ার সৎকার করিতেছে। বুঝিলাম, বন্য মতঙ্গজই ধন্য ও পরম সুখী। ঐ দিকে আবার এক গজরাজ।

আহা! মেঘের গভীর গর্জ্জন শুনিয়াও ইহার অনুগর্জ্জন নাই, আসন্ন সরসীর শৈবালমঞ্জরীর কবল গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহার গণ্ডস্থলে মদস্রাবের অভাবে ভ্রমরগণ বিষাদে মূক, মুখটী অতি দীন; বোধ হয়, প্রাণসমা প্রেয়তমার বিয়োগেই এ এত কাতর। আর প্রশ্ন করিয়া ইহাকে প্রয়াসিত করায় প্রয়োজন নাই। অন্য দিকে যাই, এই বলিয়া আবার এক দিকে গিয়া দেখেন, এক মত্ত গজযূথপতি সরোবরে অবগাহন করত বিহার করিতেছে; কমলকানন বিদলিত করিতেছে, অনবরত ক্ষরিত সুরভি মদবারিধারায় উহার গণ্ডস্থল পঙ্কিল হইয়াছে; কর্ণযুগলের আস্ফালনে তরঙ্গজল নীহারবৎ প্রসারিত হইতেছে। হংস বক চক্রবাক প্রভৃতি শকুন্তগণ ত্রস্ত হইয়া পলাইতেছে। সহচরী করিণীগণে সানন্দমনে উহার মধুর গম্ভীর কণ্ঠরব শ্রবণ করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া কহিলেন, হে গজরাজ! তোমারই যৌবন শ্লাঘ্যতম। প্রিয়ার অনুবৃত্তি পক্ষেও তোমার যে বিলক্ষণ পটুতা দেখিতেছি। তুমি করিণীকে মৃণালখণ্ড কবলের পর বিকসিত সরোজ সুবাসিত শুণ্ডজলে পরিতৃপ্ত করিয়াছ! বারিশীকর বর্ষণ করিয়া সুশীতল করিয়াছ, কিন্তু স্নেহবশতঃ যে নলিনীপত্রের আতপত্র ধর নাই, এই একটী বিশেষ অরসিকের ও দোষের কর্ম্ম হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি উত্তরের অপেক্ষায় রহিলেন; কিন্তু তাঁহার কথায় কে উত্তর করে? হস্তী নিজ কার্য্যেই ব্যস্ত রহিল।

তখন মাধব কহিলেন, হায়! হাতীটাও কি আমাকে

অবজ্ঞা করিল! হা আমি কি অনুচিতকারী! মূঢ় বনচরের প্রতি, প্রিয়বয়স্য মকরন্দের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি! হা বয়স্য! এমন সময়ে তুমি কোথায়, তুমি ভিন্ন আমার একাকী বাস একপ্রকার জীবন্মৃত্যু, তোমা ব্যতিরেকে এ সংসারে কিছুই রমণীয় বোধ হয় না। যে দিন তোমার সহিত সহবাস না হয়, সে দিনই বৃথা এবং অন্য লোকের সহিত যে প্রমোদ মৃগতৃষ্ণায় লোলুপ হই, তাহাকেও ধিক্! মকরন্দ শুনিয়া ভাবিলেন, বয়স্য উন্মাদমোহে আচ্ছন্ন, তথাপি সংপ্রতি আমার প্রতি অনুকূল। বোধ হয়, কোন কারণ বশতঃ এক্ষণে বন্ধুর নৈসর্গিক প্রণয়সংস্কার জাগরূক হইয়া থাকিবে, তাই আমাকে অসন্নিহিত বোধ করিতেছেন; এই ভাবিয়া সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, এই যে হতভাগ্য মকরন্দ তোমার পার্শ্বেই আছে। তিনি দেখিয়া বলিলেন, বয়স্য! এস, আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রিয়তমার আর আশা নাই। বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এই বলিতে বলিতে পুনরায় মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন। মকরন্দ আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, ইত্যবসরে তাঁহাকে মূর্চ্ছা-বিকল দেখিয়া সকরুণ বচনে কহিলেন, হা কি কষ্ট! আলিঙ্গন বাসনা করিবামাত্র বয়স্য বিচেতন হইলেন! আর এখন আশা করা বৃথা। নিঃসন্দেহ এবার আর বয়স্য জীবিত নাই। হা প্রিয় বন্ধো! মদীয় হৃদয় স্নেহজ্বরে কম্পমান হইয়া তোমার কখন্ কি হইবে ভাবিয়া বিনা কারণেও যে ভীত হইত, আজি অবধি সে সমস্ত এক কালে নিরস্ত হইল? হা প্রণে! যত ক্ষণে চেতনা হয়,

তত সময়ও অতীত হইল, এখনও যে তেমনই দেখিতেছি? আঃ, এক্ষণে তোমার প্রয়াণে আমার শরীর ভারভূত, জীবন বজ্রসম, কাল শেলময়, দশদিক্ শূন্য, ইন্দ্রিয়গণ নিস্ফল, জীবলোক আলোকশূন্য বোধ হইতেছে! এক্ষণে জীবিত থাকিয়া আমি কি মাধবের মরণের সাক্ষী থাকিব? হউক; ঐ গিরিশিখর হইতে নিপতিত হইয়া প্রয়াণোন্মুখ মাধবের অগ্রসর হই, এই বলিয়া কিঞ্চিৎ যাইয়াই খেদে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং মাধবকে দেখিয়া অশ্রুমুখে কহিলেন, আহা! নবানুরাগ বশতঃ মালতীর বিভ্রমাকুল লোচন যাহাতে মধুপান করিয়াছে এবং আমিও যাহার আলিঙ্গনে অপূর্ব্ব প্রীতি লাভ করিয়াছি, এ কি সেই নীলোৎপল-সুন্দর শরীর! কি আশ্চর্য্য! কি রূপেই বা নবীন বয়সে একাধারে, সমস্ত গুণের সন্নিবেশ হইয়াছিল? সখে মাধব! বিমল চন্দ্রমা যে মাত্র সমস্ত কলায় পরিপূর্ণ হয়, অমনি রাহু আসিয়া গ্রাস করে; নব জলধর যে মাত্র ঘনতর হইয়া উঠে, অমনি বায়ুবেগে খণ্ড খণ্ড করে; তরুবর যে মাত্র ফলদানে উন্মুখ হয়, অমনি দুরন্ত দাবানলে দগ্ধ করে; তদ্রূপ তুমিও যে মাত্র সকল সৌভাগ্য-লাভে লোকের চূড়ামণি হইলে, অমনি অসহিষ্ণু কাল তোমাকে গ্রাস করিল। আহা! এই মাত্র বয়স্য আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন, অতএব এই অবস্থাতেই একবার জন্মের মত আলিঙ্গন করি; এই বলিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করত কহিলেন, হা বয়স্য! তুমি বিমল বিদ্যার নিধি, নানা গুণের গুরু। হা মালতীর প্রাণেশ্বর!

হা স্মরসুন্দর। হা কামিনীজন কমনীয়-চিত্ত-চৌর! হা চন্দ্রবদন! হা ভূরিবসুর সর্ব্বস্ব ধন! ভ্রাতঃ মাধব! মকরন্দের এই বাহুবন্ধন এই সংসারে তোমার ইচ্ছাসুলভ ছিল, কিন্তু আজি হইতে তাহাও দুর্লভ হইল! ইহা মনেও করিবে না যে সেই মকরন্দ তুমি বিনা মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিবে! জন্মাবধি নিরবধি সহবাস বশতঃ জননীর স্তন-দুগ্ধও উভয়েই যুগপৎ পান করিয়াছি, হে চন্দ্রানন! এক্ষণে বন্ধুদত্ত তর্পণ-জল যে তুমিই একাকী পান করিবে, ইহা অযুক্ত। এই বলিয়া করুণাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরিশিখরের দিকে চলিলেন।

কামন্দকীর পূর্ব্বশিষ্যা সৌদামিনী নামে এক যোগিনী অদ্ভুত মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাব লাভ করিয়া শ্রীপর্ব্বতে কাপালিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি তথায় মালতীকে কপাল-কুণ্ডলাগ্রস্ত দেখিয়া কপালকুণ্ডলার প্রতিকূল হইলেন এবং যোগবলে মাধবের দুরবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনার নিমিত্ত ত্বরায় আকাশ মার্গে চলিলেন। বৃহদ্দ্রোণী শৈল কাননে অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে মকরন্দকে আত্মপাতে উদ্যত দেখিলেন। ঐ সময়ে মকরন্দ গিরিশিখরে উঠিয়া তত্রত্য মহেশ্বরের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ গৌরীপতে ভূতভাবন সর্ব্বান্তর্যামিন্ সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বফলপ্রদ! যেখানে প্রিয় সুহৃদ জন্ম গ্রহণ করিবেন, প্রার্থনা করি, আমারও যেন সেই খানে জন্ম হয়। জন্মজন্মান্তরেও যেন তাঁহারই সহচর হই। এই বলিয়া যে মাত্র পতনে উদ্যত হইলেন, অমনি সহসা সৌদামিনী

যোগিনী আসিয়া হস্ত ধারণ করিলেন, এবং কহিলেন, বৎস! এ দুঃসাহসিক বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমারই নাম কি মকরন্দ? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ এ সেই দুর্ভাগ্যই বটে; মাতঃ! তুমি কে? কেনই বা আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ কর? হাত ছাড়িয়া দাও। সৌদামিনী বলিলেন, বৎস! আমি যোগিনী, মালতীর অভিজ্ঞান আনিয়াছি, এই বলিয়া সেই বকুলমালা দেখাইলেন। মকরন্দ তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া করুণবচনে জিজ্ঞাসিলেন, মাতঃ! মালতী কি জীবিত? তিনি বলিলেন, জীবিত; বল দেখি, মাধবের কি কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে? তুমি যে এই অনর্থক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে মাধব কোথায়? মকরন্দ উত্তর দিলেন, আর্য্যে! আমি তাঁহাকে অচেতন দেখিয়াই বৈরাগ্যবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অতএব চলুন, শীঘ্র যাইয়া তাঁহার রক্ষার চেষ্টা পাই। এই বলিয়া দুজনে তদভিমুখে দৌড়িতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে দেখিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ বয়স্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সৌদামিনীও উভয়ের আকার দেখিয়া, মালতী যেমন যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহাদিগকেই মাধব ও মকরন্দ বলিয়া স্থির করিলেন।

মাধব অন্যচিত্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি উঠিয়া বলিলেন, আমাকে কে চেতন করিল? বোধ হয়, নবজলকণবাহী সমীরণেরই এ কর্ম্ম। আমার এ অবস্থা তাঁহার ভাল লাগে নাই। হে, পূর্ব্ব-

সমীরণ! তুমি সজল জলধরগণকে পরিচালিত কর, চাতক-বৃন্দকে আনন্দিত কর, কেকাকুল শিখিকুলের আহ্লাদ বিতরণ কর এবং কেতককুসুম বিকসিত কর। ক্ষতি নাই, আমি বিরহী, মূর্চ্ছালাভ করিয়া একটু সুখী ছিলাম, বল, আমাকে চৈতন্য-ব্যাধি প্রদান করিয়া তোমার কি লাভ হইল? যাহা হউক, দেব পবন! তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যেখানে প্রিয়তমা আছেন, হয় সেই খানেই কদম্ব-রেণুর সহিত আমার জীবন হরণ করিয়া লইয়া যাও, না হয় তদীয় সংবাদ লইয়া আমাকে প্রদান কর, আমি সুশীতল হই; তুমি ভিন্ন আর আমার গতি নাই। এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিতেছেন, ইত্যবসরে সৌদামিনী অভিজ্ঞান দর্শনের সমুচিত সময় পাইয়া, পশ্চাৎ হইতে তদীয় অঞ্জলিপুটে বকুলমালা সমর্পণ করিলেন।

মাধব সহর্ষবিস্ময়ে বিলোকন করিয়া বলিলেন, একি সেই মদ্বিরচিত প্রিয়ার কণ্ঠলম্বিত মদনোদ্যানের বকুল-মালা? হাঁ সেই মালাই বটে, সন্দেহ কি। যেহেতু চন্দ্র-মুখীর মুখচন্দ্র দর্শনজনিত কুতূহল সংগোপনের নিমিত্ত যে ভাগের কুসুমগুলি বিষম বিরচিত হইয়াছে এবং যাহার অননুপূর্ব্ব কুসুমবিন্যাসও লবঙ্গিকার সন্তোষহেতু হইয়া-ছিল, সে ভাগ ত এই রহিয়াছে। অনন্তর হর্ষোন্মাদ সহ-কারে উঠিয়া, যেন মালতীই উপস্থিত, এই ভাবিয়া অভি-মান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে! আমার এই দুরবস্থা একবার কি দেখিতেও নাই? আমার হৃদয় বিদীর্ণ, অঙ্গ সকল দগ্ধ ও জীবন বহির্গত হইতেছে এবং

চারি দিক্ হইতে মূর্চ্ছা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে। সত্বর বিধেয় বিষয়ে পরিহাস করা উচিত নয়। অতএব আশুদর্শন দিয়া আমার নয়নানন্দ বিতরণ কর, আর নিষ্ঠুরাচার করিও না। পরিশেষে চারি দিক্ শূন্য দেখিয়া কহিলেন, হায়! মালতী কোথায়! পরে বকুলমালাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অয়ি বকুলমালিকে! তুমি প্রিয়তমার প্রিয়তমা ও উপকারিণী; কেমন তোমার ত মঙ্গল? হে সখি! যখন দুঃসহ মদন-বেদনা বলবতী হইয়া অবাধে প্রিয়তমার দেহ দাহ করে, তখন তোমার আলিঙ্গনই আমার স্বরূপ হইয়া কুবলয়লোচনার প্রাণত্রাণ করিয়াছে। আহা, তুমি আমার কণ্ঠে ও কুরঙ্গনয়নার কণ্ঠে বারংবার গতাগতি করিয়া আনন্দ সম্বলিত মদনজ্বর উদ্দীপিত করিয়াছ এবং স্নেহাকর গাঢ় অনুরাগরস সূচিত করিয়াছ! এখন সে সকল মনে করিলে কষ্টের সীমা থাকে না। এই বলিয়া বকুলমালা হৃদয়ে অর্পণমাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন মকরন্দ সন্নিহিত হইয়া আশ্বাস প্রদান ও বায়ুবীজনাদি নানা শুশ্রূষা দ্বারা মাধবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মাধব উঠিয়া কহিলেন, সখে! দেখ না কোথা হইতে প্রিয়ার বকুলমালা উপস্থিত। ইহাতে তোমার কি বোধ হয়? তিনি কহিলেন, বয়স্য! এই আর্য্যা যোগেশ্বরী এই অভিজ্ঞান আনিয়াছেন। তখন মাধব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সকরুণ বচনে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্যে! প্রসন্ন বাক্যে বলুন, প্রিয়তমা কি জীবিত আছেন? যোগিনী আশ্বাস

দিয়া কহিলেন, সমস্ত বলি, শুন ;—যখন অঘোরঘণ্ট করালাদেবীর মন্দিরে মালতীকে উপহার কল্পনা করে, তখন মাধব অসি দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করেন,—ঐ কথা শুনিবামাত্র মাধব অধীর হইয়া বলিলেন, আর্য্যে ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, সমস্ত বুঝিয়াছি। বয়স্য! আর কি? কপালকুণ্ডলার মনোরথই পূর্ণ হইয়াছে। তখন মকরন্দ বলিলেন, আহা কি দুঃখ! শরচ্চন্দ্রিকা সমাগমে কুমুদকুল পরমরমণীয় হইয়াছিল, কিন্তু এ কোন্ বিচার, যে অকালে জলদজাল আসিয়া তাহার বাধা দেয়। মাধব কহিলেন, হা প্রিয়ে মালতি! কি বীভৎস দশায় পড়িয়াছ? কমলমুখি! যখন কপালকুণ্ডলা আক্রমণ করে, তখন কি না কষ্ট পাইয়াছ? ভগবতি কপালকুণ্ডলে! প্রিয়তমা স্ত্রীরত্ন, তাঁহার প্রতি অমঙ্গল পূতনার ব্যবহার করা অনুচিত। সুরভি কুসুম শিরে ধারণ করাই বিহিত, চরণদ্বারা তাড়িত করা যুক্তিযুক্ত নহে। যোগিনী কলিলেন, বৎস! অধীর হইও না, কপালকুণ্ডলা অতি নিষ্করুণা, আমি বিরোধিনী না হইলে সে অবশ্যই অনিষ্ট করিত। তখন মাধব ও মকরন্দ প্রণাম পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, তবে ত আমাদের প্রতি আপনার শ্রীচরণারবিন্দের অপর্য্যাপ্ত অনুগ্রহ। আপনার আমাদিগের প্রতি এ স্নেহের হেতু কি? তিনি কহিলেন, তাহা পশ্চাৎ জানিবে; এক্ষণে গুরুশুশ্রূষা, তপোবল ও তন্ত্রমন্ত্রোপাসনা দ্বারা যাহার লাভ হয়, আমি তোমাদের কল্যাণ নিমিত্ত সেই আক্ষেপণী বিদ্যা প্রদান করি; এই বলিয়া যোগিনী মন্ত্রদান

পূর্ব্বক মালতীর সহিত মিলাইবার নিমিত্ত মাধবকে লইয়া আকাশপথে উঠিলেন। অমনি তমঃসংবলিত, নেত্র-প্রতিঘাতিনী বিদ্যুৎপ্রভা প্রাদুর্ভূত ও নিবৃত্ত হইল। মকরন্দ বিস্মিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, এ কি। বয়স্য! কোথায়? ওঃ আর কি, এ যোগেশ্বরীরই মহিমা। যা হউক, এ আবার কি অনর্থ উপস্থিত? প্রভুত বিস্ময়ে পূর্ব্বব্যাপার বিস্মৃত করিল, অভিনব শঙ্কাঙ্কুরে হৃদয় জর্জ্জরিত হইল, যুগপৎ আনন্দ, শোক, মোহ প্রভৃতিতে মনঃ অব্যবস্থিত হইল। এই কান্তারে স্ববর্গের সহিত ভগবতী, মালতীর অন্বেষণ করিতেছেন; এখন যাইয়া তাঁহার নিকট এই বৃত্তান্ত বলি, এই ভাবিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মালতী মাধব।

দশম অঙ্ক।

এ দিকে ঐ সময়ে কামন্দকী, মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা তিন জনে মিলিয়া নানা স্থান অনুসন্ধান করিলেন ; কোন খানেই কিছু সন্ধান পাইলেন না। তখন কামন্দকী সজল লোচনে বলিলেন, হা বৎসে মালতি ! তুমি আমার অঙ্কভূষণ, এক্ষণে কোথায় আছ, প্রত্যুত্তর দাও ! জন্মাবধি তোমার সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও সেই সকল সুমধুর প্রিয় বচন স্মরণ করিয়া আমার দেহ দগ্ধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে পুত্রি ! আহা, যাহার হাস্য রোদন অনিয়ত, যাহা কতিপয় দন্ত কলিকায় বিরাজিত, এবং যাহা অর্দ্ধস্ফুট, অসম্বদ্ধ মৃদু বচনে সুশোভন তোমার সেই শিশুকালের মুখকমল মনে পড়িতেছে ! মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা আকাশ লক্ষ্য করিয়া অশ্রুমুখে কহিল, হা প্রসন্নচন্দ্রমুখি প্রিয়সখি ! কোথায় গমন করিলে ! তুমি একাকিনী, না জানি, তোমার কুসুমসুকুমার শরীরের কি দুর্ব্বিপাক ঘটিল ! হে মহাভাগ মাধব ! তোমার জীবলোকের মহোৎসব এককালে অস্ত হইল। কামন্দকী এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, হা বৎস

মাধব! মকরন্দ! তোমাদিগের যেমন নবানুরাগ, তাহার সমুচিত সংঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নিয়তি-বাত্যা আসিয়া সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। হে হতাশ বজ্রময় হৃদয়! তুমি কি নৃশংস! এই বলিয়া লবঙ্গিকা বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া পড়িল। মদয়ন্তিকা প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, কহিল, সখি! আমি কি করি, এত যাতনাতেও যখন বাহির হইল না, তখন বুঝিলাম আমার প্রাণ দৃঢ় ও বজ্রময় ও আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। কামন্দকী এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, বৎসে মালতি! লবঙ্গিকা তোমার আজন্মসহচরী ও প্রণয়পাত্র. এক্ষণে তোমার শোকে জীবন বিসর্জ্জন করে, এখনও কেন এ দুঃখিনীকে অনুকম্পা করিলে না! যেমন উজ্জ্বল দীপবর্ত্তি আলোকশূন্য হইয়া মলিনমুখী হইয়া থাকে, শোভা পায় না; তেমনি লবঙ্গিকা তোমার অভাবে মলিন ও বিবর্ণা, তাহার সে শোভা নাই। হা অকরুণে! কেমন করিয়াই বা কামন্দকীকে পরিত্যাগ করিলে? আমার চীর-বসনে তোমার তনু কতই মার্জ্জিত হইয়াছে। হে সুমুখি! স্তন্যত্যাগ প্রভৃতি তোমাকে কৃত্রিম পুত্রিকার মত ক্রীড়া শিখাইয়াছি, বিনীত করিয়াছি এবং লালন পালন করিয়াছি; অনন্তর লোকোত্তরগুণসম্পন্ন বরে প্রদান করিয়াছি। মাতার অপেক্ষাও আমাকে অধিক স্নেহ করিতে; এখন এই কি তাহার উচিত কর্ম্ম? হে চন্দ্রমুখি! আমার বড় আশা, তোমার তনয় ক্রোড়ে বসিয়া স্তন পান করিবে, আমি তাহার অকারণস্মিত মনোহর মুখচন্দ্র দেখিয়া জন্ম

সার্থক করিব। কিন্তু আমার কেমন ভাগ্য, সে আশায় মূলোচ্ছেদ হইল। লবঙ্গিকা বলিল, ভগবতি! প্রসন্ন হউন, আজ্ঞা করুন, আমি আর ভারিভূত জীবন বহনে সমর্থ নই, ঐ গিরিশিখর হইতে পতন পূর্ব্বক মরণ সুখ সম্ভোগ করি। আর অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন জন্মজন্মান্তরেও সেই প্রিয়সখীর দেখা পাই। তিনি বলিলেন, ও লবঙ্গিকে! আমাদিগের উভয়েরই শোকাবেগ সমান। মালতীবিয়োগশোকে যে কামন্দকী আর জীবিত থাকিবে, ইহা মনেও করিও না। পরকালে লোকের গতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন, তাহাতে পুনর্ব্বার স্বজনসঙ্গম দুর্ঘট বটে, কিন্তু প্রাণ পরিত্যাগে সন্তাপশান্তি হয়, এইই পরম লাভ। তাঁহার এই সময়োচিত যুক্তি শ্রবণে সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মদয়ন্তিকাকে পুরোবর্ত্তিনী দেখিয়া লবঙ্গিকা প্রবোধ দিয়া বলিলেন, সখি! তুমি এই আত্মহত্যারূপ বিষম ব্যাপার হইতে বিরত হও। আর আমাদিগকে যেন বিস্মৃত হইও না। তিনি কোপ করিয়া কহিলেন, যাও আমি তোমার বশ নহি। হে নাথ মকরন্দ! তোমাকে এ জন্মের মত প্রণাম! এই কথা বলিতে বলিতে সকলে মধুমতী নদীর স্রোতঃসন্নিহিত গিরিশিখরে উঠিলেন। আর প্রস্তুত কর্ম্মে বিঘ্নে কাজ নাই বলিয়া সকলে পতিত হইতে উদ্যত হইলেন।

ইত্যবসরে মকরন্দ পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টচর বিস্ময়কর ব্যাপার বিলোকন করিয়া, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই কথা বলিতে বলিতে সেথায় উপস্থিত হইলেন এবং যোগিনীর

অভিজ্ঞান দর্শনাবধি ও মাধবকে লইয়া গমন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সকলে শুনিয়া হর্ষ ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে কলরব হইতে লাগিল, হায় কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! অমাত্য ভূরিবসু মালতীর অপায় শ্রবণে সাংসারিক বিষয়ে ও জীবনে বিরক্তমনা, হইয়া বহ্নিপ্রবেশ নিশ্চয় করিয়া স্বর্ণবিন্দু আসিতেছেন; কামন্দকী প্রভৃতি সকলে এই কথা শুনিয়া বিষাদে স্তব্ধ হইলেন। মদয়ন্তিকা কহিলেন, সখি লবঙ্গিকে! যেমন মালতীমাধবের দর্শনমহোৎসব, তেমনি কি বিষাদও উপস্থিত! তাঁহাদিগের পক্ষে একদা ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপাত দুরন্ত সন্তাপগর্ভ চন্দনরসের ন্যায়, অনলস্ফুলিঙ্গযুক্ত সুধাবৃষ্টির ন্যায়, বিষবল্লীমিলিত সঞ্জীবনৌষধির ন্যায়, তিমিরসম্বলিত আলোকের ন্যায় ও বজ্রমিশ্রিত চন্দ্রকিরণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এদিকে সৌদামিনী মাধবকে লইয়া শ্রীপর্ব্বতে গমন ও মালতী দান পূর্ব্বক পদ্মাবতী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, আসিতে আসিতে ভূরিবসুর অগ্নিপ্রবেশ বার্ত্তা পাইয়া অমাত্যকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত অমনি যোগবলে পশ্চাৎ হইতে তদভিমুখে গমন করিলেন। মালতীও আসিতে আসিতে পিতার নির্ব্বন্ধ শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, হে তাত! ক্ষান্ত হও, আমি তোমার মুখকমল দর্শনে বড়ই উৎসুকা, আমাকে দেখা দিয়া শান্ত কর! তুমি অখিল লোকের অদ্বিতীয় মঙ্গল-প্রদীপ, আমার নিমিত্ত কেন দেহপাতে উদ্যত হইতেছ! আমি দুঃশীলা; তাই এত দিন তোমাকে

নির্দ্দয় ভাবিয়াছিলাম! এই বলিতে বলিতে মুগ্ধ হইয়া মাধবের সহিত নভোমণ্ডল হইতে অবরোহণ করত কামন্দকী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। কামন্দকী কহিলেন, হাঁ বৎসে! যদিই কোনরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলে, আবার শশিকলা যেমন রাহুমুখে নিপতিত হয়, তেমনি অনর্থগ্রাসে পড়িলে। মাধব কহিলেন, হায় কি কষ্ট, কি কষ্ট! কোনরূপে প্রিয়ার প্রবাস দুঃখের অতিক্রম হইল, কিন্তু অন্যবিধ অনর্থপাতে জীবন সংশয় উপস্থিত। যিনি অবশ্যফলোন্মুখ দুরদৃষ্টের দ্বার রোধ করিতে পারেন, এ সংসারে এমত লোক কে? আকাশে গমন করুক, দিগন্তে প্রস্থান করুক বা রত্নাকরেই নিমগ্ন হউক, নিয়তি ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী থাকে। যত পার যত্ন কর বা পৌরুষ প্রকাশ কর, বা সহায়বল অবলম্বন কর, কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল হইলে, অভীষ্টসিদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন যাহা চির অনুকূল, তাহাও প্রতিকূল হইয়া উঠে। বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, পরিশ্রম বল, সকলই অদৃষ্টের দাস। অদৃষ্টের প্রবল বেগ কখন মনুষ্য-হস্তে রুদ্ধ হইবার নহে। এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে মকরন্দ সহসা সম্মুখীন হইয়া যোগিনীর বিষয় জিজ্ঞাসিলে বলিলেন, সখে! শ্রীপর্ব্বত হইতে আমরা তাঁহার সহিত অতি দ্রুতবেগে আসিতেছিলাম, ইতিমধ্যে বনচরগণের করুণ বিলাপের পর আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন কামন্দকী ও মকরন্দ তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কারণ অনুসন্ধান করিতে

লাগিলেন। মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা অমাত্যতনয়ার মোহাপনোদনের নিমিত্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন। মালতি! মালতি! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং কামন্দকীকে কহিলেন, ভগবতি! আপনি রক্ষা করুন। প্রিয়সখীর নিঃশ্বাস রোধ হইল, ঐ দেখুন, বক্ষঃস্থল স্থির হইল। হা অমাত্য! হা প্রিয়সখি! তোমরা উভয়ে, উভয়ের অবসানের কারণ হইলে! এইরূপে সকলে হাহাকার করত মূর্চ্ছিত হইলেন।

সৌদামিনী ভূরিবসুকে আশ্বাস দিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপনীত হইয়া অমৃত বর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন মাধব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, মালতী পুনরুজ্জীবিত; তাঁহার নাসা চলশ্বাসা, পয়োধর প্রসন্নমনোহর, বক্ষঃস্থল স্নিগ্ধ কোমল ও নয়ন স্বভাবশোভন হইয়া উঠিল। মূর্চ্ছাপগমে মুখমণ্ডল, দিবা-প্রারম্ভে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় বিরাজমান হইল। ঐ সময়ে যোগিনী আকাশমণ্ডল হইতে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, অমাত্য ভূরিবসু, নৃপতি ও নন্দনের সপ্রণাম অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া তনয়াবিয়োগ শোকে হুতাশনে আত্ম-সমর্পণ করিতেছিলেন, আমি সহসা উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ বলিয়া নিবর্ত্তিত করিলাম। তিনিও এই ব্যাপার শুনিয়া গুরুতর হর্ষ বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। শুনিবামাত্র মাধব ও মকরন্দ ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া কহিলেন, ভগবতি! আমাদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন, ঐ সেই যোগিনী জলদমালা বিলোড়ন করিয়া অন্তরীক্ষে আসিতেছেন।

আহা! শ্রবণ করুন, ঐ জীবিতদায়িনী ভগবতীর বচনামৃত বর্ষণ জলধরের জল বর্ষণ অপেক্ষাও সুশীতল। শুনিয়া সকলে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। সকল লোচনেই আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন মালতী কামন্দকীর চরণে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া শিরোঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, আইস বৎসে! জীবিতাধিক প্রিয়তমের জীবন দান কর, স্বজনগণকে রক্ষা কর এবং তুষারশীতল শরীরস্পর্শ দ্বারা আমাকে ও সখীদিগকে সুশীতল কর, এইরূপে মালতীকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মাধব কহিলেন, সখে মকরন্দ! সংপ্রতি জীবলোক কি উপাদেয়? মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা কহিল, সখি মালতি! তোমার আলিঙ্গন লাভ পাইব, ইহা মনে ছিল না। অতএব এস আমাদিগকে আলিঙ্গন কর। এই বলিয়া পরস্পর আলিঙ্গন মহোৎসবে ব্যগ্র হইলেন। ইতিমধ্যে কামন্দকী বলিলেন, বৎস মাধব! এক্ষণে অবসর হইল, জিজ্ঞাসা করি, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি। তিনি বলিলেন ভগবতি! কপালকুণ্ডলার কোপে আমাদিগের এই বিষম বিপত্তি ঘটে; কিন্তু ঐ আর্য্যা যোগিনীর অনুগ্রহে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। তিনি বলিলেন, বটে বুঝিলাম, এ অঘোরঘণ্টবধের ফল। তখন মদয়ন্তিকা কহিলেন, সখি লবঙ্গিকে! বিধাতা যে বিড়ম্বনা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিতেও ভয় হয়। এইরূপ নানা কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ইত্যবসরে সৌদামিনীও আকাশমার্গ হইতে অবতরণ

করিয়া কামন্দকী সমীপে গিয়া কহিলেন, ভগবতি! আ আপনার সেই চিরন্তন শিষ্য, প্রণাম গ্রহণ করুন পরিব্রাজিকা বলিলেন, এ কি! সৌদামিনী, এস, এস; চির দিনের পর আজি তোমাকে দেখিলাম। তুমি ভূরিবসুর জীবন দান জন্য প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিলে। তোমার কার্য্যে শরীর প্রমোদিত হইয়াছে, তথাপি আলিঙ্গন দ্বারা আরও প্রমোদিত কর, আর প্রণামে প্রয়োজন নাই। তুমি দুরবগাহ ব্যাপার সকল এইরূপ অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া জগন্মান্যা হইয়াছ, তোমার সেই পূর্ব্বপ্রণয়বীজেই আজি এ অপর্য্যাপ্ত ফল প্রসব করিল। তখন মাধব ও মকরন্দ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ভগবতী নিয়ত যাহার গুণে পক্ষপাতিনী, ইনি কি সেই পূর্ব্বশিষ্যা সৌদামিনী? তবেত ইঁহার কিছুই অসম্ভাবিত নয়। মালতীও কহিলেন, এই আর্য্যা সেই সময়ে ভগবতীর পক্ষপাতিনী হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ভর্ৎসনা করেন, আমাকে স্বীয় আবাসে লইয়া গিয়া ভগবতীর সমান যত্নে রক্ষা করেন এবং অভিজ্ঞান বকুলমালা আনয়ন পূর্ব্বক পদ্মাবতী আসিয়া স্বজনগণকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন, এই সেই জীবনদায়িনী সৌদামিনী। অনন্তর মাধব ও মকরন্দ কহিলেন, আ কি অনুগ্রহ! ভগবান্ চিন্তামণি অভীষ্ট সিদ্ধি করেন, কিন্তু তাহাতে চিন্তা পরিশ্রমের আবশ্যক করে; অদ্য আর্য্যা যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনন্যকৃত ও মনোরথাতীত। সৌদামিনী তাঁহাদিগের সৌজন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর

ছিলেন, ভগবতি! অদ্য পদ্মাবতীশ্বর নন্দনের সম্মতি লইয়া ভূরিবসুর সমক্ষে এই পত্র লিখিয়া মাধবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই বলিয়া পত্র সমর্পণ করিলেন। কামন্দকী পত্র লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পত্রে লিখিত ছিল ;—স্বস্ত্যস্তু, মহারাজের বিজ্ঞাপন এই, তুমি অতি সৎকুলজাত, নানা গুণে অলঙ্কৃত, শ্লাঘ্য জামাতা। তোমার সমস্ত আপদ্ দূর হইয়াছে বলিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। পূর্ব্ব হইতেই মদয়ন্তিকা মকরন্দের প্রতি অতিশয় অনুরাগিণী, অদ্য আমার ও তোমার তুষ্টির নিমিত্ত, তোমার প্রিয় মিত্রকে মদয়ন্তিকা দান করিলাম। মাধব এই পত্রার্থ অবগত হইয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন, তখন মালতীর মনোরথ পূর্ণ হইল ; সংসার আনন্দময় বোধ হইতে লাগিল। অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংস আসিয়া আনন্দে নানাবিধ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সকলে সকৌতুক নয়নে দেখিতে লাগিলেন। তখন লবঙ্গিকা বলিল, এমন কে আছে, যে এই সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন মহোৎসবে নৃত্য না করিয়া থাকিতে পারে ? কামন্দকী বলিলেন, সত্য, এমন রমণীয় বিচিত্র উজ্জ্বল কাণ্ড আর কোথাও ঘটিবে ?

অনন্তর সৌদামিনী কহিলেন, অমাত্য ভূরিবসু ও দেবরাতের অপত্য-সম্বন্ধ-বাসনা চির দিনের পর পরিপূর্ণ হইল। এই আর একটা পরম সুখের বিষয় বলিতে হইবে। তাঁহারা সকলে ঐ কথার গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণে কৌতুকী হইলে,

কামন্দকী বলিলেন, নন্দন যখন প্রসন্ন-চিত্তে মদয়ন্তিকা দান করিয়াছেন ও মালতীকে মাধবানুরাগিণী দেখিয়া যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমরা সর্ব্বতোভাবে নিঃশঙ্ক হইয়াছি। এক্ষণে পূর্ব্ব কথা বলি শ্রবণ কর। আমাদিগের পাঠদ্দশাতে এই সৌদামিনীর সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাতের এই প্রতিজ্ঞা হয়, যে উত্তর কালে আমাদিগের অবশ্যই কোন অপত্য-সম্বন্ধ করিতে হইবে। প্রধান সুহৃদ নন্দনের কোপশান্তির নিমিত্ত এত দিন ঐ কথা গোপনে রাখিয়াছিলাম। তাঁহারা শুনিয়া কামন্দকীর সম্বরণগুণ ও অবিচলিত নীতি-কৌশলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে শত শত বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরিব্রাজিকা বলিলেন, বৎস মাধব! পূর্ব্বে মনোরথ মাত্রে তোমাদিগের যে কল্যাণ সংকল্প করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার পুণ্যবল ও আমার দুই শিষ্যার প্রযত্ন দ্বারা তাহা সফল হইল, তোমার বয়স্যের অভিলষিত প্রিয়া-সমাগম লাভ হইল এবং রাজা ও নন্দন কেহই অসন্তুষ্ট হইলেন না। ইহা অপেক্ষা আর কি শুভাবহ ব্যাপার আছে, বল? মাধব শুনিয়া অতি মাত্র প্রীত হইলেন ও তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রাজা, নন্দন ও অমাত্য ভূরিবসু আসিয়া তাঁহাদিগের অভিনন্দন করিলেন এবং সমুচিত যত্ন ও সমাদরে মহা সমারোহে স্ব স্ব ভবনে লইয়া গেলেন। মাধব ও মকরন্দ কিছু দিন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া অভিমত সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করত অভীষ্ট বিদ্যাধ্যয়ন সমা

ধান করিলেন। পরিশেষে পদ্মাবতীশ্বর, নন্দন ও ভূরিবসু তিন জনের আদেশ লইয়া কামন্দকীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক নিজ নিজ বধূ সমভিব্যাহারে স্বদেশে উপনীত হইলেন। বিদর্ভ-রাজমন্ত্রী বহু দিনের পর বধূ সমবেত পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরম সুখী হইলেন ও নানা মহোৎসব করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবরাত ও ভূরিবসুর অভীষ্টসিদ্ধি হইল এবং মাধব ও মকরন্দ পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।